উপনিষদঃ।

(তৈত্তিরীয়ৈতরেয়শ্বেতাশ্বতরেতিতিস্রঃ)

সিদ্ধান্তবাচস্পতি

শ্রীশ্যামলালগোস্বামিনা

সম্পাদিতাঃ প্রকাশিতাশ্চ।

[১১ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।]

বাণীপ্রেস;

৮৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

প্রথমা বল্লী।

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং

ওঁ মিত্রঃ প্রাণবৃত্তেঃ অহ্নঃ চ অভিমানী দেবতাত্মা নঃ অস্মাকং শং সুখং ভবতু। বরুণঃ অপানবৃত্তেঃ রাত্রেঃ চ অভিমানী দেবতাত্মা অস্মাকং শং ভবতু। অর্য্যমা চক্ষুষি আদিত্যে বা অভিমানী দেবতাত্মা নঃ অস্মাকং শং সুখং ভবতু। বলে অভিমানী ইন্দ্রঃ বুদ্ধৌ অভিমানী বৃহস্পতিঃ চ নঃ অস্মাকং শং সুখং ভবতু। পাদয়োঃ অভিমানী উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ বিষ্ণুঃ নঃ অস্মাকং শং সুখং ভবতু। ব্রহ্মণে নমঃ। হে বায়ো তে তুভ্যং নমঃ। ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম

দিবসাভিমানিনী মিত্রদেবতা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। রাত্র্যভিমানিনী বরুণদেবতা আমাদের সুখদায়িনী হউন। চক্ষুরভিমানিনী অর্য্যমা দেবতা আমাদিগের সুখ-দায়িনী হউন। বলাভিমানিনী ইন্দ্রদেবতা এবং বুদ্ধ্য-ভিমানিনী বৃহস্পতিদেবতা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। পাদাভিমানী উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়ক হউন।

ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মা-মবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তা-রম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ, মাত্রা বলং, সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥১॥

অসি। ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং যথার্থজ্ঞানবন্তং বদিষ্যামি সত্যং যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বক্তারং কর্ত্তারং চ বদিষ্যামি। তৎ ব্রহ্ম মাং বিদ্যার্থিনম্ অবতু। তৎ ব্রহ্ম বক্তারম্ অবতু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওমিতি। ওঁ শীক্ষাং শিক্ষ্যতে গুরুভিঃ উচ্চারণে যা বর্ণাদীনাং সংহতিঃ সা শিক্ষা তাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ অকারাদিঃ, স্বরঃ উদাত্তাদিঃ, মাত্রা হ্রস্বাদ্যা, বলং প্রযত্নঃ, সাম অদ্রুতবিলম্বিতোচ্চারণং সন্তানঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ বর্ণমালা বা। ইতি উক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ এষঃ হি শিক্ষিতব্যঃ অর্থঃ॥ ইতি প্রথমঃ অনুবাকঃ॥ ১॥

ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ো, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, যথার্থজ্ঞানবান্ বলিব ও যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বক বক্তা ও কর্ত্তা বলিব। আমি বিদ্যার্থী, ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন॥ ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি॥

শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব। অকারাদি বর্ণ, উদাত্তাদি স্বর, হ্রস্বাদি মাত্রা, বর্ণসমূহের উচ্চারণপ্রযত্নরূপ বল, বর্ণসমূহের

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধি-

সহেতি। নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ যশঃ সহ এব অস্তু। নৌ আবয়োঃ ব্রহ্মবর্চ্চসং তেজঃ সহ এব অস্তু। অথ বর্ণাদিশিক্ষানন্তরম্ অতঃ ফলবত্ত্বাৎ সংহিতায়াঃ বেদস্য পঞ্চসু অধিকরণেষু জ্ঞানবিষয়েষু স্থিতম্ উপনিষদং রহস্যং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

উচ্চারণবিশেষরূপ সাম ও বর্ণমালারূপ সন্তান, ইহাই শিক্ষিতব্য বিষয়। এই প্রথম অনুবাক ॥ ১ ॥

গুরু ও শিষ্য আমাদিগের উভয়ের যশ একত্র লাভ হউক। আমাদিগের উভয়ের ব্রহ্মতেজ একত্র লাভ হউক। বর্ণাদিশিক্ষার পর ফলবত্ত্ব হেতু বেদের পঞ্চ জ্ঞানবিশেষরূপ অধিকরণে উপনিষৎসংজ্ঞক রহস্য ব্যাখ্যা করিব। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম, এই পঞ্চ অধিকরণ। ইহাদিগকে মহাসংহিতা বলা হয়। অনন্তর অধিলোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাহা লোক আশ্রয় পূর্ব্বক বর্ত্তমান, তাহাই অধিলোক। লোকে

জ্যোতিষম্। অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তে-বাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধি-বিদ্যম্। অথাধিপ্রজম। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তর-রূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্। অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্। ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা

অধিলোকম্ অধিজ্যোতিষম্ অধিবিদ্যম্ অধিপ্রজম্ অধ্যাত্মম্ ইতি পঞ্চ অধিকরণানি। তাঃ মহাসংহিতা ইতি আচক্ষতে বদন্তি।

পৃথিবী পূর্ব্বরূপ, অর্থাৎ সংহিতার পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবীদৃষ্টি করিতে হইবে। স্বর্গ উত্তররূপ, অর্থাৎ সংহিতার উত্তর-বর্ণে স্বর্গদৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ তদুভয়ের সন্ধি। বায়ু সন্ধান অর্থাৎ সন্ধির সাধন। এই অধিলোক ব্যাখ্যাত হইল। অনন্তর অধিজ্যোতিষ। অগ্নি পূর্ব্বরূপ। আদিত্য উত্তররূপ। অপ্ সন্ধি। বিদ্যুৎ সন্ধান। এই অধিজ্যোতিষ ব্যাখ্যাত হইল। তদনন্তর অধিবিদ্য। আচার্য্য পূর্ব্বরূপ। শিষ্য উত্তররূপ। বিদ্যা সন্ধি। অধ্যয়ন সন্ধান। এই অধিবিদ্য ব্যাখ্যাত হইল। অনন্তর অধিপ্রজ। মাতা পূর্ব্বরূপ। পিতা উত্তররূপ। প্রজা সন্ধি। প্রজোৎপত্তি সন্ধান। এই অধিপ্রজ ব্যাখ্যাত হইল। অনন্তর অধ্যাত্ম। অধরা হনু পূর্ব্বরূপ। উত্তরা

বেদ সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা।

অথ অধিলোকং লোকেষু অধি অধিকৃত্য স্থিতম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বঃ বর্ণঃ সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা। দ্যৌরিত্যাদি সুগমম্॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

য ইতি। যঃ ছন্দসাং বেদানাম্ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ অমৃতাৎ অমৃতেভ্যঃ অধিসম্বভূব অধিকতয়া সুব্যক্তঃ সঃ ইন্দ্রঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু। হে দেব অমৃতস্য ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিশিষ্টাঃ চর্ষণয়ঃ প্রজ্ঞাঃ যস্য তৎ ভূয়াৎ।

হনু উত্তররূপ। বাক্ সন্ধি। জিহ্বা সন্ধান। এই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাত হইল। এই মহাসংহিতা। যিনি এইরূপ এই মহাসংহিতার ব্যাখ্যান বিদিত হয়েন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্নাদি ও স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন॥ এই দ্বিতীয় অনুবাক॥ ২॥

যিনি বেদ সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ, বেদসমূহ হইতে অধিকতররূপে সুব্যক্ত, সেই ইন্দ্র আমাকে প্রজ্ঞা দ্বারা বর্দ্ধিত করুন। হে দেব, আমি অমৃতের ধারয়িতা হইব। আমার শরীর বিশিষ্টপ্রজ্ঞা-

কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়াপিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণাচিরমাত্মনো বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা ততো মে শ্রিয়মাবহ লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্ম-

---

জিহ্বা মে মধুমত্তমা অতিশয়েন মধুরভাষিণী ভূয়াৎ। কর্ণাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রুবং শ্রোতা ভূয়াসম্। মেধয়া প্রজ্ঞয়া অপিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ ব্রহ্মণঃ কোশঃ আশ্রয়ঃ অসি। মে মম শ্রুতং শ্রবণাদি গোপায় রক্ষ। হে ইন্দ্র যতঃ শ্রীঃ অচিরং চিরং বা আত্মনঃ সর্ব্বভোগান্ আবহন্তী আনয়ন্তী বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী মম বাসাংসি গাবঃ গাঃ চ অন্নপানে চ কুর্ব্বাণা ততঃ তাং লোমশাং বহুকেশবতীং শ্রিয়ং পশুভিঃ সহ সর্ব্বদা মে মহ্যম্ আবহ সম্পাদয় ইদং হবিঃ তে তুভ্যং স্বাহা দদে। ব্রহ্মচারিণঃ মা মাম্ আযন্তু

শালী হউক। আমার জিহ্বা অতিশয় মধুরভাষিণী হউক। আমি কর্ণদ্বয় দ্বারা বহু বিষয় শ্রবণ করিব। তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা আবৃত ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। তুমি আমার শ্রবণাদি রক্ষা কর। হে ইন্দ্র, যে শ্রী চিরকাল জীবগণের সমস্ত ভোগ আনয়ন ও পরিবর্দ্ধন করেন, যিনি আমার বসন, গোধন, অন্ন ও পান বিধান করিতেছেন, সেই বহুকেশবতী শ্রীকে পশুসকলের সহিত আমার প্রতি প্রেরণ কর। এই হবিঃ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। ব্রহ্মচারিগণ

চারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরা-

---

পঠনায় স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ মা মাং বিযন্তু বিযুক্তা বিশেষেণ যুক্তা ভবন্তু স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ প্রমাঃ যথার্থজ্ঞানং যন্তু প্রাপ্নুবন্তু স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ দং দান্তিম্ আযন্তু স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ শং শান্তিম্ আযন্তু স্বাহা। যশঃ যশস্বী জনে জনসমূহে অসানি ভবানি স্বাহা। বস্যসঃ বসীয়সঃ অতিশয়েন বসুমতঃ অপি শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ অসানি স্বাহা। হে ভগ ভগবন্ তং ব্রহ্মণঃ অধিষ্ঠানং ত্বা ত্বাং প্রবিশানি স্বাহা। হে ভগ ভগবন্ সঃ ত্বং মা মাং প্রবিশ স্বাহা। হে ভগ ভগবন্ তস্মিন্ ত্বয়ি সহস্রশাখে অহং পাপং নিমৃজে স্বাহা। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি যথা বা মাসাঃ অহর্জরং জরয়ন্তি অহোভিঃ সর্ব্বম্ ইতি সংবৎসরং যন্তি হে ধাতঃ এবং ব্রহ্মচারিণঃ

পাঠার্থ আমার নিকট আগমন করুন; তাঁহারা আমার সহিত বিযুক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপ যুক্ত হউন; তাঁহারা যথার্থজ্ঞান লাভ করুন; তাঁহারা শমদমাদিসম্পন্ন হউন। এই হবিঃ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। আমি জনসমূহমধ্যে যশস্বী হইব। আমি ধনশালিদিগের প্রধান হইব। হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রবেশ করিব।

যন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং

সর্ব্বতঃ মাম্ আযন্তু স্বাহা। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ অসি অতঃ মা মাং প্রভাহি মা মাং প্রপদ্যস্ব॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

ভূরিতি। ভূঃ ভুবঃ সুবঃ স্বঃ ইতি বৈ এতাঃ তিস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ। তাসাং সম্বন্ধিনীং মহ ইত্যেতাম্ উ হ চতুর্থীং মাহাচমস্যঃ মহাচমসসুতঃ প্রবেদয়তে স্ম জ্ঞাতবান্। তৎ ব্রহ্ম। সঃ আত্মা

হে ভগবন্, তুমি আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, আমি সহস্রধা বিভক্ত তোমাতে প্রবেশ করিয়া সকল পাপ ক্ষয় করিব। যেমন জল নিম্নদেশে গমন করে, যেমন মাস সকল সম্বৎসরে গমন করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী সকল সকল দিক্ হইতে আমার সমীপে আগমন করুন। এই হবিঃ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তুমি শ্রমাপনয়নস্থান; তুমি আমার সম্বন্ধে প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর॥ এই তৃতীয় অনুবাক॥ ৩॥

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্রহ্মের ব্যাহরণ অর্থাৎ বিশেষরূপে আহরণ হেতু ব্যাহৃতিশব্দবাচ্য। মাহাচমস্য ঋষি মহঃ এইটিকে চতুর্থী ব্যাহৃতি বলিয়া জানেন।

লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

অততি ব্যাপ্নোতি ইতি। অতঃ অঙ্গানি অন্যাঃ দেবতাঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

ঐ ব্যাহৃতিচতুষ্টয় ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ব্রহ্ম। ব্যাপকতা বশতঃ উহাকে আত্মা বলা যায়। অন্য দেবতা সকল উহার অঙ্গ। ভূঃ এই লোক। ভুবঃ অন্তরীক্ষ। স্বঃ ঐ স্বর্গলোক। মহঃ আদিত্য। আদিত্য দ্বারা সকল লোক পূজিত হয়। ভূঃ অগ্নি। ভুবঃ বায়ু। স্বঃ আদিত্য। মহঃ চন্দ্রমা। চন্দ্রমা দ্বারা সকল জ্যোতিষ্ক পূজিত হয়। ভূঃ ঋক্। ভুবঃ সাম। স্বঃ যজুঃ। মহঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম দ্বারাই সকল বেদ পূজিত হয়। ভূঃ প্রাণ। ভুবঃ অপান। স্বঃ ব্যান। মহঃ অন্ন। অন্ন দ্বারাই সকল

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ স্তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনো-ময় অমৃতো হিরণ্ময় অন্তরেণ তালুকে য এষস্তন ইবাব-লম্বতে সেন্দ্রযোনিঃ যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ।

স ইতি। অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাকারঃ মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়তনঃ অনেকনাড়ীবিবরঃ ঊর্দ্ধনালাধোমুখঃ তস্য অন্তঃ যঃ এষঃ প্রসিদ্ধঃ আকাশঃ তস্মিন্ সঃ অয়ং পুরুষঃ মনোময়ঃ অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ বর্ত্ততে। হৃদয়াৎ নির্গতা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী তালুকে জিহ্বামূলস্যোপরিভাগৌ তয়োঃ অন্তরেণ মধ্যে য এষঃ স্তনঃ ইব মাংসখণ্ডঃ অবলম্বতে তদবলম্বনেন নাসিকামধ্য-ভিত্তিদ্বারা যত্র কেশান্তঃ কেশানাম্ অন্তঃ মূলং বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে তং মূর্দ্ধদেশং প্রাপ্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে কপালদ্বয়-

---

প্রাণ পূজিত হয়। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ এই চারিটি ব্যাহৃতি চারি চারি প্রকার। ঐ চারি প্রকার চারিটি ব্যাহৃতি যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্ম বিদিত হয়েন। সকল দেবতা তাদৃশ জ্ঞানীর উদ্দেশে বলি আহরণ করিয়া থাকেন ॥ এই চতুর্থ অনুবাক ॥ ৪ ॥

ঊর্দ্ধনাল, অধোমুখ, পুণ্ডরীকাকার, অনেকনাড়ীচ্ছিদ্র-বিশিষ্ট, প্রাণাশ্রয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশে মনোময় অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরধারী, অমর, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবস্থান করেন। ঐ হৃদয় হইতে নির্গত এবং জিহ্বামূল, তালু ও নাসিকামধ্যভিত্তি অবলম্বনে মস্তকের যে স্থানে কেশের

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুস্পতিঃ শ্রোত্রপতি র্বিজ্ঞানপতিঃ। এতৎ ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

সন্ধিস্থলং ব্যপোহ্য বিদার্য্য দশাঙ্গুলমুপরি বর্ত্ততে। সা সুষুম্না ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মণঃ যোনিঃ মার্গঃ। ভূরিতি। আকাশশরীরম্—আকাশবৎ শরীরং যস্য তৎ। সত্যাত্ম—সত্যম্ আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ। প্রাণারামং—প্রাণেষু ক্রিয়াশক্তৌ আরমণম্ আক্রীড়া যস্য তৎ। ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

মূল সকল থাকে সেই মূর্দ্ধপ্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া কপালদ্বয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ পূর্ব্বক মস্তকের উপরিভাগে দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্থিত ও রবিরশ্মির সহিত একীভূত যে সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, উহাই উক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ। ভূর্লোক অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত। ভুবর্লোক বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। স্বর্লোক আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। মহর্লোক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সুষুম্নামার্গ দ্বারা উৎক্রান্ত পুরুষ পৃথিব্যাদি লোকের অধিষ্ঠাতা অগ্ন্যাদির স্বরূপে ভূরাদি লোক অতিক্রমের পর ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত মহরাদিলোকক্রমে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত স্বারাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি স্বারাজ্যলাভে মন বাক্য চক্ষুঃ শ্রোত্র ও বিজ্ঞানের অধী-

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ ; অগ্নির্বায়ু-
রাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি ; আপ ওতধয়ো বনস্পতয়
আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্। প্রাণোঽপানো
ব্যান উদানঃ সমানঃ ; চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ ;
চর্ম্ম মাংসস্নাবাস্থি মজ্জা ; এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ
পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব সর্ব্বং স্পৃণো-
তীতি ॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

পৃথিবীতি। আত্মা—দেহঃ। স্নাবা—নাড়ী। অধিবিধায়—
অধিকৃত্য। পাঙ্‌ক্তং—পঞ্চসংখ্যাযুক্তম্। স্পৃণোতি—বলয়তি, স্বস্ব-
ব্যাপারশক্তং করোতি ॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

শ্বর হযেন। পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। ঐ ব্রহ্মের
আকাশ শরীর, সত্য আত্মা, প্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি
আরাম, আনন্দ মন। তিনি শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। তিনি
অমৃত। অতএব হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি ঐ ব্রহ্মের উপা-
সনা কর ॥ এই পঞ্চম অনুবাক ॥ ৫ ॥

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্ ; অগ্নি, বায়ু,
আদিত্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র সকল ; অপ্, ওষধি, বনস্পতি,
আকাশ ও দেহ ; এইগুলি অধিভূত। অনন্তর অধ্যাত্ম।
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, ও সমান ; চক্ষু, কর্ণ, মন,
বাক্ ও ত্বক্ ; চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী, অস্থি ও মজ্জা। এই
অধিভূত ও অধ্যাত্ম পরিকল্পনা করিয়া কোন ঋষি বলিয়া-
ছেন, এই সমস্ত জগৎ পঞ্চসংখ্যাযুক্ত। আধ্যাত্মিক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতি-
র্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি
গায়ন্তি। ওমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতি-
গরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নি-
হোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপা-
প্নবানীতি ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥৭॥

ওমিতি। অনুকৃতিঃ—অনুকরণম্। আশ্রাবয়ন্তি—উচ্চার-
য়ন্তি। শস্ত্রাণি—গীতিরহিতাঃ ঋচঃ। প্রতিগরং—যজুর্বিশেষম্।
প্রতিগৃণাতি—পঠতি। প্রসৌতি—প্রেরয়তি। প্রবক্ষ্যন্—প্রব-
চনং করিষ্যন্। উপাপ্নবানি—প্রাপ্নুয়াম্। উপাপ্নোতি—প্রাপ্নোতি।
ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চসংখ্যক বস্তু দ্বারা আধিভৌতিক
পাঙ্‌ক্তকে নিজ নিজ ব্যাপারে সমর্থ করিয়া থাকে॥
এই ষষ্ঠ অনুবাক॥ ৬॥

ওঙ্কার ব্রহ্ম। ওঙ্কার এই সমস্ত জগৎ। ওঙ্কার
অনুকরণসূচক বাক্য। শ্রোতা ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক
শ্রবণ করাইতে বলিলে, বক্তা শ্রবণ করাইয়া থাকেন।
উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য নামক উদ্‌গান-
কর্ত্তারা ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক সাম গান করিয়া থাকেন।
হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা নামক
হোতৃচতুষ্টয় ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক গীতিরহিত শস্ত্র
নামক ঋক্ সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ওঙ্কার উচ্চা-

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ প্রজা চ স্বাধ্যায়-

---

ঋতঞ্চেতি। ঋতং মনসা যথার্থানুসন্ধানং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে স্বাধ্যায়ঃ বেদপাঠঃ চ প্রবচনং ধর্ম্মার্থং স্মরণার্থং বা তদধ্যাপনং চ সত্যং যথার্থভাষণং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ তপঃ চান্দ্রায়ণাদি চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ শমঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অগ্নয়ঃ অগ্ন্যাধানং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অগ্নিহোত্রং হোমকর্ম্ম চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ অতিথয়ঃ অতিথিপূজনং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ মানুষং লৌকিকং

রণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক্ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক হোমের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ এই সপ্তম অনুবাক॥৭॥

সত্যচিন্তা, সত্যবাক্য, তপঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, বহ্নিস্থাপন, হোম, অতিথিসৎকার, বন্ধুসৎকার, পুত্রাদিসৎকার, সন্তানার্থ স্ত্রীগমন, বংশরক্ষার্থ পুত্রবিবাহাদি, বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। রথীতরতনয় সত্যবচা সত্যকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন।

প্রবচনে চ প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরস্তপ ইতি তপো-নিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ স্বাধ্যায়প্রবচনেনৈবেতি নাকো মৌদ্গল্যস্তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ ॥৮॥

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব উর্দ্ধ-পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি দ্রবিণং সুবর্চসং সুমেধা

বন্ধুপূজাদি চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ প্রজা পুত্রাদিপূজা চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ প্রজনঃ ভার্য্যাগমনং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ প্রজাতিঃ পুত্রবিবাহাদি চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ এতানি অবশ্যকর্ত্তব্যানি। অথ সত্যম্ এব শ্রেয়ঃ ইতি সত্যবচাঃ রাথীতরঃ মন্যতে। তপঃ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনেন এব ইতি নাকঃ মৌদ্গল্যঃ। তৎ স্বাধ্যায়প্রবচনং হি তপঃ তৎ হি তপঃ॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

অহমিতি। অহং বৃক্ষস্য সংসারাত্মকস্য রেরিবা ছেত্তা; কীর্ত্তিঃ মৎকীর্ত্তিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠম্ ইব বিস্তীর্ণা; বাজিনি বাজম্ অন্নং

পুরুশিষ্টতনয় তপোনিত্য। তিনি তপস্যাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া থাকেন। মুদ্গলতনয় নাক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ফলতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই পরম তপ ॥ এই অষ্টম অনুবাক ॥ ৮ ॥

আমি সংসারবৃক্ষের ছেদনকর্ত্তা; আমার কীর্ত্তি গিরিশিখরের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে; সবিতাতে অবস্থিত শুদ্ধাত্মতত্ত্বের ন্যায় আমি নিরতিশয় পবিত্র হইয়াছি;

অমৃতোক্ষিত ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ইতি নবমো-হনুবাকঃ॥ ৯॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি সত্যং বদ ধর্ম্মং চর স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব আচার্য্য-

---

বিদ্যতে অস্য ইতি বাজী তস্মিন্ সবিতরি স্বমৃতং শুদ্ধাত্মতত্ত্বম্ ইব ঊর্দ্ধপবিত্রঃ ঊর্দ্ধেন পবিত্রঃ ঊর্দ্ধে পবিত্রং যস্য ইতি বা অহমস্মি; সুবর্চ্চসং শোভনকান্তিযুক্তং ব্রহ্ম এব মম দ্রবিণম্;। অহম্ অমৃতো-ক্ষিতঃ অমৃতেন উক্ষিতঃ ব্যাপ্তঃ অতঃ সুমেধাঃ; ইতি ত্রিশঙ্কোঃ ঋষেঃ বেদানুবচনম্॥ ইতি নবমোহনুবাকঃ॥ ৯॥

বেদমিতি। অনূচ্য—অধ্যাপ্য। ভূত্যৈ—ভূত্যর্থাৎ কর্ম্মণঃ। অস্ম-

শোভনকান্তি-সমন্বিত ব্রহ্মই আমার ধন; আমি অমৃত দ্বারা ব্যাপ্ত অতএব সুমেধা; ত্রিশঙ্কু ঋষির এই বেদানু-বচন॥ এই নবম অনুবাক॥ ৯॥

বেদ অধ্যয়ন করাইয়া আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন—সত্য বলিবে; ধর্ম্ম আচরণ করিবে; অধ্যয়ন বিষয়ে অমনোযোগী হইবে না; আচা-র্য্যকে অভীষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিয়া দারপরিগ্রহানন্তর প্রজাবর্দ্ধনে অযত্ন করিবে না। সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে

দেবো ভব অতিথিদেবো ভব যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যং শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াদেয়ং শ্রিয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যু র্যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা

চ্ছ্রেয়াংসঃ—অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ। আসনেন—আসনদানা-দিনা। প্রশ্বসিতব্যং—শ্রমাপনোদনং কার্য্যম্। সংবিদা—মিত্রাদি-কার্য্যেণ। তে—তব। কর্ম্মবিচিকিৎসা—শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি বিচিকিৎসা সংশয়ঃ। বৃত্তবিচিকিৎসা—বৃত্তে আচারলক্ষণে বিচিকিৎসা সংশয়ঃ। তত্র—তস্মিন্ দেশে কালে বা। সংমর্শিনঃ বিচারক্ষমাঃ।

না; ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না; নিজরক্ষাকর কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না; মঙ্গলকর কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিবে না। দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য বিস্মৃত হইবে না; দেবভাবে মাতা পিতা, আচার্য্য ও অতিথির সেবা করিবে; অনিন্দনীয় কর্ম্ম সকলই আচরণ করিবে; নিন্দনীয় কর্ম্ম সকল আচরণ করিবে না; আমাদিগের আচরিত বিহিত কর্ম্ম সকলই অনুষ্ঠান করিবে; নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবে না। যাঁহারা আমাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ

তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যু র্যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্ তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ এষ উপদেশঃ এষা বেদোপনিষৎ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্ এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০

যুক্তাঃ—কর্ম্মাদৌ নিযুক্তাঃ। আযুক্তাঃ—অপরপ্রযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ—অরূক্ষাঃ। ধর্ম্মকামাঃ—অকামহতাঃ। তত্র—কর্ম্মণি বৃত্তে বা। অভ্যাখ্যাতেষু—নিন্দিতেষু॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

তাঁহাদিগকে আসনদানাদি দ্বারা বিশ্রাম করাইবে; শ্রদ্ধা সহকারে দান করিবে; অশ্রদ্ধা সহকারে দান করিবে না; প্রসন্নচিত্তে লজ্জা সহকারে ভয়প্রযুক্ত বা বন্ধুকার্য্যে দান করিবে। যদি কখন তোমার কোন শাস্ত্রোক্ত বা লৌকিক কর্ম্মে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ঐ স্থানে বা ঐ সময়ে যে সকল কর্ম্মনিরত, বিচারক্ষম, অপর কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত, অরূক্ষস্বভাব, ধর্ম্মমাত্রকাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা উক্ত কর্ম্মে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপই আচরণ করিবে; আর নিন্দিত কর্ম্ম সকলেও তাঁহারা যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপই আচরণ করিবে। এই আদেশ; এই উপদেশ; এই বেদোপনিষৎ; এই অনুশাসন। এইরূপ উপাসনা করিবে; এইরূপই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে॥ এই দশম অনুবাক॥১০॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্‌বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্‌-বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শমিতি। অবাদিষম্—উক্তবানহম্। আবীৎ—অপালয়ৎ।

মিত্রদেবতা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। বরুণ-দেবতা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। অর্য্যমা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। ইন্দ্র আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ো, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ বক্ষ বলিয়াছি ও বলিব, যথার্থ-জ্ঞানবান্ বলিয়াছি ও বলিব, এবং যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বক বক্তা ও কর্ত্তা বলিয়াছি ও বলিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা

সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি প্রথমা শিক্ষাবল্লী॥

ভুনক্তু—ভোজয়তু, ভোগং প্রাপয়তু। বীর্য্যম্—অধ্যয়নাধ্যাপনাদি-শ্রমম্। তেজস্বি—সফলম্। বিদ্বিষাবহৈ—বিদ্বেষং করবাবহৈ॥

ইতি শিক্ষাবল্লী ব্যাখ্যাতা॥

করিয়াছেন ও করুন। ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন ও করুন। ব্রহ্ম আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন ও করুন। তিনি গুরু ও শিষ্য উভকেই একত্র রক্ষা করুন; উভয়কে একত্র ভোগ প্রদান করুন। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার্থ যত্ন করিব। আমাদিগের অধীত বিষয় সফল হউক। আমরা কাহারও সহিত বিদ্বেষাচরণ করিব না। আমাদিগের তাপত্রয়ের শান্তি হউক॥

শিক্ষাবল্লীর সরলানুবাদ॥

দ্বিতীয়া বল্লী।

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

ব্রহ্মবিদিতি। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মজ্ঞঃ জনঃ পরং ব্রহ্ম আপ্নোতি। তৎ এষা উক্তার্থবাচিকা ইয়ং ঋক্ বেদে অভ্যুক্তা। যঃ সত্যং সত্য-স্বরূপং জ্ঞানং চিৎস্বরূপম্ অনন্তং দেশকালাদিপরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্নি গুহায়াং হৃদয়াকাশে চ নিহিতং স্থিতং বেদ সঃ বিপশ্চিতা সর্ব্বজ্ঞেন ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এই ঋক্ বেদে উক্ত হইয়াছে। যিনি দেশকালাদিপরিচ্ছেদরহিত সৎস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন। অনন্ত সচ্চিদানন্দময় পর-ব্রহ্ম লীলাপোষণার্থ নিজের অনন্ত স্বরূপকে পরিচ্ছিন্ন করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়া দ্বারা উক্ত অঘটনঘটনা সাধিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম যোগমায়াবলম্বনে প্রথম পুরুষের আকার আবি-ষ্কার করেন। প্রলয়ে অবসন্না মায়াশক্তি ও জীবশক্তি এই প্রথম পুরুষেই লীন থাকেন। প্রথম পুরুষ সিসৃক্ষু

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ু-র্বায়োরগ্নি রগ্নে রাপো। হদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয়

আপ্নোতি ইতি। তস্মাৎ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি পরব্রহ্মাপ্তি-কামেন জ্ঞাতব্যতয়োক্তাৎ এতস্মাৎ সত্যত্বাদিনা লক্ষিতাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ বৈঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ জাতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োঃ অগ্নিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ।

হইলেই ঐ মায়াশক্তি ও জীবশক্তি পুনঃ প্রবুদ্ধ হয়েন। জীব প্রবুদ্ধ হইয়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবাসনা বশতঃ বহির্মুখ থাকেন; সুতরাং স্বাশ্রয়ভূত প্রথম পুরুষের প্রতি বা তদংশী পরব্রহ্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। পর-ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য না থাকাই জীবের ছিদ্র। মায়াশক্তি ঐ জীবচ্ছিদ্রেই অবস্থান করেন। জীবচ্ছিদ্রে অবস্থিতা মায়াশক্তি প্রবুদ্ধা ও পরমাত্মার প্রেরণায় ক্রিয়াবতী হইয়া জীবশক্তিকে আবরণ পূর্ব্বক স্বাংশভূতা গুণমায়াকে উদ্গীরণ করেন। প্রথমপুরুষ জীবশক্তির ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ ঐ গুণমায়াতে ঈক্ষণ করেন। তদ্দারা জীবভোগ্য বিচিত্র জগৎ উৎপাদনের সঙ্কল্পই প্রথম পুরু-ষের ঈক্ষণ। পুরুষবীক্ষিতা গুণমায়ার গুণ সকল ক্ষুভিত হইয়া অংশতঃ মহত্তত্ত্বাকারে পরিণত হয়। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইলে, মায়াবৃত জীব ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত একীভূত হয়েন।

ওষধিভ্যোঽন্নম্ অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্ন-রসময় স্তস্যেদমেব শিরঃ অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ অয়মুত্তরঃ

ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। সঃ বৈ এষঃ অন্নরসময়ঃ অন্ন-প্রচুরঃ পুরুষঃ দেহরূপঃ অন্নময়কোষঃ। তস্য ইদং প্রসিদ্ধং শিরঃ

এদিকে বুদ্ধিতত্ত্ব ক্রমপরিণামে অংশতঃ দেবতাকারে আকারিত, অংশতঃ ইন্দ্রিয়াকারে আকারিত এবং অংশতঃ ভূতাকারে আকারিত হইয়া জীবভোগ্য বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করিতে থাকে। জীবও উহার সঙ্গে সঙ্গেই কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল শরীরে বদ্ধ এবং মায়া-বরণ বশতঃ উক্ত শরীর সকলের সহিত একীভূত হইয়া এই ভূমণ্ডলে অবতরণ করিতে থাকেন। প্রথম পুরুষের সৃষ্টি সঙ্কল্পময়ী; অর্থাৎ প্রথম পুরুষ আত্মগতা সঙ্কল্পাত্মিকা বৃত্তি দ্বারাই সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। সঙ্কল্পময়ী সৃষ্টিই কারণসৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন নিষ্পান্ন হয়। পরে ঐ প্রথম পুরুষ অংশতঃ তত্ত্বসমূহে দ্বিতীয়পুরুষরূপে অবতরণ পূর্ব্বক যে সূক্ষ্ম সমষ্টিবিরাটের সৃষ্টি করেন, তদ্দ্বারাই জীবের সূক্ষ্মশরীরে বন্ধন হয়। পরিশেষে ব্রহ্ম-কৃত স্থূল সৃষ্টিতেই তাঁহার স্থূলশরীরে বন্ধন নিষ্পান্ন হইয়া থাকে। তামস ভূতাদি হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎ-পত্তিই স্থূল সৃষ্টি। কারণতত্ত্ব সকল সূক্ষ্মতত্ত্বে এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব

পক্ষঃ অয়মাত্মা ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১ ॥

এব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ বাহুঃ, অয়ম্ উত্তরঃ বামঃ পক্ষঃ বাহুঃ, অয়ং মধ্যমঃ দেহভাগঃ আত্মা, ইদং নাভেরধস্তাৎ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতি অস্যামিতি আশ্রয়ঃ। তৎ তত্র অন্নময়ত্বে এবঃ শ্লোকঃ মন্ত্রঃ অপি ভবতি অস্তি ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ ॥১॥

সকল স্থূলতত্ত্বে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব পরপরের আশ্রয় হইয়াছে। কালশক্তি মায়াশক্তিতে প্রবিষ্ট ও উহার আশ্রয়। জীবমায়া গুণমায়াতে প্রবিষ্ট ও উহার আশ্রয়। গুণমায়া গুণত্রয়ে প্রবিষ্ট ও উহার আশ্রয়। মহত্তত্ব ত্রিবিধ অহঙ্কারে প্রবিষ্ট ও উহাদের আশ্রয়। অহঙ্কারতত্ত্ব সাত্ত্বিকাহঙ্কারোৎপন্ন মন ও দেবতা-সমূহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে ও রূপাদি তন্মাত্রে বা ভূতাদিতে প্রবিষ্ট ও উহাদের আশ্রয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ ও স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু ও রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ ও রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে পার্থিব আজানদেব-গণের ক্রিয়া দ্বারা ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে মানব-ভোগ্য অন্ন ও ঐ অন্ন হইতে জীবশরীরের উৎপত্তি। জীব-শরীরাভিমানী আত্মাই পুরুষ বা ব্যষ্টিপুরুষ। এই অন্ন-রসময় অন্নময় কোষই দেহরূপ পুরুষ বা জীবোপাধি।

অন্নাদ্ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথোঽন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপিযন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন

অন্নাদিতি। এনৎ—অন্নম্। অপিযন্তি—অপিগচ্ছন্তি। অন্ততঃ—অন্তে জ্যেষ্ঠং—প্রথমজম্। সর্ব্বৌষধং—সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহ-

---

উপাধি ও উপহিতের একীভাবে দেহ ও আত্মা উভয়কেই পুরুষ বলা হয়। এই দেহরূপ পুরুষের এই শিরই শির, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এবং এই নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়, অর্থাৎ পুরুষের ধারয়িতা। দেহরূপ পুরুষের অন্নময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই প্রথম অনুবাক॥ ১॥

অন্ন হইতেই পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পর উহারা অন্ন দ্বারাই জীবনধারণ করে। আবার অন্তে ঐ অন্নেই লীন হইয়া থাকে। অন্নই প্রাণীদিগের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন। অন্ন প্রাণীদিগের ক্ষুদ্রোগের ঔষধ। যিনি অন্নব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত

বৰ্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ইতি। তস্মাদ্ বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রাণ এব শিরো ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষোঽপান উত্তরঃ পক্ষ আকাশ আত্মা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

প্রশমম্। অন্তরঃ—অন্তরস্থঃ। প্রাণময়ঃ—হৃদয়স্থপ্রাণবায়ুপ্রচুরঃ প্রাণময়ঃ কোষঃ। তেন—প্রাণময়কোষেণ। এষঃ—অন্নরসময়ঃ। পুরুষবিধঃ—পুরুষাকারঃ। তস্য—অন্নরসময়স্য। অনু—পশ্চাৎ। অয়ং—প্রাণময়ঃ। তস্য—প্রাণময়স্য॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

অন্ন লাভ করেন। অন্নই প্রাণীদিগের জ্যেষ্ঠ। অতএব অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হয়। অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ভূত সকল অন্ন দ্বারাই বৰ্দ্ধিত হয়। অন্ন ভূতগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় ও স্বয়ং ভূতগণকে ভক্ষণ করে। এই নিমিত্তই অন্ন অন্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ঐ অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুপ্রচুর প্রাণময়কোষ। ঐ প্রাণময় দ্বারা এই অন্নরসময় পুরুষ পূর্ণ আছে। প্রাণময়ও পুরুষাকারই। অন্নময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। ঐ প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির,

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্ব-মেব ত আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ু স্তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষ

প্রাণমিতি। দেবাঃ—অগ্ন্যাদয়ঃ। প্রাণং—প্রাণনশক্তিমন্তং বায়ুম্। অনু প্রাণন্তি—তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, প্রাণন-ক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তঃ ভবন্তি। তস্য—প্রাণময়স্য। এষঃ—প্রসিদ্ধঃ।

ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান বাম পক্ষ, আকাশ দেহমধ্যভাগ এবং পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা পুচ্ছ ও আশ্রয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। পুরুষের প্রাণময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে॥ এই দ্বিতীয় অনুবাক॥ ২॥

অগ্ন্যাদি দেবতা সকল প্রাণশক্তিশালী বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া ক্রিয়াবন্ত হয়েন। মনুষ্য এবং পশ্বাদি প্রাণী সকল ও ঐ বায়ুর সহিত একীভূত হইয়াই ক্রিয়াবন্ত হইয়া থাকে। প্রাণই প্রাণীদিগের আয়ু। এই নিমিত্ত প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়। অন্নময় পুরুষের যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই এই প্রাণময় পুরুষেরও অন্তর্যামী আত্মা। এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা

বিধস্তস্য যজুরেব শিরঃ ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ সামোত্তরঃ পক্ষঃ আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ।। ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং

শারীরঃ—শরীরান্তর্যামী। পূর্ব্বস্য—অন্নময়স্য। মনোময়ঃ—সঙ্কল্পাদ্যাত্মকান্তঃকরণবাচকমনঃপ্রচুরঃ মনোময়কোষঃ। তেন—মনোময়েন। এষঃ—প্রাণময়ঃ। তস্য—প্রাণময়স্য। অয়ং—মনোময়ঃ। তস্য—মনোময়স্য ॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

যত ইতি। যতঃ বাঙ্‌মনোবিশিষ্টং যং মনোময়ম্‌ অপ্রাপ্য

অন্তঃকরণবাচক মনঃপ্রচুর মনোময় কোষ। ঐ মনোময় কোষ দ্বারা এই প্রাণময় কোষ পূর্ণ আছে। মনোময় কোষও পুরুষাকারই। প্রাণময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী মনোময় পুরুষের আকার। ঐ মনোময় পুরুষের যজুর্নামক মন্ত্রবিশেষ শির, ঋক্‌ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থ দেহমধ্যভাগ এবং অথর্ব্ব ও অঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকল পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। যজুরাদিবিষয়িণী মনোবৃত্তি সকলই মনোময় পুরুষের শিরঃপ্রভৃতি অবয়ব সকল। পুরুষের মনোময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই তৃতীয় অনুবাক ॥ ৩ ॥

যে বাঙ্মনোবিশিষ্ট মনোময় পুরুষকে না পাইয়া বাক্য

ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মান্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ যোগ আত্মা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

বাচঃ মনসা সহ নিবর্ত্তন্তে। ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিনম্ আনন্দং বিদ্বা০ কদাচন ন বিভেতি ইতি। তস্য—মনোময়স্য। পূর্ব্বস্য—প্রাণময়স্য। তেন—বিজ্ঞানময়েন। এষঃ—মনোময়ঃ। তস্য—মনোময়স্য। অয়ং—বিজ্ঞানময়ঃ। তস্য—বিজ্ঞানময়স্য॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখন গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণময় পুরুষের যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই এই মনোময় পুরুষেরও অন্তর্যামী আত্মা। এই মনোময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানপ্রচুর অর্থাৎ চৈতন্যপ্রচুর বিজ্ঞানময় কোষ। ঐ বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা এই মনোময় পূর্ণ। বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকারই। মনোময় পুরুষের অনুরূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী বিজ্ঞানময় পুরুষের আকার। ঐ বিজ্ঞানময় পুরুষের শ্রদ্ধা শির, ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি দক্ষিণ পক্ষ, সত্য অর্থাৎ তদর্থানুভব-

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে॥ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্‌বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ স বা এষ পুরুষ-

---

বিজ্ঞানমিতি। বিজ্ঞানং—বিজ্ঞানবান্। তনুতে—তনোতি। উপাসতে—ধ্যায়ন্তি। বেদ—বিজানাতি। তস্মাৎ—ব্রহ্মণঃ। প্রমাদ্যতি—বিচ্যুতো ভবতি। শরীরে—শরীরাভিমাননিমিত্তান্। তস্য—বিজ্ঞানময়স্য। পূর্ব্বস্য—মনোময়স্য। তেন—আনন্দময়েন।

প্রযত্ন বাম পক্ষ, যোগ অর্থাৎ চিত্তসমাধান দেহমধ্যভাগ এবং মহঃ অর্থাৎ তত্ত্বৎপ্রকাশ হেতু শুদ্ধজীব পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। পুরুষের বিজ্ঞানময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই চতুর্থ অনুবাক॥ ৪॥

বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন। বিজ্ঞানই কর্ম্ম সকল বিস্তার করেন। সমস্ত দেবতাই প্রথমজ বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন, এবং তিনি যদি ঐ বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহা হইলে, শরীরাভিমানজনিত নিখিল পাপকে এই শরীরেই ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত সকল কামনা ভোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মনোময় পুরুষের যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই এই বিজ্ঞানময়

বিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

এষঃ—বিজ্ঞানময়ঃ। তস্য—বিজ্ঞানময়স্য। অয়ম্—আনন্দময়ঃ। তস্য—আনন্দময়স্য॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

পুরুষেরও অর্থাৎ জীবাত্মারও অন্তর্যামী। এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা আনন্দপ্রচুর আনন্দময় কোষ। ঐ আনন্দময় কোষ দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকারই। বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুরূপই তদন্তবর্ত্তী আনন্দময় পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মার আকার। ঐ আনন্দময় পুরুষের প্রিয় অর্থাৎ ইষ্টদর্শনজনিত আনন্দ শির, মোদ অর্থাৎ ইষ্টলাভজনিত আনন্দ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ অর্থাৎ ইষ্টভোগজনিত আনন্দ বাম পক্ষ, আনন্দ অর্থাৎ সাধারণ আনন্দ আত্মা অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ, ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম আনন্দরূপ পরব্রহ্ম পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ফল কথা, প্রকৃতিরূপ আনন্দময় কোষের যিনি অন্তর্যামী পুরুষ, তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা আনন্দময়। তাঁহার স্বরূপানন্দ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ এই চারিটি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রিয়াদি প্রাকৃত আনন্দ সকল জৈব আনন্দ

অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতী ৩ আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা

অসন্নিতি। অসন্—অসৎসমঃ। অসৎ—অবিদ্যমানম্। বেদ—বিজানাতি। সন্তং—বিদ্যমানম্। তস্য—আনন্দময়স্য। পূর্ব্বস্য—বিজ্ঞানময়স্য। অথ—অনন্তরম্। অতঃ—অস্তিনাস্তীতি মতদ্বৈধাৎ। অনুপ্রশ্নাঃ—ব্রহ্মোক্তিমনু বরুণস্য প্রশ্নাঃ। সমশ্নুতা—

হইলেও, উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত, ক্রিয়াসাম্য বশতঃ ও অপর কোন নাম না থাকায়, ঐ সকল নামেই উক্ত হইল। ব্রহ্মানন্দ সর্ব্ববৃহত্তম। অতএব ব্রহ্মই পরমাত্মারও পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়। পুরুষের আনন্দময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে ॥ এই পঞ্চম অনুবাক ॥ ৫ ॥

যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি অসৎই হয়েন। আর যিনি ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানেন, তিনি সৎ বলিয়াই বিদিত হয়েন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় পুরুষের যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই এই আনন্দময় পুরুষেরও অন্তর্যামী আত্মা। অনন্তর 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এইপ্রকার

তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্য-মিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইতি ষষ্ঠো-ঽনুবাকঃ॥ ৬॥

সমশ্নুতে। তত্র ভগবন্মহিমজ্ঞানী এব মুচ্যত ইতি উত্তরং বক্তুং তাবদাহ স ইত্যাদি॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

দ্বৈধ বশতঃ ব্রহ্মোক্তির পর বরুণকৃত প্রশ্ন সকল উক্ত হইতেছে। প্রশ্ন যথা—কোন অবিদ্বান্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন বা কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, অথবা সকল জ্ঞানীই মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? শ্রীভগবানের মহিমাজ্ঞানীই মুক্ত হয়েন, এই প্রকার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত বলিতেছেন,—পুরুষ সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করি-লেন। তিনি উহা আলোচনা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। সংসারে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং ত্যৎ অর্থাৎ অমূর্ত্ত উভয়ই হইলেন। তিনিই নিরুক্ত, নিলয়ন, বিজ্ঞান ও সত্যস্বরূপ হইলেন এবং তিনিই অনিরুক্ত, অনিলয়ন, অবিজ্ঞান ও অনৃত-স্বরূপ হইলেন। তিনিই সত্যস্বরূপ হইলেন। এই

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্ বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

অসদিতি। অসৎ—অব্যক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্। ইদং—জগৎ। অগ্রে—সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্। ততঃ—অব্যক্তাৎ ব্রহ্মণঃ। সৎ—ইদং জগৎ। তৎ—ব্রহ্ম। স্বয়ং—পুরুষরূপেণ। তৎ—পুরুষরূপম্। অন্যাৎ—জীবেৎ। প্রাণ্যাৎ—প্রাণব্যাপারং কুর্য্যাৎ।* আনন্দয়াতি—

নিমিত্ত ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ বলা হয়। এই সংসারের সমস্তই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সত্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের বহুভবন সম্বন্ধে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই ষষ্ঠ অনুবাক॥ ৬॥

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রথমতঃ আপনাকে স্বয়ং পুরুষরূপে আবির্ভাবিত করিলেন। এই নিমিত্ত ঐ পুরুষরূপকে সুকৃত বলা হয়। যিনি সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতেঽথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি। সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়ক আশিষ্ঠো

আনন্দয়তি। উৎ—অপি। অরম্—অল্পম্। অন্তরং—ভেদম্। তৎ—ব্রহ্ম। ভয়ং—ভয়করম্। বিদুষঃ—জ্ঞানিনঃ। অমন্বানস্য—অজ্ঞানিনঃ॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

ভীষেতি। ভীষা—ভয়েন। অস্মাৎ—অস্য ব্রহ্মণঃ। বাতঃ—বায়ুঃ। পবতে—বাতি। ধাবতি—স্বস্বব্যাপারং করোতি। মীমাংসা—

হয়েন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবনধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইত? এই ব্রহ্মই সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন। যখন জীব এই ইন্দ্রিয়াগোচর, প্রাকৃতশরীররহিত, অব্যক্ত অনাধার ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি ভয়রহিত হয়েন। যখন এই জীব এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ধর্ম্মাধর্ম্মভেদ দর্শন করেন, তখন ইহাঁর ভয় উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ভয়জনক। ব্রহ্মের ভয়জনকত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই সপ্তম অনুবাক॥ ৭॥

এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু বহন করিতেছেন। ইহাঁর

দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠ স্তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

বিচারঃ। অধ্যায়কঃ—সম্যগধ্যয়নকর্ত্তা। আশিষ্ঠঃ—অতিশয়েনাশু ক্ষিপ্রকারী, অতিশয়েনাশঃ নিত্যপূর্ণসুখবানিতি বা। দ্রঢ়িষ্ঠঃ—দৃঢ়তমঃ। বলিষ্ঠঃ—বলবত্তমঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং মনুষ্যগন্ধর্ব্বত্বং গতানাম্। দেবগন্ধর্ব্বাণাং—দেবাৎ দেবভেদাৎ জাত্যা গন্ধর্ব্বাণাম্। চিরলোকলোকানাং—চিরস্থায়িলোকো লোকঃ স্থানং যেষাং তেষাম্। আজানজানাম্—আজানে দেবলোকে জাতাঃ আজানজাঃ স্মার্ত্তকর্ম্মবিশেষতঃ উৎপত্তিতঃ এব দেবাঃ তেষাম্।

ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইহাঁরই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ অধিকারের অনুরূপ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন। অতঃপর আনন্দের মীমাংসা উক্ত হইতেছে। যদি কেহ যুবা অথবা সাধুযুবা, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকারী, ইন্দ্রিয়পাটবসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ হয়েন, এবং যদি এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েন,

তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্ম-দেবানাং দেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ স একো দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ স এক ইন্দ্র-স্যানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্র-স্যানন্দাঃ স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-হতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে

কর্ম্মদেবানাং—কর্ম্মণা বৈদিকেন দেবত্বং গতানাম্। দেবান্—দেবত্বম্। দেবানাং—বসুরুদ্রাদিত্যানাং হবির্ভুজামাধিকারিকাণাম্। ইন্দ্রস্য—দেবরাজস্য। বৃহস্পতেঃ—দেবাচার্য্যস্য। প্রজাপতেঃ—

তবে তাঁহার যে সুখ হয়, সেই সুখকেই একটি মানুষ আনন্দ বলিয়া স্বীকার করা হইবে। ঐরূপ শত মানুষ আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্ব্বের অর্থাৎ গন্ধর্ব্বলোকগত মনুষ্যের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ দেবগন্ধর্ব্বের অর্থাৎ গন্ধর্ব্বের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত পিতৃলোকের আনন্দ আজানজ অর্থাৎ স্মার্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা উৎপত্তি হইতে দেবত্বপ্রাপ্ত দেবতার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত তাদৃশ দেবতার আনন্দ কর্ম্মদেবগণের অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা

শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ। স য এবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্যৈতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

হিরণ্যগর্ভস্য। সঃ—প্রসিদ্ধঃ। পুরুষে—পুরুষোপলক্ষিতজীবেষু। আদিত্যে—আদিত্যোপলক্ষিতদেবেষু। প্রেত্য—মৃত্বা। উপসংক্রামতি—প্রাপ্নোতি॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত তাদৃশ দেবগণের আনন্দ বসুরুদ্রাদি আধিকারিক দেবতাদিগের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত আধিকারিক দেবতাদিগের আনন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত ইন্দ্রের আনন্দ দেবাচার্য্য বৃহস্পতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত বৃহস্পতির আনন্দ প্রজাপতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত প্রজাপতির আনন্দ ব্রহ্মের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের অর্থাৎ মুক্ত জীবের একটি আনন্দ। যিনি পুরুষোপলক্ষিত মনুষ্য ও আদিত্যোপলক্ষিত দেবতাতে স্থিত পরমাত্মা, তিনি একই।

. যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ইতি। এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে য এবং বেদ। ইত্যু-

---

যত ইতি। যত ইত্যাদি ব্যাখ্যাতার্থম্। এতং—যথোক্তমেবংবিদম্। তপতি—উদ্বেজয়তি। সাধু—শোভনং কর্ম্ম। অকরবং—

যিনি সেই পরমাত্মাকে এক বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনি মৃত্যুর পর এই অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে এই মন্ত্র উক্ত আছে॥ এই অষ্টম অনুবাক ॥৮॥

যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখন গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না। যিনি যথোক্ত পরমাত্মাকে এইরূপ জানেন, আমি পুণ্যকর্ম্ম করি নাই বা পাপকর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার জ্ঞান আর তাঁহাকে উদ্বেগ দান করে না। যিনি পরমাত্মাকে এইরূপ জানেন, তিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই ত্যাগ করেন। যিনি পরমাত্মাকে এইরূপ জানেন, তিনি পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সর্ব্ববিদ্যার রহস্য ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ উক্ত হইল। গুরু

পনিষৎ। সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

ইতি দ্বিতীয়া ব্রহ্মবল্লী॥

কৃতবান্ অস্মি। পাপং—প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম। এতে—পুণ্যপাপে। স্পৃণুতে—জহাতি॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

ইতি ব্রহ্মবল্লী ব্যাখ্যাতা॥

ও শিষ্য আমাদিগের উভয়ের যশ যুগপৎ লাভ হউক ইত্যাদি শান্তি পূর্ব্ববৎ। এই নবম অনুবাক॥ ৯॥

ব্রহ্মবল্লীর সরলানুবাদ॥

তৃতীয়া বল্লী।

ভৃগু বৈ বারুণি র্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

ভৃগুরিতি। বারুণিঃ—বরুণস্যাপত্যম্। উপসসার—উপসাদিতবান্। অধীহি ভগবঃ—উপদিশ ভগবন্। তস্মৈ—ভৃগবে। এতৎ—বক্ষ্যমাণম্। অন্নম্—অন্নময়ম্। প্রাণং—প্রাণময়ম্। চক্ষুঃ—চক্ষুর্ম্ময়ম্। শ্রোত্রং—শ্রোত্রময়ম্। মনঃ—মনোময়ম্। বাচঃ—বাঙ্ময়ম্। বিজ্ঞানময়ানন্দময়াবপ্যুপলক্ষ্যৌ। তং হোবাচ লক্ষণং, যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি যেন জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি প্রলয়ে, যৎ অভিসংবিশন্তি স্বেচ্ছয়া প্রবিশন্তি মুক্তৌ, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম ইতি। সঃ ভৃগুঃ তপঃ অতপ্যত॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

বরুণতনয় ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" বরুণ বলিলেন, "অন্নময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময় ও বাঙ্ময় ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে, সময়ে

স তপস্তপ্ত্বান্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে অন্নেন জাতানি জীবন্ত্যন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

স ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

যাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, অর্থাৎ একীভূত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই শ্রবণাদি সাধন দ্বারা বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।” তদনুসারে ভৃগু তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ এই প্রথম অনুবাক॥ ১॥

ভৃগু তপোনুষ্ঠান করিয়া অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন। অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করে, সময়ে অন্নে লীন ও একীভূত হয়। এই সকল লক্ষণে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াও, ভৃগুর তৃপ্তি না হওয়ায়, তিনি পুনশ্চ পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, “পিতঃ, ব্রহ্ম উপদেশ করুন।” বরুণ বলিলেন, “তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তপস্যাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া তপোনুষ্ঠানে নিরত হও।” ভৃগু পুনর্ব্বার তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন॥ এই দ্বিতীয় অনুবাক॥ ২॥

স তপস্তপ্ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি জীবন্তি প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

স তপস্তপ্ত্বা মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে মনসা জাতানি জীবন্তি মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

স তপস্তপ্ত্বা বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়

স ইত্যাদি সুগমম্॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

স ইত্যাদি স্পষ্টম্॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

ভৃগু তপোনুষ্ঠান করিয়া প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ এই তৃতীয় অনুবাক॥ ৩॥

ভৃগু তপোনুষ্ঠান করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ এই চতুর্থ অনুবাক॥ ৪॥

পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

স তপস্তপ্ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

স ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

স ইতি। ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা। বারুণী—বরুণেন প্রোক্তা। ব্যোমন্—ব্যোম্নি॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

ভৃগু তপোঽনুষ্ঠান করিয়া বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ এই পঞ্চম অনুবাক॥ ৫॥

ভৃগু তপোঽনুষ্ঠান করিয়া আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন; অর্থাৎ আনন্দশব্দবাচ্য মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া পরিশেষে স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানকে বিদিত হইলেন। বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পর ঐ আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই লীন হয়, এবং মুক্তিতে ঐ আনন্দ

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

অন্নমিত্যাদি স্পষ্টম্॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

স্বরূপ পরব্রহ্মেই স্বেচ্ছানুসারে প্রবেশ করে। এই বিদ্যা বরুণ ভৃগুকে উপদেশ করেন। ইহা পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত, অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হয়েন; তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া মহান্ হয়েন; তিনি কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হয়েন॥ এই ষষ্ঠ অনুবাক॥ ৬॥

অন্ন দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, অতএব অন্নকে কখন নিন্দা করিবে না। অন্নের নিন্দা না করা একটি ব্রত হওয়া উচিত। প্রাণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত; অতএব শরীর অন্নাদ ও প্রাণ অন্ন। আবার তদ্রূপ প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত; অতএব প্রাণ অন্নাদ ও শরীর অন্ন। অতএব শরীর ও প্রাণ উভয়ই অন্ন ও অন্নাদ। যিনি শরীররূপ অন্নকে প্রাণে ও প্রাণরূপ অন্নকে শরীরে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তিনি

অন্নং ন পরিচক্ষীত তদ্‌ব্রতম্‌। আপো বা অন্নম্‌। জ্যোতিরন্নাদম্‌। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভি ব্র্ক্ষবর্চ্চসেন। মহান্‌ কীর্ত্ত্যা॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্‌ব্রতম্‌। পৃথিবী বা অন্নম্‌।

অন্নমিত্যাদি সুগমম্‌॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

অন্নবান্‌ ও অন্নভোক্তা হয়েন; তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া মহান্‌ হয়েন; তিনি কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্‌ হয়েন॥ এই সপ্তম অনুবাক॥ ৭॥

অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা একটি ব্রত হওয়া উচিত। জল অন্ন। তেজ অন্নাদ। জলে তেজ প্রতিষ্ঠিত। তেজে জল প্রতিষ্ঠিত। জলরূপ অন্ন তেজোরূপ অন্নে এবং তেজোরূপ অন্ন জলরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তিনি অন্নবান্‌ ও অন্নভোক্তা হয়েন; তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া মহান্‌ হয়েন; তিনি কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্‌ হয়েন॥ এই অষ্টম অনুবাক॥ ৮॥

অন্নকে বহু করিবে অর্থাৎ বহুমান করিবে। উপা-

আকাশোহন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥ ইতি নবমোহনুবাকঃ॥ ৯॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে।

অন্নমিত্যাদি স্পষ্টম্॥ ইতি নবমোহনুবাকঃ॥ ৯॥

নেতি। বসতৌ—বসতিনিমিত্তম্। অরাধি—সংসিদ্ধম্।

সকের ইহা একটি ব্রত হওয়া উচিত। পৃথিবীই অন্ন। আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। আকাশরূপ অন্ন পৃথিবীতে এবং পৃথিবীরূপ অন্ন আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ংও প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হয়েন; তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া মহান্ হয়েন; তিনি কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হয়েন॥ এই নবম অনুবাক॥ ৯॥

বাসার্থ অভ্যাগত অতিথিকে কেহ কখন প্রত্যাখ্যান করিবে না। এইটি উপাসকের ব্রত হওয়া উচিত। অন্নবন্ত জ্ঞানী সকল অভ্যাগত অন্নার্থীকে কখন অন্ন নাই

এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যজ্ঞ ইতি পশুষু।

অস্মৈ—অভ্যাগতায় অন্নার্থিনে। মুখতঃ—মুখ্যে বয়সি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা বা। রাদ্ধং—সংসিদ্ধম্। অস্মৈ—অন্নদায়। রাধ্যতে—উপতিষ্ঠতে। এবম্—অন্নদানমাহাত্ম্যম্। ক্ষেম ইত্যাদি—ক্ষেম বাচি প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। মানুষীঃ—মানুষ্যঃ। সমাজ্ঞাঃ—

বলেন না, পরন্তু অন্ন প্রস্তুত ইহাই বলিয়া থাকেন, অতএব তিনি যে অবস্থায় যেরূপ অন্ন দান করেন, অর্থাৎ মুখ্য মধ্য বা অন্ত্য কে কোন ভাবে অন্ন দান করেন, সেই অবস্থায় সেইরূপই অন্ন লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এই প্রকার অন্নদানের মাহাত্ম্য বিদিত হয়েন, তিনিও উক্ত অন্নদানফল লাভ করেন। ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম বাক্যে প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে। যোগক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধের লাভ ও লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মরূপ ব্রহ্ম হস্তদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। গতিরূপ ব্রহ্ম পাদদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। বিসর্গরূপ ব্রহ্ম পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি মনুষ্যসম্বন্ধিনী উপাসনা। অনন্তর

জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ। স য এবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়-

---

উপাস্তয়ঃ। দৈবীঃ—দিব্যাঃ। তৎ—ব্রহ্ম। তৎ—ব্রহ্ম। মহঃ—মহত্ত্বগুণবৎ। তৎ—ব্রহ্ম। মানবান্—মননসমর্থঃ। তৎ—ব্রহ্ম। নমঃ—নমনগুণবৎ। কামাঃ—ভোগ্যাঃ বিষয়াঃ। নম্যন্তে—প্রহ্বীভবন্তী। তৎ—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম—বৃহত্ত্বগুণবৎ। ব্রহ্মবান্—বৃহত্ত্বগুণবান্ বেদবান্ বা। তৎ—ব্রহ্ম। পরিমরঃ—পরিম্রিয়ন্তে অস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রমাঃ আদিত্যঃ অগ্নিরিত্যেতা অতঃ বায়ুঃ পরিমরঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্য ইত্যাকাশ স্তমাকাশং বায়াত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পরি—সর্ব্বতঃ।

দৈবী উপাসনা উক্ত হইতেছে। তৃপ্তিরূপ ব্রহ্ম বৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত। বলরূপ ব্রহ্ম বিদ্যুতে প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞরূপ ব্রহ্ম পশুতে প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতীরূপ ব্রহ্ম নক্ষত্রসমূহে প্রতিষ্ঠিত। পুত্রোৎপত্তি, ঋণমুক্তি দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও আনন্দরূপ ব্রহ্ম উপস্থে প্রতিষ্ঠিত। ঐ সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম

মাত্মানমুপসংক্রম্য এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ত বু হা ত বু হা ত বু অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ হমন্নাদো ৩ হমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য পূর্ব্বং দেবেভ্যো ৩

ম্রিয়ন্তে—বিনশ্যন্তি। ভ্রাতৃব্যাঃ—শত্রবঃ। কামান্নী—কামতো-ঽন্নমস্যেতি। কামরূপী—কামতো রূপাণ্যস্যেতি। প্রথমজা—

আকাশে প্রতিষ্ঠিত। ঐ আকাশ ব্রহ্মই। অতএব উহা সকলের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মকে সকলের প্রতিষ্ঠা জানিয়া উপা-সনা করিতে হইবে। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাশালী হয়েন। ঐ ব্রহ্মকে মহঃ অর্থাৎ মহত্ত্ব-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করিলে, সেই উপাসক মহান্ হয়েন। তাঁহাকে নমঃ অর্থাৎ নমনগুণবিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করিলে, উপাসকের সকল ভোগ্য বিষয় নত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ বা বেদ বলিয়া উপাসনা করিলে, উপাসক বৃহৎ বা বেদজ্ঞ হয়েন। তাঁহাকে ব্রহ্মের পরিমর আকাশ বলিয়া উপাসনা করিলে, উপাসকের দ্বেষকারী শত্রু সকল এবং অপ্রিয় ও অদ্বেষকারী শত্রু সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেহোপলক্ষিত জীবে ও আদিত্যোপলক্ষিত

মৃতস্য নাভায়ি যো মা দদাতি স ইদেব মাবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাং ৩ সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করববাহৈ।

প্রথমজঃ। ঋতাস্য—ঋতস্য, সত্যস্য। অমৃতস্য—মোক্ষস্য। নাভায়ি—নাভিমিবাচরামি মুক্তেরাশ্রয়মিব ভবামি। মা—মাম্, অন্নম্। ইৎ—ইত্থম্। মা—মাম্। আবাঃ—অবতি। অদন্তং—ভক্ষয়ন্তম্। মা—মাম্। অদ্মি—ভক্ষয়ামি। বিশ্বং—সমস্তম্।

দেবতাতে স্থিত পরমাত্মা একই। যিনি সেই পরমাত্মাকে এক বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনি মৃত্যুর পর অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দময় কোষের প্রাপ্তিতে অন্নের ও রূপের সিদ্ধি লাভ করিয়া এই বক্ষ্যমাণ সাম গান করিতে করিতে এই ভূরাদি লোক সমূহে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। অহো! আমি অন্ন; আমি অন্নাদ; আমি শ্লোককর্ত্তা; আমি জগতের প্রথমজ; আমি দেবগণের পূর্ব্ববর্ত্তী; আমি মোক্ষের আশ্রয়স্থান। যে কেহ আমাকে অন্নরূপে অন্নার্থীকে অর্পণ করেন, তিনি এইরূপ দান দ্বারা আমাকে রক্ষা করেন। যিনি আমাকে অন্নার্থীকে না দিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাঁহাকে ভক্ষণ করি। আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রকা-

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

ইতি তৃতীয়া ভৃগুবল্লী॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ॥

অভ্যভবাম্—অভিভবামি। সুবঃ—সূর্য্যঃ। ন—ইব। জ্যোতীঃ—প্রকাশমানঃ। সুবর্ণজ্যোতিরিতি পাঠেঽর্থঃ স্বগমঃ॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

ইতি ভৃগুবল্লী ব্যাখ্যাতা॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ব্যাখ্যা॥

শিত হইয়া সমস্ত ভুবন অভিভব করিয়া থাকি। যিনি ভৃগুর তুল্য আত্মজ্ঞ হয়েন, তিনিও এই ফললাভ করিয়া থাকেন। শান্তিপাঠ পূর্ব্ববৎ হইবে। দশম অনুবাক॥১০॥

ভৃগুবল্লীর সরলানুবাদ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা॥

ঋগ্বেদীয়া

ঐতরেয়োপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবী র্ম এধি বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্‌বক্তারমবত্ববতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ১॥

আত্মেতি। ইদং বিশ্বম্ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈ নিশ্চিতম্ আত্মা পরমাত্মা একঃ এব আসীৎ পরমাত্মনা সহ একীভূয় আসীদিত্যর্থঃ। তদা নান্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি মিষৎ পশ্যৎ বহির্ব্যাপারবৎ আসীৎ। বহিরঙ্গায়াস্তটস্থায়াশ্চ পরমাত্মনি লীনত্বাদন্তরঙ্গায়াশ্চ

এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই ছিল; অর্থাৎ ইহা তখন পরমাত্মার সহিত একীভূত ছিল। তৎকালে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি পরমাত্মাতে লীন থাকায় এবং চিচ্ছক্তি সদা একীভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহি-

স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচী র্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তাঃ আপঃ ॥ ২ ॥

সদৈকরূপত্বাৎ। অতঃ সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা ঈক্ষত আলোচিতবান্ ভোগাদ্যর্থং লোকান্ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ নু বিতর্কে সৃজৈ সৃজেম ইতি ॥ ১ ॥

স ইতি। এবমালোচ্য সঃ পরমাত্মা মহদাদিতত্ত্বসৃষ্টিক্রমেণাণ্ডমুৎপাদ্য ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্ অম্ভঃ স্বর্গং মরীচীঃ অন্তরীক্ষং মরং পৃথিবীম্ আপঃ অধোলোকান্ ইতি। অদঃ অম্ভঃ অসৌ স্বর্গঃ দিবং পরেণ দিবঃ পরে যে মহরাদয়ো লোকাঃ তেষাং প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ দ্যৌঃ পরব্যোম মরীচয়ঃ অন্তরীক্ষং মরঃ পৃথিবী পৃথিব্যা অধস্তাদ্ যাঃ তাঃ আপঃ ॥ ২ ॥

র্ব্যাপারবিশিষ্ট অপর কিছুই ছিল না। অতএব আত্মারাম হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা তদবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া জীবের ভোগমোক্ষবিধানার্থ 'স্বর্গাদি লোক সকল সৃষ্টি করিব' এইপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

পরমাত্মা এইপ্রকার আলোচনা করিয়া বহির্মুখ হয়েন। পরমাত্মা বহির্মুখ হইলেই তাঁহাতে লীন জীবশক্তি প্রবুদ্ধ হয়েন। জীবশক্তির প্রবোধ অনন্ত আকাশে প্রতিফলনরহিত রবিরশ্মির ন্যায় প্রকাশশূন্য। রশ্মিস্থানীয়া জীবশক্তির প্রতিফলন বা প্রকাশ আবরিকা ও বিক্ষেপিকা মায়াশক্তির প্রবোধ ভিন্ন সম্ভব হয় না।

এই নিমিত্ত জীবশক্তির প্রবোধনের পর মায়াশক্তির প্রবোধনের প্রয়োজন হয়। অতএব মায়াশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া, পরমাত্মা জীবভোগ্য জগৎ উৎপাদনার্থ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। জীবশক্তি দ্বারা মায়াশক্তিতে স্বীয় কালশক্তির বা ক্রিয়াশক্তির সঞ্চারই মায়ার প্রতি ঈক্ষণ। পরমাত্মার ঈক্ষণে মায়ার ক্ষোভ জন্মে। ক্ষুভিতধর্ম্মিণী মায়াতে পরমাত্মা জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন; অর্থাৎ মায়া ক্ষুভিত হইয়া অব্যক্তদশা ত্যাগ করিয়া মহদাদিক্ষিত্যন্ত ব্যক্তদশা প্রাপ্ত হয়েন, এবং জীবও ঐ ব্যক্তদশাপন্না মায়ার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ঐ মহদাদিক্ষিত্যন্ত তত্ত্বসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া উপাধিযুক্ত হয়েন। জীবের এই উপাধির নাম কারণোপাধি। অসংহত বীজরূপ মহদাদি তত্ত্ব সকলকেই কারণোপাধি বলা হয়। কারণোপাধির পরিণামই কার্য্যোপাধি। অসংহত মহদাদি তত্ত্বসকল মহদাদ্যভিমানিনী দেবতাদিগের দ্বারা প্রথম পুরুষের অংশভূত দ্বিতীয় পুরুষের অনুপ্রবেশে পরস্পর সংহত হইয়া কার্য্যোপাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যোপাধি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ। সূক্ষ্মোপাধির নাম সমষ্টিবিরাট্ ও স্থূলোপাধির নাম ব্যষ্টিবিরাট্। সমষ্টিবিরাটের নাম হিরণ্যগর্ভ এবং ব্যষ্টিবিরাটের নাম বিরাট্। ব্রহ্মাণ্ড এই হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের আশ্রয়। সৃষ্ট লোক

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ॥ ৩॥

স ইতি। ইমে নু অন্তঃপ্রভৃতয়ঃ লোকাঃ অন্তঃ এব ময়া সৃষ্টাঃ অথ নু ইমান্ বহির্নিষ্ক্রাম্য তেষু লোকপালান্ সৃজৈ

সকল সমষ্টিবিরাটের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় পুরুষ সমষ্টি বিরাট্‌কে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম নামক ভাগত্রয়ে বিভাগ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন। লোক সকল ঐ অধিভূত নামক অংশ। অধিভূত লোক প্রধানতঃ তিনটি; স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী। তন্মধ্যে বৃষ্টির নিমিত্তভূত অম্ভ অর্থাৎ জলের আশ্রয় বলিয়া স্বর্গকে 'অম্ভ' মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণের আশ্রয় বলিয়া অন্তরীক্ষকে 'মরীচি' এবং মরণশীল প্রাণীদিগের আশ্রয় বলিয়া পৃথিবীকে 'মর' লোক বলা হয়। পৃথিবীর অন্তর্গত সপ্ত ভূবিবরকে 'আপ' লোক বলা হয়। ঐ উপরিতন লোককে অম্ভ অর্থাৎ স্বর্গলোক বলা হয়। স্বর্গের পরবর্ত্তী মহরাদি লোক সকল স্বর্গলোকেরই বিশেষ বিশেষ অংশ। দ্যোঃ অর্থাৎ পরব্যোমই ঐ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়। ঐ যে রবিরশ্মিময় লোক, উহাই অন্তরীক্ষ। এই মর্ত্ত্যলোকই পৃথিবী। এই পৃথিবীর অধস্তন লোক সকল আপ অর্থাৎ পাতাল॥ ২॥

দ্বিতীয় পুরুষ আলোচনা করিলেন, আমি আমার কুক্ষিমধ্যে স্বর্গাদি লোক সকল মনে মনে কল্পনা দ্বারা

তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথা-ণ্ডম্। মুখাদ্ বাক্ বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্ বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষি-ভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং

স্রক্ষ্যামি ইতি সঃ দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ ঈক্ষত আলোচিতবান্। সঃ অদ্ভ্যঃ অসংহততত্ত্বেভ্যঃ এব সমুদ্ধৃত্য সমুপাদায় পুরুষং পুরুষাকারং সমষ্টিবিরাজম্ অমূর্চ্ছয়ৎ সংপিণ্ডিতবান্॥ ৩॥

তমিতি। অথ তং সমষ্টিবিরাড়াখ্যং পুরুষপিণ্ডম্ উদ্দিশ্য অভ্য-তপৎ অধ্যাত্মাদিভাগত্রয়মভাবয়ৎ। অভিতপ্তস্য তথা ভাবিতস্য তস্য পিণ্ডস্য মুখং মুখচ্ছিদ্রম্ অণ্ডং যথা অণ্ডবৎ নিরভিদ্যত বিদীর্ণ-মভবৎ। মুখাৎ বাক্। বাচঃ অগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ। প্রাণাৎ বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্। অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ। চক্ষুষঃ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্।

সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর এইগুলিকে বাহিরে নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক উহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ লোকপাল সকলের সৃষ্টি করিব। এইপ্রকার আলোচনা করিয়া তিনি জলা-কার অসংহত তরল তত্ত্বসমূহ হইতেই গ্রহণ ও সংহত করিয়া পুরুষাকার সমষ্টিবিরাট্‌শরীর নির্ম্মাণ করি-লেন॥ ৩॥

অনন্তর দ্বিতীয় পুরুষ সমষ্টিবিরাট্‌কে মনে মনে অধ্যাত্মাদি ভাগত্রয়ে বিভক্ত ভাবনা করিলেন। তিনি ঐ রূপ ভাবনা করিলেই সমষ্টিবিরাটের মুখ অণ্ডবিভাগে

শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশস্ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভি র্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্‌-মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ॥ ৪॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রম্। শ্রোত্রাৎ দিশঃ। ত্বক্ নিরভিদ্যত। ত্বচঃ লোমানি। লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত। হৃদয়াৎ মনঃ। মনসঃ চন্দ্রমাঃ। নাভিঃ নিরভিদ্যত। নাভ্যাঃ অপানঃ। অপানাৎ মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত। শিশ্নাৎ রেতঃ। রেতসঃ আপঃ॥ ৪॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ॥ ১॥

অণ্ডজ শাবকের মুখের ন্যায় প্রকাশিত হইল। মুখ অধিষ্ঠান। মুখ হইতে বাক্ ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইল। বাক্ অধ্যাত্ম। বাক্ হইতে অগ্নি দেবতা প্রকাশিত হইলেন। অগ্নি অধিদেব। বক্তব্য বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বক্তব্য বিষয় ও পূর্ব্বোক্ত মুখ অধিষ্ঠান এতদুভয় অধিভূত। অন্যত্রও এইরূপ অধ্যাত্মাদিবিভাগ জানিতে হইবে। ক্রমে সমষ্টিবিরাটের তালু অধিষ্ঠান, রসনা ইন্দ্রিয় ও বরুণ দেবতা, নাসিকাদ্বয় অধিষ্ঠান, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা, চক্ষুর্দ্বয় অধিষ্ঠান, দর্শন ইন্দ্রিয় ও আদিত্য দেবতা, কর্ণদ্বয় অধিষ্ঠান, শ্রবণ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতং-স্তমশনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১ ॥

তা ইতি। তাঃ এতাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ দেবতাঃ লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টাঃ পুরুষেণ অস্মিন্ মহতি অর্ণবে সমষ্টিবিরাড়াখ্যশরীরে প্রাপতন্ পতিতবন্তঃ তম্ অধিষ্ঠানকরণদেবতোৎপত্তিবীজভূতং

ইন্দ্রিয় ও দিক্ সকল দেবতা, চর্ম্ম অধিষ্ঠান, লোম ইন্দ্রিয় ও ওষধি সকল দেবতা, ত্বক্ অধিষ্ঠান, স্পর্শন ইন্দ্রিয় ও বায়ু দেবতা, হৃদয় অধিষ্ঠান, মন ইন্দ্রিয় ও চন্দ্র দেবতা, নাভি অধিষ্ঠান, অপান বা পায়ু ইন্দ্রিয় ও মৃত্যু বা মিত্র দেবতা, শিশ্ন অধিষ্ঠান, রেত বা উপস্থ ইন্দ্রিয় ও আপ বা প্রজাপতি দেবতা, হস্ত অধিষ্ঠান, বার্ত্তা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্র দেবতা, পদ অধিষ্ঠান, গতি ইন্দ্রিয় ও উপেন্দ্র দেবতা প্রকাশিত হইলেন ॥ ৪ ॥

প্রথম খণ্ডের সরলানুবাদ ॥ ১ ॥

পুরুষ কর্ত্তৃক সঙ্কল্পানুসারে সৃষ্ট এই অগ্ন্যাদি দেবতা সকল ঐ সমষ্টিবিরাট্‌শরীররূপ মহার্ণবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তির প্রাপ্তীচ্ছারূপ ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, অধিষ্ঠান, ইন্দ্রিয়

তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২ ॥

সমষ্টিবিরাজম্ অশনাপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ সংযোজিতবন্তঃ। তাঃ এনং সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামিণম্ অব্রুবন্ আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব। যস্মিন্ আয়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সত্যঃ বয়ম্ অন্নং ভক্ষ্যম্ অদামঃ ভক্ষয়ামঃ ইতি ॥ ১ ॥

তাভ্য ইতি। তাভ্যঃ গাং গোদেহম্ আনয়ৎ বিধায়ার্পিতবৎ। তাঃ অব্রুবন্ ন বৈ অয়ং দেহঃ নঃ অস্মাকম্ অলং সর্ব্বকার্য্যক্ষমমিতি। তাভ্যঃ অশ্বম্ আনয়ৎ। তাঃ অব্রুবন্ ন বৈ অয়ং নঃ অলমিতি ॥ ২ ॥

ও দেবতা সমূহের উৎপত্তির বীজভূত সমষ্টিবিরাট্‌-শরীকেও তাদৃশী ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা আক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা এইরূপ আক্রান্ত হইয়া সমষ্টিবিরাটের অন্তর্যামী পুরুষকে বলিলেন, আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠান বিধান করুন। ঐ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা নিজ নিজ অন্ন ভক্ষণ করিব, অর্থাৎ নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইব ॥ ১ ॥

তদনুসারে পুরুষ তাঁহাদিগকে খনিজ, উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজাদিক্রমে গোদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই দেহ আমাদিগের সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী নহে।" তখন তিনি তাঁহাদিগকে

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি॥৩॥

তাভ্য ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্॥ ৩॥

অশ্বদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই দেহও আমাদিগের সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হয় নাই" ॥২॥

তখন পুরুষ মানবদেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই দেহ সুচারু নির্ম্মিত হইয়াছে।" পুরুষ আজানদেবগণ দ্বারা খনিজাদি-ক্রমে পর পর উৎকৃষ্ট দেহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মানবদেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শেষ নির্ম্মিত দেহ। জীব সৃষ্টির প্রথম হইতেই কারণশরীর প্রাপ্ত হইলেও, মানবদেহ ভিন্ন ঐ কারণশরীরের বৃত্তি সকল বিকাশ হয় না বলিয়া, তাঁহার খনিজাদি পাশব দেহ পর্য্যন্ত অপকৃষ্ট। মানবদেহে কারণশরীরের বৃত্তি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া মানবদেহই উৎকৃষ্ট দেহ। এই দেহ সকল দেবতার সকল বৃত্তির বিকাশের উপযোগী। ইহা সর্ব্বকর্ম্মক্ষম। এই নিমিত্ত মানব-দেহকে সুকৃত বলা যায়। পুরুষ উৎকৃষ্ট মানবদেহ নির্ম্মাণ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে নিজ নিজ অধিষ্ঠান আশ্রয় পূর্ব্বক সেই সেই অধিষ্ঠানের অনুগ্রহ করিতে অর্থাৎ বৃত্তিবিকাশ সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন॥ ৩॥

অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষু র্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্-মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪ ॥

অগ্নিরিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥

যিনি যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাই তাঁহার শরীর। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ; বাগিন্দ্রিয়ই অগ্নির দেহ। বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান মুখ ; অতএব অগ্নি বাগি-ন্দ্রিয়রূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক মুখে প্রবেশ করিয়া বক্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। বায়ু প্রাণরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক নাসিকাতে প্রবেশ করিয়া আঘ্রেয় গন্ধ প্রাপ্ত হইলেন। আদিত্য চক্ষুরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক নেত্রগোলকে প্রবেশ করিয়া দ্রষ্টব্য রূপ প্রাপ্ত হইলেন। দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রোতব্য শব্দ প্রাপ্ত হইলেন। ওষধি ও বন-স্পতি সকল লোমকূপরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক চর্ম্মে প্রবেশ করিয়া স্পৃশ্য স্পর্শ প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রমা মনোরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মন্তব্য মনন প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ মৃত্যু অপানরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক নাভিদেশে প্রবেশ করিলেন। অপ্

তমশনাপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভি প্রজানীহীতি। তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ॥ ৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

তমিতি। তং—পুরুষম্। তে—অশনাপিপাসে। আভজামি—বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্লামি। ভাগিন্যৌ—ভাগবত্যৌ॥ ৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২॥

সকল রেতোরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক শিশ্নে প্রবেশ করিলেন। অপর দেবতারাও ঐরূপই স্বীয় স্বীয় শরীর ধারণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন॥ ৪॥

এইরূপে সমষ্টিবিরাড়্‌দেহগত করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল ব্যষ্টিবিরাড়্‌দেহে নিজ নিজ অধিষ্ঠান লাভ করিলে, তদ্‌গতা ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যষ্টিবিরাট্‌শরীরাধিষ্ঠিত দেবতাদিগের সহিত সম্বন্ধলাভার্থ পুরুষকে বলিলেন, আমাদিগের অধিষ্ঠান বিধান করুন। তদনুসারে পুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ঐ সকল দেবতাতেই বৃত্তিবিভাগ দ্বারা অনুগ্রহ করিতেছি। আর তোমরা যজ্ঞে উহাঁদিগের হবির্ভাগাংশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব ক্ষুধা ও পিপাসা দেবতাদিগের অংশভাগী হইল॥ ৫॥

দ্বিতীয় খণ্ডের সরলানুবাদ॥ ২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ। তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২ ॥

তদেনৎ সৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাজি-

স ইতি। সঃ ঈক্ষত ইমে নু লোকাঃ চ লোকপালাঃ চ সৃষ্টাঃ। এভ্যঃ লোকপালেভ্যঃ অন্নং সৃজৈ স্রক্ষ্যামি ইতি ॥ ১ ॥

স ইতি। সঃ পুরুষঃ অন্নং সিসৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তাঃ অপঃ উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। তাভ্যঃ অভিতপ্তাভ্যঃ উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্ত্তিঃ ঘনরূপং শরীরধারণসমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত তৎ বৈ অন্নম্ ॥ ২ ॥

তদিতি। সৃষ্টং তৎ এনৎ অন্নং চরমচরং বা পরাঙ্ পরাক্

পুরুষ আলোচনা করিলেন, এই লোক সকল ও লোকপাল সকল সৃষ্টি করিলাম। অতঃপর ইহাদিগের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব ॥ ১ ॥

পুরুষ অন্ন সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বোক্ত অপ অর্থাৎ উপাদানভূত তরল তত্ত্ব সকল হইতে এই মূর্ত্ত চরাচর উৎপাদন করিলেন। এই যে মূর্ত্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল, ইহাই অন্ন ॥ ২ ॥

এই সৃষ্ট চরাচরলক্ষণ অন্ন পুরুষের বাহিরেই অব-

ঘৃক্ষৎ। নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনদ্বাচা-গ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩ ॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহী-তুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্র-প্স্যৎ ॥ ৪ ॥

অঞ্চতি ইতি বহিরেব স্থিতম্। চরন্ত অত্যাজিঘাংসৎ অতিগন্তু-মৈচ্ছৎ। অথ সঃ পুরুষঃ বাচা তৎ অন্নম্ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তৎ বাচা গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ যৎ যদি বা এনৎ বাচা অগ্র-হৈষ্যৎ অগ্রহীষ্যৎ তর্হি অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য হ এব অন্নশব্দমুক্তে্বব লোকঃ অত্রপ্স্যৎ তৃপ্তোহভবিষ্যৎ ॥ ৩ ॥

তদিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥

স্থান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে চর অন্ন ভক্ষিত হইবার ভয়ে পলায়নপরায়ণ হইল। অনন্তর পুরুষ বাক্য দ্বারা ঐ পলায়নপর অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বাক্য দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি বাক্য দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, শব্দ উচ্চারণ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর পুরুষ ঘ্রাণ দ্বারা ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঘ্রাণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ঘ্রাণ দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতেন, তবে অন্ন ঘ্রাণ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৪ ॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহী- তুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥৬

তৎ ত্বচাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭ ॥

তদিত্যাদি সুগমম্ ॥ ৫ ॥

তদিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৬ ॥

তদিত্যাদি সুগমম্ ॥ ৭ ॥

অনন্তর পুরুষ চক্ষু দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু চক্ষু দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি চক্ষু দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করি- তেন, তবে অন্ন দর্শন করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শ্রোত্র দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি শ্রোত্র দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতেন, তবে অন্ন শ্রবণ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর পুরুষ ত্বক্ দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ত্বক্ দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ত্বক্ দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করি-

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮ ॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ। তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯ ॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ। তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো-যদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০ ॥

তদিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

তদিত্যাদি সুগমম্ ॥ ৯ ॥

তদিতি। আবয়ৎ—আকৃষ্টবান্। গ্রহঃ—গ্রাহকঃ। যৎ—যঃ। অন্নায়ুঃ—অন্নভোক্তুর্বায়ুর্হেতুঃ ॥ ১০ ॥

তেন, তবে অন্ন স্পর্শ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর পুরুষ মন দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মন দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি মন দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করি-তেন, তবে অন্ন স্মরণ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর পুরুষ শিশ্ন দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শিশ্ন দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি শিশ্ন দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতেন, তবে অন্ন ত্যাগ করিয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিতেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর পুরুষ অপান দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

স ইতি। কথং—কেন প্রকারেণ। মদৃতে—মাং বিনা। কতরেণ—মার্গেণ। প্রপদ্যৈ—প্রপদ্যেয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইচ্ছা করিলেন। তিনি ঐ অন্ন আকর্ষণ করিলেন। এই অপানই অন্নের গ্রাহক। অতএব এই যে বায়ু, ইনিই অন্নভোক্তা পুরুষের আয়ুর কারণ ॥ ১০ ॥

অনন্তর পুরুষ আমার অধ্যক্ষতা ব্যতিরেকে এই শরীর কিপ্রকারে অবস্থান করিবে ইহাই চিন্তা করিলেন। আরও যদি ইহা স্বাধীনভাবে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পার্শজ্ঞান লাভ করে, মন দ্বারা মনন করে, অপান দ্বারা অপানক্রিয়া করে ও শিশ্ন দ্বারা বিসর্গক্রিয়া করে, তবে আমি কে, আমাকে কেহই জানিবে না; অতএব আমি সকলের অধ্যক্ষ হইয়া এই শরীরে অবস্থানের নিমিত্ত পাদাগ্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কোন্ পথ দ্বারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব, ইহাই চিন্তা করিলেন ॥ ১১ ॥

স এবমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতি র্নাম দ্বা স্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথা-স্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥ ১২ ॥

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি ॥ ১৩ ॥

স ইতি। সঃ এবম্ ঈক্ষিত্বা এতম্ এব সীমানং ত্রিকপাল-সন্ধিং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা সঙ্ঘাতং প্রাপদ্যত অবিশৎ। সা এষা দ্বাঃ বিদৃতিঃ নাম। তৎ এতৎ নান্দনং নন্দনম্ এব। তস্য সৃষ্ট্বা জীবেনাত্মনা সহ প্রবিষ্টস্য পরমাত্মনঃ ত্রয়ঃ দক্ষিণাক্ষিমনোহৃদয়-রূপাঃ আবসথাঃ স্থানানি। তেষু চ জাগ্রদাদ্যাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ অবস্থাঃ প্রতীয়ন্তে। অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ ইতি ॥ ১২ ॥

স ইতি। সঃ জাতঃ মানবঃ ভূতানি জগৎ অভিব্যৈখ্যৎ

তিনি এইপ্রকার আলোচনা করিয়া কপালত্রয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ নবদ্বারের অতিরিক্ত ঐ দশম দ্বার দিয়া শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিদারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন বলিয়া ঐ দ্বার 'বিদৃতি' নামে অভিহিত হইল। এই দ্বার দিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় বলিয়া এই দ্বার 'নান্দন' নামে প্রসিদ্ধ। শরীররূপ পুর সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মার সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট শরীরা-ভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মার উপলব্ধিস্থান তিনটি; দক্ষিণ অক্ষি, মন ও হৃদয়। ঐ তিনটি স্থানে যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মানব উৎপত্তির পর জগৎ দর্শন করিলেন। দর্শন

তস্মাদিদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বতো বিশেষেণ বিচারয়তি ইহ অঙ্গং কিম্ অহং বাবদিষং বদামি ইতি। সঃ এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম বৃহৎ ততমং ব্যাপ্ততমম্ অপশ্যৎ ইদম্ অহম্ অদর্শম্ জ্ঞাতবান্ ইতি ॥ ১৩ ॥

তস্মাদিতি। তস্মাদিদং পশ্যতীতি নির্বচনাৎ ইদন্দ্রঃ নাম। ইদন্দ্রঃ হ বৈ প্রসিদ্ধং নাম। তম্ ইদন্দ্রং সন্তম্ ইন্দ্রম্ ইতি আচক্ষতে পূজ্যতমত্বেন সাক্ষাদ্ গ্রহণানর্হত্বাৎ পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

করিয়া আমি এই শরীরে অবস্থান করিয়া কি বলিব, ইহাই বিচার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এই পরমাত্মাকে বৃহৎ ও ব্যাপক দর্শন করিলেন। দর্শন করিয় আমি এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম ইহাই বিদিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

আমি এই দর্শন করিলাম, এইপ্রকার বুৎপত্তি বশতঃ আত্মার 'ইদন্দ্র' একটি নাম। 'ইদন্দ্র' এইটি প্রসিদ্ধ নাম। নামটি ইদন্দ্র হইলেও পূজ্যতম নাম সাক্ষাৎ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া পরোক্ষে 'ইন্দ্র' বলা হয়। দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ॥ ১৪ ॥

তৃতীয় খণ্ডের সরলানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

পুরুষে হ বায়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেত-স্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম॥ ১॥

পুরুষ ইতি। অয়ং জীবঃ আদিতঃ আদৌ চন্দ্রমণ্ডলাৎ জলেন অন্নেন পুরুষে হ বৈ যৎ এতৎ রেতঃ তেন রূপেণ গর্ভঃ ভবতি। তৎ এতৎ রেতঃ স্কৎ এতৎ অন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নং সৎ পুরুষস্য আত্মভূতত্বাৎ আত্মা উচ্যতে। তং গর্ভীভূতম্ আত্মানম্ আত্মনি স্বশরীরে এব বিভর্ত্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ যদা যস্মিন্ কালে স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি অথ এনৎ রেতঃ গর্ভং জনয়তি। তৎ অস্য জীবস্য প্রথমং জন্ম॥১॥

এই জীব প্রথমতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে জলরূপে অব-তরণ পূর্ব্বক অন্ন দ্বারা পুরুষদেহে রেতের সহিত রেতো-ভাবে অবস্থান করেন। ঐ রেত পুরুষের অন্নময় দেহের সকল অঙ্গের সাররূপে আত্মা বলিয়া আত্মশব্দবাচ্য। পুরুষ ঐ আত্মাকে নিজদেহে ধারণ করেন। ঐ রেত আবার যখন স্ত্রীযোনিতে সিঞ্চিত হয়, তখনই গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গর্ভীভাবই মানবের প্রথম জন্ম॥ ১॥

[illegible] স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মা[illegible] হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি। তং স্ত্রী গর্ভে বিভর্ত্তি। সোঽগ্রে এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়ত্যাত্মানমেব

তদিতি। আত্মভূয়ম্—আত্মভাবম্, দেহভাবম্। হিনস্তি—পীড়য়তি। ভাবয়তি—ধ্যায়তি ॥ ২ ॥

সেতি। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্ত্তুরাত্মনঃ গর্ভভূতস্য অতঃ ভর্ত্রা ভাবয়িতব্যা রক্ষয়িতব্যা ভবতি। তং গর্ভং স্ত্রী বিভর্ত্তি প্রাগ্‌জন্মনঃ। সঃ পিতা অগ্রে এব পূর্ব্বমেব জন্মতঃ সিদ্ধং কুমারং জন্মনঃ অগ্রে জন্মানন্তরম্ অধিভাবয়তি সংস্করোতি। সঃ যৎ কুমারং জন্মনঃ অগ্রে অধিভাবয়তি তৎ আত্মানম্ এব ভাবয়তি

নিজের অন্য অঙ্গের ন্যায় ঐ রেতও স্ত্রীর দেহভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা তাঁহাকে পীড়াদান করে না। অনন্তর তিনি নিজভর্ত্তার রেতোরূপ আত্মাকে নিজজঠরগত ভাবনা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

ভর্ত্তার রেতোরূপ আত্মার বর্দ্ধয়িত্রী গর্ভিণী ভর্ত্তা কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননী গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভমধ্যে সিদ্ধ বালককে ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতা যথাবিধি সংস্কার করিয়া থাকেন। পিতা যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর জাত বালকের সংস্কারাদি করেন, তাহা আপনারই সংস্কার করা

তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩ ॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রযন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪ ॥

এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায়। হি যতঃ এবং শিষ্টব্যবহারাশ্রয়ণেন ইমে লোকাঃ সন্ততাঃ বৃদ্ধিং গতাঃ। তৎ অস্য জীবস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩ ॥

স ইতি। অস্য পিতুঃ সঃ অয়ম্ আত্মা পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ পুণ্যকর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে প্রতিনিধীয়তে। অথ অনন্তরম্ অস্য পুত্রস্য অয়ম্ ইতরঃ আত্মা পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ ঋণত্রয়মুক্তঃ বয়োগতঃ গতবয়াঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। সঃ ইতঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্ এব পুনঃ জায়তে। তৎ অস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪ ॥

হয়; কারণ, পিতার রেতোরূপ আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের উৎপাদনাদি দ্বারা সংসারের প্রজাবর্দ্ধন হয়। এই শিষ্টাচার পালন দ্বারা লোকসকলকে প্রজাপূর্ণ করা হয়। এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হওয়াই জীবের দ্বিতীয় জন্ম ॥ ৩ ॥

পিতা পুত্ররূপ আত্মাকে স্বানুষ্ঠেয় পুণ্যকর্ম্মসমূহে প্রতিনিধি করিয়া থাকেন। তিনি এইরূপে পুত্রের উপর সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভারার্পণ দ্বারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়েন। পরে জরাজীর্ণ হইয়া মরণপ্রাপ্ত হয়েন। এই

তদুক্তমৃষিণা। গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি। গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫ ॥

তদিতি। তৎ উক্তম্ ঋষিণা বামদেবেন, গর্ভে এব সন্ অনেকজন্মান্তরভাবনাপরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি অহম্ অন্ববেদং নু। শতম্ মা মাং পুরঃ আয়সীঃ আয়স্যঃ লোহময্যঃ ইব অভেদ্যানি শরীরাণি অধঃ নিকৃষ্টলোকেষু অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসারপাশনির্গমনাৎ। অথ পশ্চাৎ শ্যেনঃ ইব জালং ভিত্ত্বা জবসা শীঘ্রং নিরদীয়ং নির্গতঃ অস্মি ইতি। গর্ভে এব শয়ানঃ বামদেবঃ ঋষিঃ এবম্ উবাচ এব এতৎ ॥ ৫ ॥

দেহের ত্যাগের পরই দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম। ইহাকেই তৃতীয় জন্ম বলা হয় ॥ ৪ ॥

বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন,—"আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই অনেক-জন্মান্তর ভাবনা-পরিপাকবশে এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের জন্ম সকল বিদিত হইলাম। কত শত লৌহবৎ দুর্ভেদ্য শরীর আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ সকল নিকৃষ্ট শরীরে বদ্ধ হইয়া আমি সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। অনন্তর এই সুগঠিত জ্ঞানভক্ত্যনুকূল মনুষ্যশরীর লাভ করিয়া, জাল ভেদ করিয়া নির্গত শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, সত্বর নির্গত হইলাম।"

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

স ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্ ॥ ৬ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

গর্ভমধ্যে শয়ান অবস্থায় বামদেব ঋষি এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বামদেব ঋষি যথোক্ত আত্মাকে বিদিত হইয়া এই শরীর ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধতন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থানে সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া অমর হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

চতুর্থ খণ্ডের সরলানুবাদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে। কতরঃ স আত্মা। যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১ ॥

ক ইতি। যম্ উপাসীনঃ বামদেবঃ অমৃতঃ মুক্তঃ সমভবৎ তম্ এব বয়ম্ অপি উপাস্মহে। কং নু খলু অয়ম্ আত্মা ইতি। কতরঃ নু সঃ আত্মা। যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১ ॥

যে আত্মার উপাসনা করিয়া বামদেব অমর হইয়াছিলেন, আমরাও সেই আত্মারই উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা আত্মারই উপাসনা করি, কিন্তু আত্মাকে জানি না। আত্মা এই দেহেই প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে বিদিত নহি। এই দেহে জ্ঞাতা ও জ্ঞানকরণ উপলব্ধ হইতেছেন। তদুভয়ের মধ্যে আত্মা কে? যদ্দারা রূপ দর্শন করা হয়, যদ্দারা শব্দ শ্রবণ করা হয়, যদ্দারা গন্ধ আঘ্রাণ করা হয়, যদ্দারা বাক্য উচ্চারণ করা হয়, অথবা যদ্দারা স্বাদু ও অস্বাদু বোধ করা হয়, এই সকল বাহ্য করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই কি আত্মা? ॥ ১॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি র্ধৃতি র্মতি র্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

যদিতি। যৎ এতৎ হৃদয়ং মনঃ চ এতৎ। সংজ্ঞানং চৈতন্যম্ অহমিত্যাদি স্ববোধঃ, আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিরীশ্বরভাবঃ, বিজ্ঞানং সর্ব্বকলাপরিজ্ঞানং, প্রজ্ঞানং শুদ্ধাহংবোধঃ, মেধা শ্রুতার্থধারণশক্তিঃ, দৃষ্টিরিন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং দেহধারণশক্তিঃ, মতি র্মননং, মনীষা মতৌ স্বাতন্ত্র্যং, জূতিশ্চেতসো রোগাদ্যৈ-র্দুঃখিতা, স্মৃতিঃ স্মরণং, সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পনং, ক্রতুরধ্যবসায়ঃ, অসুঃ প্রাণনাদিবৃত্তিঃ, কামস্তৃষ্ণা, বশঃ স্ত্রীস্পর্শাদ্যভিলাষঃ ইতি। সর্ব্বাণি এব এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

অথবা যাহা প্রত্যেক বহিরিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান লাভ করি-তেছে, সেই একমাত্র হৃদয় বা অন্তঃকরণই কি আত্মা? হৃদয় ও মন একই বস্তু। মনের বৃত্তি অনেক। সংজ্ঞান, বা অহংজ্ঞান, আজ্ঞান বা ঈশ্বরত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা সর্ব্ব-কলাজ্ঞান, প্রজ্ঞান বা শুদ্ধাত্মজ্ঞান, মেধা বা শাস্ত্রার্থধারণা, দৃষ্টি বা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, ধৃতি বা দেহধারণশক্তি, মতি বা মনন, মনীষা বা মননস্বাতন্ত্র্য, জূতি বা রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি বা স্মরণ, সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পন, ক্রতু বা অধ্যবসায়, অসু বা প্রাণন, কাম বা অভিলাষ, বশ বা স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ ইত্যাদি সমস্তই মনের বৃত্তি। উহারা প্রজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধাত্মজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র ॥ ২ ॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

এষ ইতি। ক্ষুদ্রমিশ্রাণি—ক্ষুদ্রৈঃ অল্পকৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি। বীজানি—কারণানি। জারুজানি—জরায়ুজানি। প্রাণি—প্রাণিজাতম্। প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞা নেত্রং স্থাপকং যস্য তৎ ॥ ৩ ॥

এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। এই সকল অগ্ন্যাদি দেবতা, এই ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চ মহাভূত, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিশ্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সকল, এই স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ বীজভূত প্রাণী সকল, এই অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণী সকল, এই গো অশ্ব হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী সকল, এই জঙ্গম পক্ষ্যাদি ও স্থাবর তরুলতাদি প্রাণী সকল, এই সমস্তই একমাত্র প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাই লোক সকলের স্থিতিহেতু। প্রজ্ঞাই লোক সকলের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চরম আশ্রয়। এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষৎ ॥

স ইতি। আত্মনা—পরমাত্মনা সহ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ব্যাখ্যা সম্পূর্ণা ॥

এই জীব এই প্রজ্ঞ পরমাত্মার সহিত এই লোক হইতে গমনানন্তর ঐ স্বর্গলোকে সকল কাম লাভ করিয়া অমর হয়েন, অমর হয়েন ॥ ৪ ॥

শান্তিপাঠ পূর্ব্ববৎ ॥

পঞ্চম খণ্ডের সরলানুবাদ ॥ ৫ ॥

ঐতরেয়োপনিষদের সরলানুবাদ সমাপ্ত ॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১॥

ওমিতি। ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি, কিং ব্রহ্ম কারণম্? আহো স্বিৎ কালাদি? কুতঃ স্ম জাতাঃ বয়ম্? কেন বা বয়ং সৃষ্টাঃ সন্তঃ জীবাম? ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ প্রলয়কালে স্থিতাঃ? হে ব্রহ্মবিদঃ, কেন অধিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ বয়ং সুখেতরেষু সুখদুঃখেষু ব্যবস্থাম্ অনুবর্ত্তামহে? ১॥

ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া থাকেন, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই কি পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ? অথবা বক্ষ্যমাণ কালাদি ইহার কারণ? আমরা কোন্

কালঃ স্বভাবো নিয়তি র্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

ইদানীং কালাদীনি ব্রহ্মকারণত্বে প্রতিপক্ষভূতানি বিচার-বিষয়ত্বেন দর্শয়তি কাল ইতি। কালঃ কালশক্তিঃ স্বভাবঃ প্রকৃতি-শক্তিঃ নিয়তিঃ অদৃষ্টং যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ ভূতানি আকাশা-দীনি পুরুষঃ জীবঃ বা কিং যোনিঃ ইতি চিন্ত্যা চিন্ত্যম্। এষাং সংযোগঃ সংহতিঃ নতু কারণম্ আত্মভাবাৎ আত্মনো বিদ্যমানত্বাৎ। আত্মা জীবঃ অপি অনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণস্য কর্ম্মণো বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥

কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? উৎপত্তির পর কাঁহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি? প্রলয়কালেই বা আমরা কোন্ বস্তুতে অবস্থান করি? হে ব্রহ্মবিদগণ, আপনারা বলুন, আমরা কোন্ নিয়ামক পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখে ও দুঃখে ব্যবস্থানুসারে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি? ॥ ১ ॥

কাল স্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা ভূতসকল বা জীবকে বিশ্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে হেতু দেখা যায়। ভূত সকল পরিণামবিশিষ্ট, কাল উহাদের পরি-ণামের হেতু। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাব পদার্থ সকলের প্রতিনিয়তা শক্তি, কোন পদার্থই স্বভাবকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। জগৎ বৈষম্যময়, অবিষম

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

এবং পক্ষান্তরাণি নিরাকৃত্য প্রমাণান্তরাগোচরে বস্তুনি প্রকারান্তরমপশ্যন্তো ধ্যানযোগানুগমেন পরমমূলকারণং স্বয়মেব প্রতি-

---

নিয়তি অর্থাৎ পুণ্যপাপলক্ষণ কর্ম্মরূপ অদৃষ্টই উক্ত বৈষম্যের কারণ। জগৎ পাঞ্চভৌতিক, আকাশাদি ভূত সকল জগতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। অতএব উক্ত কালাদিকে বিশ্বের কারণ না বলিলে, বিশ্বব্যাপারের আকস্মিকী প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। এই বিবিধবৈচিত্র্যময় বিশ্ব কি কখন অকারণোৎপন্ন হইতে পারে ? তবে কি জীবাত্মাকে ইহার কারণ বলিব ? জীবাত্মা চেতন হইলেও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। জীবাত্মা যখন স্বয়ং সুখদুঃখের অধীন, তিনি যখন কর্ম্মাধীন, তাঁহার যখন কোন বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় না, তখন তাঁহাকেও বিশ্বের কারণ বলা যায় না। এইরূপে কালাদি পৃথক্ পৃথক্ বিশ্বের কারণ না হইলেও, উহাদিগের সংহতিকেই কি বিশ্বের কারণ বলা যাইবে ? তাহাও বলা যায় না। কারণ, কালাদির সংযোগ সংযোগকর্ত্তা পরমাত্মার অস্তিত্ব অপেক্ষা করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

এইরূপে পক্ষান্তর নিরাকরণ পূর্ব্বক প্রমাণাগোচর

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভি র্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌ ॥ ৪ ॥

পেদিরে তে ইতি। তে ব্রহ্মবাদিনঃ ধ্যানযোগানুগতাঃ সন্তঃ স্বগুণৈঃ স্বপ্রভাবৈঃ নিগূঢ়াং সংবৃতাং দেবাত্মশক্তিং দেবস্য আত্মভূতা যা শক্তিঃ তাং কারণত্বেন অপশ্যন্‌ দৃষ্টবন্তঃ। যঃ একঃ শক্তিশক্তিমতোরভেদাদ্‌দ্বৈতরহিতঃ দেবঃ তানি উক্তানি কালাত্মযুক্তানি কালাত্মভ্যাং সহিতানি স্বভাবাদীনি নিখিলানি কারণাণি অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি ॥ ৩ ॥

ইদানীং তামেব ব্রহ্মশক্তিং ব্রহ্মত্বেন দর্শয়তি-তমিতি চক্ররূপকেণ। তম্‌ একনেমিম্‌ একা কারণাবস্থা নেমিরিব নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্যাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্য পরমাত্মন স্তং, ত্রিবৃতং ত্রিভিঃ সত্ত্বরজ-

---

বস্তুতে অপর প্রমাণ না পাইয়া ধ্যানযোগ দ্বারা পরমমূলকারণ স্বয়ং দর্শন করিতেছেন, ইহাই বলিতেছেন ;—যে এক শক্তিমান্‌ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহারই আত্মভূতা ও নিজপ্রভা দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই সেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ইদানীং সেই ব্রহ্মাভিন্না শক্তিকে চক্ররূপক দ্বারা ব্রহ্মরূপে দেখাইতেছেন ;—ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্ম একই বস্তু।

স্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈর্ব্বৃতং, ষোড়শান্তং ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চ-ভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি অন্তঃ অবসানং বিস্তারসমাপ্তির্যস্যাস্মিনস্তং, শতার্দ্ধারং পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ অষ্টাবিংশতিঃ শক্তিঃ নবধা তুষ্টিঃ অষ্টধা সিদ্ধিঃ ইত্যেতে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ পঞ্চাশৎ শক্তিবৃত্তয়ো বা অরাঃ ইব অরাঃ যস্য তং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ দশ ইন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়াঃ চ পূর্ব্বোক্তানামরাণাং প্রত্যরাঃ ইব তৈ র্যুক্তং, প্রকৃত্যষ্টকাদিভিঃ ষড়্ভিরষ্টকৈশ্চ যুক্তং, বিশ্বরূপৈকপাশং বিশ্বরূপঃ নানারূপঃ একঃ কামাখ্যঃ পাশঃ যস্য তং, ত্রিমার্গভেদং ত্রয়ঃ ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞানরূপাঃ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিরূপাঃ বা মার্গভেদাঃ যস্য তং, দ্বিনিমিত্তৈকমোহং দ্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ নিমিত্তঃ একঃ মোহঃ যস্য তং পরমাত্মানম্ অপশ্যন্॥ ৪ ॥

ঐ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিকে ব্রহ্মবাদিগণ চক্রের ন্যায় দর্শন করিলেন। প্রকৃতির কারণাবস্থাই উক্ত চক্রের নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় উহার বৃত্তত্রয়। পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকার উহার ষোড়শ অন্ত অর্থাৎ বিস্তারসমাপ্তি। সাঙ্খ্যোক্ত পঞ্চ বিপর্য্যয়, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নবধা তুষ্টি, অষ্টধা সিদ্ধি, এই পঞ্চাশৎ বা পুরাণোক্ত পঞ্চাশৎ শক্তির বৃত্তি উহার পঞ্চাশৎ অর অর্থাৎ নাভি ও প্রান্ত-কাষ্ঠের সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠ। দশ ইন্দ্রিয় ও দশ ইন্দ্রিয়-বিষয় এই বিংশতি উহার প্রত্যর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অর-নামক কাষ্ঠের সহিত বিপরীতভাবে সংলগ্ন কাষ্ঠ।

পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বং চক্ররূপকেণ দর্শিতমিদানীং নদীরূপেণ দর্শয়তি পঞ্চেতি। পঞ্চ স্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বুস্থানানি যস্যাং তাং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ উৎসস্থানীয়ৈঃ পঞ্চ-ভূতৈঃ উগ্রা বক্রা চ যা তাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি বা উর্ম্ময় ইব যস্যাঃ তাং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং পঞ্চবুদ্ধীনাং চক্ষুরা-দীনাম্ আদিঃ মূলকারণং মনঃ এব মূলং যস্যাঃ তাং পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চ রূপাদয়ঃ বিষয়াঃ আবর্ত্তস্থানীয়াঃ যস্যাঃ তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চ দুঃখৌঘাঃ গর্ভজন্মজরাব্যাধিমরণরূপাঃ দুঃখসমূহাঃ বেগাঃ

ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টক, ত্বগাদি ধাত্বষ্টক, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যাষ্টক, ধর্ম্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টক, ও দয়াদি গুণাষ্টক, এই ছয় অষ্টক উহার অষ্টক অর্থাৎ চক্রাঙ্গ। নানারূপ কামই উহার একমাত্র পাশ অর্থাৎ রজ্জু। ধর্ম্মাদি বা কর্ম্মাদি মার্গত্রয়ই উহার তিনটি পথ। আর পুণ্য ও পাপের নিমিত্তভূত একমাত্র মোহই উহার মোহ॥ ৪॥

পূর্ব্বে চক্ররূপক দ্বারা দর্শিতা ব্রহ্মশক্তিকে অধুনা নদীরূপক দ্বারা দেখাইতেছেন;—ঐ ব্রহ্মশক্তি নদীরূপা। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহার জল। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত উহার পঞ্চ উৎস। উক্ত পঞ্চ উৎস দ্বারাই ঐ নদী

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।

প্রবাহাঃ ইব যস্যাঃ তাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চাশৎ লজ্জাদয়ঃ বুদ্ধয়ঃ এব শাখাপ্রশাখাদিরূপাঃ ভেদাঃ যস্যাঃ তাং পঞ্চপর্ব্বাং পঞ্চ অবিদ্যা-স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পর্ব্বাণি সোপানরূপাণি যস্যাঃ তাং নদীম্ অধীমঃ ধ্যায়েম ॥ ৫ ॥

সর্ব্বেতি। হংসঃ হন্তি গচ্ছতি অধ্বানম্ ইতি হংসঃ জীবঃ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বেষাম্ আজীবনম্ অস্মিন্ ইতি সর্ব্বসংস্থে সর্ব্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ঃ যস্মিন্ ইতি বৃহন্তে বৃহতি ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে

উগ্র ও বক্র হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উহার তরঙ্গ। ইন্দ্রিয়বর্গের মূলভূত মনই উহার মূল। রূপাদি পঞ্চ বিষয় উহার আবর্ত্ত। গর্ভদুঃখাদি পঞ্চ দুঃখই উহার প্রবাহ। লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বুদ্ধি উহার শাখা। অবিদ্যাদি পঞ্চ পর্ব্বই উহার সোপানাবলি। আমরা উক্ত নদীরূপা ব্রহ্মশক্তিকে ধ্যান করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্ম জীব সকলের বৃত্তিবিধান করেন বলিয়া তাঁহাকে উহাদিগের বৃত্তিস্থান বলা হয়। অন্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া তিনি লয়স্থান বলিয়াও উক্ত হয়েন। অজ্ঞ জীব তাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রেই পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের সংসারা-

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাবেন পরেশবৈমুখ্যাৎ ইতি শেষঃ। আত্মানং স্বং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ ঈশ্বরং চ পৃথক্ শক্তিত্বশক্তিমত্ত্বাংশত্বাংশিত্বাণুত্ববিভুত্বনিয়ম্যত্বনিয়ামকত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া ভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা জুষ্টন্ ভজন্ সঃ ততঃ তদনন্তরং তেন ঈশ্বরেণ হেতুনা অমৃতত্বং মোক্ষম্ এতি লভতে। জুষ্টম্ ইত্যত্র জুষ্টঃ ইতি পাঠান্তরে তু হংসঃ জীবঃ আত্মানং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ ঈশ্বরং চ পৃথক্ অত্যন্তভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে বৃহতি বহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে বিবিধযোনিষু চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে। তেন ঈশ্বরেণ জুষ্টঃ সেবিতঃ অনুগৃহীতঃ সন্ ততঃ সঃ অমৃতত্বম্ মোক্ষম্ এতি লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বস্তু। সংসারী জীবগণ ঐ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহেন। ব্রহ্ম শক্তিমৎ তত্ত্ব, জীব উহাঁর শক্তি। ব্রহ্ম অংশী, জীব উহার অংশ। ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য, জীব অণু-চৈতন্য। ব্রহ্ম নিয়ামক, জীব উহাঁর নিয়ম্য। জীব শক্তিরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও শক্তিত্বাদি হেতু শক্তিমত্ত্বাদি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীবব্রহ্মের এইপ্রকার ভেদ বিদিত হইয়া জ্ঞানী পুরুষ শক্তিমান্ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক উপাস্য ব্রহ্মের অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৬ ॥

উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ ৭॥

উদ্‌গীতেতি। এতৎ তু পরমং ব্রহ্ম বেদান্তৈঃ উদ্‌গীতম্ উপদিষ্টম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি ত্রয়ম্ অস্তি তৎ এব সুপ্রতিষ্ঠা শোভনঃ আশ্রয়ঃ অক্ষরং ন ক্ষরতি ইতি চ। অত্র সংসারে অন্তরং প্রকৃত্যাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্ম বিদিত্বা জ্ঞাত্বা তৎপরাঃ ব্রহ্মপরায়ণাঃ ব্রহ্মবিদঃ যোনিমুক্তাঃ গর্ভজন্মাদিসংসারভয়াৎ মুক্তাঃ সন্তঃ ব্রহ্মণি লীনাঃ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্নাঃ ভবন্তি॥ ৭॥

ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চের অতীত, তাহা বেদান্তে উদ্‌গীত হইয়াছে। প্রপঞ্চধর্ম্মরহিত বলিয়াই তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরম ব্রহ্মের উপাসনার ফলও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম প্রপঞ্চের সহিত সংসর্গরহিত হইলেও প্রপঞ্চের স্বতন্ত্রতা নাই; কারণ, ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রপঞ্চ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এই তিনই পরব্রহ্মে প্রতি-ষ্ঠিত রহিয়াছে। সকলই যখন পরব্রহ্মের আশ্রিত, তখন প্রপঞ্চের স্বাতন্ত্র্যসম্ভাবনা কোথায়? পরব্রহ্ম প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও তাঁহার বিকারাদি পরিণাম নাই; যেহেতু তিনি অক্ষর অর্থাৎ পরিণামবর্জ্জিত। বিকার মায়িক; পরব্রহ্ম মায়াতীত—কূটস্থ। কূটস্থের বিকার সম্ভবে না;

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮ ॥

সংযুক্তমিতি। ঈশঃ ঈশ্বরঃ এতৎ ক্ষরং বিনাশি অক্ষরম্ অবিনাশি ব্যক্তং বিকারজাতম্ অব্যক্তং কারণং চ সংযুক্তং পরস্পরসংযুক্তং তৎ উভয়ং বিশ্বং ভরতে বিভর্ত্তি। অনীশঃ ঈশ্বরত্বহীনঃ আত্মা জীবঃ চ ভোক্তৃভাবাৎ সুখদুঃখাদ্যধীনত্বাৎ বধ্যতে বদ্ধো ভবতি। অনন্তরং দেবং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ৮ ॥

এইপ্রকারে পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চ হইতে অতীত জানিয়া ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি সকল গর্ভজন্মাদি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়েন ॥ ৭ ॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে বিনশ্বর ও অবিনশ্বর এবং কার্য্য ও কারণ উভয়ই আছে। উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই এই বিশ্ব রচনা করিয়াছে। পরমেশ্বর ঐ উভয়াত্মক বিশ্বকেই পোষণ করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণকাম, অতএব তাদৃশ পোষণাদি কার্য্যে রত থাকিয়াও তাঁহাকে বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না। জীব তাঁহারই শক্তি হইলেও জীবের সুখদুঃখাদির অধীনতা আছে। অধীনতা থাকাতেই জীব বদ্ধ। ঈশ্বর জীবের সুখদুঃখের নিয়ামক। নিয়ামক পুরুষের অধীনতা স্বীকৃত হয় না। ঈশ্বর নিয়মের

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥

জ্ঞেতি। জ্ঞাজ্ঞৌ ঈশানীশৌ দ্বৌ অজৌ স্তঃ। "ভোক্তভোগার্থ-যুক্তা ভোক্তৃজীবস্য ভোগার্থেন ভোগসাধনবিষয়েণ যুক্তা একা হি অজা শক্তিঃ অস্তি। তেষু আত্মা ঈশঃ হি অকর্ত্তা বিশ্বরূপঃ অনন্তঃ চ। যদা এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্মং ব্রহ্ম বিন্দতে লভতে, তদা মুচ্যতে ॥ ৯ ॥

অনধীন বা স্বাধীন বলিয়াই মুক্ত। মুক্ত পরমেশ্বরকে জানিলেই জীবও সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৮॥

চিৎ বস্তু দুইটি ঈশ্বর ও জীব। ঈশ্বর যিনি, তিনি বিভু-চিৎ; এবং জীব যিনি, তিনি অণুচিৎ। ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যা-হত বলিয়া তিনি জ্ঞানী, এবং জীব অনীশ্বর অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত বলিয়া তিনি চিৎকণ হইয়াও অজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তদ্ভিন্ন এক শক্তি আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগ-সাধন বিষয় সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই শক্তির নাম মায়াশক্তি। ইনিও অজ। জীব ও প্রকৃতি এই দুইটি ঈশ্বরের অধীন শক্তি। ঈশ্বর স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও ইহাঁদের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও অনন্ত। ঈশ্বর তাঁহার নিজের মায়াশক্তি দ্বারা

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।

ক্ষরমিতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ ক্ষরং বিপরিণামি হরঃ অবিদ্যাদি হরতি ইতি পরমেশ্বরঃ অমৃতাক্ষরম্ অমৃতং চ অক্ষরং চ অমৃতাক্ষরম্ অমৃতং ব্রহ্ম এব। একঃ দেবঃ ক্ষরাত্মনৌ প্রকৃতিজীবৌ

বিশ্বরূপ এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্তজীবরূপে অনন্ত হয়েন। ব্রহ্ম এই তিনের সমষ্টি, অর্থাৎ ব্রহ্মে ঈশ্বরত্ব মায়াত্ব ও জীবত্ব এই তিনই আছে। অতএব ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিনটিকে যখন ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বৈভব-বিশেষ বলিয়া জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, তখনই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রকৃতি পরিণামিনী; কিন্তু অবিদ্যার হরণকর্ত্তা পরমেশ্বরের নাশও নাই, পরিণামও নাই। প্রকৃতি জড় বস্তু। জড়বস্তুর পরিণাম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জড়বস্তুর বিশেষ পরিণাম হইলেই তাহার নাশ হইল বলা যায়। কিন্তু চিদ্বস্তুর পরিণাম দৃষ্ট হয় না, অতএব উহার নাশও স্বীকার করা যায় না। পরমেশ্বর চিন্ময় বলিয়াই তাঁহার পরিণাম বা বিনাশ স্বীকৃত হয় না। দেহের পরিণামে যেরূপ জীবাত্মার পরিণাম হয় না, তদ্রূপ জগতের পরিণামে পরমেশ্বরের পরিণাম ঘটে না, অতএব তাঁহার নাশও সম্ভব হয় না। ঐ পরমেশ্বর স্বপ্রকাশস্বরূপ।

তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ ১০॥
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।

ঈশতে ঈষ্টে নিয়ময়তি। তস্য দেবস্য অভিধ্যানাৎ চিন্তনাৎ যোজনাৎ পরমাত্মসংযোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানাৎ অন্তে ভূয়ঃ নিশেষং বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ সর্ব্বাজ্ঞাননাশঃ ভবতি॥ ১০॥

জ্ঞাত্বেতি। সদ্‌গুরুক্তাৎ শাস্ত্রাৎ দেবং পরেশং জ্ঞাত্বা অবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বপাশাপহানিঃ সর্ব্বেষাং দেহদৈহিকমমতা-

---

প্রকৃতিশক্তি বা জীবশক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করে না। পরমেশ্বরের কার্য্য প্রকৃতিকে বা জীবকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্য বা জৈব কার্য্য পরমেশ্বরের নিয়মের অধীন। পরমেশ্বর উহাদিগের উভয়কেই নিয়মিত করিয়া থাকেন; কার্য্যে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নাই। জীব প্রকৃতিসংসর্গে অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত। তিনি যখন ঐ পরমেশ্বরের অভিধ্যান করেন, অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত চিত্তত্ত্বের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন সেই চিন্তা-প্রণালী দ্বারা তাঁহার পরমেশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ঐ সম্বন্ধ ঘটিলেই জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ইহাই জীবের মুক্তি॥ ১০॥

যিনি সদ্‌গুরুর মুখে শাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহদৈহিক মমতাপাশ

তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

পাশানাং হানিঃ ছেদঃ ভবতি। তৎপাশজন্যৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ বিশিষ্টস্য তস্য আপ্রারব্ধভোগপূর্ত্তেঃ পুনঃ পুনঃ জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জন্মমৃত্যুজন্যদুঃখনিবৃত্তিঃ ভবতি। অথ উত্তরোত্তরং তস্য দেবস্য অভিধ্যানাৎ স্মরণাৎ দেহভেদে লিঙ্গশরীরস্য নাশে সতি বিশ্বৈশ্বর্য্যম্ অনন্তনিত্যদিব্যবিভূতিকং কেবলং প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্টং তৃতীয়ং চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়স্থানং ভাগবতং পদং সঃ দেবজ্ঞঃ বিন্দতি ইতি শেষঃ। ততঃ দেবজ্ঞঃ আপ্তকামঃ পূর্ণাভিলাষঃ ভবতি ॥ ১১ ॥

থাকে না। পাশ না থাকিলে, পাশজন্য ক্লেশও থাকে না। ক্রমে জন্মমৃত্যুর ক্লেশও থাকে না। তাদৃশ পাশনির্ম্মুক্ত পুরুষ যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্মাদি গ্রহণও করেন, তাঁহাকে ঐ জন্মাদিজন্য যে ক্লেশ, তাহা অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণে লিঙ্গদেহের নাশ হইয়া যায়। লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে, তখন ঐ দেবজ্ঞ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, চান্দ্রপদ ও ব্রাহ্মপদের অপেক্ষায় তৃতীয়, প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবত পদ প্রাপ্ত হয়েন। তল্লাভে তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥

এতদিতি। এতৎ নিত্যম্ আত্মসংস্থম্ আত্মনি এব সংস্থা সম্যক্‌স্থিতিঃ যস্য তৎ সত্তান্তরনিরপেক্ষম্ ইতি যাবৎ সাধকস্য আত্মনি মনসি স্থিতং বা ব্রহ্ম এব জ্ঞেয়ম্। অতঃপরং ন হি কিঞ্চিৎ বেদিতব্যম্ অস্তি। ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং প্রকৃতিরূপং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারং নিয়ন্তারং পরমেশ্বরং চ এতৎ প্রোক্তং ত্রিবিধং ভোক্তৃভোগ্যপ্রেরয়িতৃরূপং সর্ব্বং ব্রহ্মং ব্রহ্ম এব ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম নিত্য ও আত্মসংস্থ। ব্রহ্মের সত্তা অন্য কাহারও সত্তাকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু অন্য সকলেরই সত্তা ব্রহ্মের সত্তাকে অপেক্ষা করে। এইরূপে ব্রহ্ম সকলের সত্তার আশ্রয় হইলেও, সাধকের আত্মাতেই অবস্থান করিয়া থাকেন। সাধক আত্মাতেই সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিবেন। সাধকের আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হইলেও ঐ আত্মসংস্থ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বেদিতব্য নাই, ইহা স্থির। কারণ, কি ভোক্তা জীব, কি ভোগ্যা প্রকৃতি, কি নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই ত্রিবিধ বস্তুজাত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, সকলই ব্রহ্মবিভূতি বা ব্রহ্ম। এইরূপে ব্রহ্মবিভূতিতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ ॥

বহ্নেরিতি। যথা যোনিগতস্য অরণিরূপস্বকারণগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ন দৃশ্যতে, ন এব চ তস্য লিঙ্গনাশঃ সূক্ষ্মদেহস্য বিনাশঃ। সঃ বহ্নিঃ ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ ইন্ধনরূপেণ যোনিনা কারণেন গৃহ্যঃ মথনাৎ গ্রহণীয়ঃ দৃশ্যঃ এব, তৎ বা ইব উভয়ম্ অগ্ন্যাত্মানৌ। যতঃ আত্মা প্রণবেন উত্তরারণিস্থানীয়েন বৈ দেহে অধরারণিস্থানীয়ে মথনাৎ গৃহ্যতে ॥ ১৩ ॥

বহ্নি যখন কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ় থাকে, তখন তাহাকে দেখা যায় না। অথচ দেখা যায় না বলিয়া যে তখন ঐ অগ্নির নাশ হইয়াছিল, এরূপও নহে; উহা কাষ্ঠেই অবস্থান করিতেছিল। একপ্রকার কাষ্ঠ আছে, যাহার একখানি আর একখানির সহিত ঘর্ষণ করিলে, ঐ অগ্নির উদ্গম হয়। যে কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উদ্গম হয়, ঐ দুইটি কাষ্ঠের নাম অরণি। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠখানি ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি, এবং যাহাকে ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম অধরারণি। ঋষিরা ঐ উত্তরারণি ও অধরারণির ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতেন। ঐ ঘর্ষণের নামান্তর মন্থন। অগ্নির ন্যায় আত্মাও মন্থনগ্রাহ্য।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥১৪॥
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।

স্বেতি। স্বদেহম্ অরণিম্ অধরারণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্ত-রারণিং কৃত্বা ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ ধ্যানরূপঘর্ষণাভ্যাসাৎ সাধকঃ দেবম্ আত্মানং নিগূঢ়বৎ নিগূঢ়াগ্নিবৎ পশ্যেৎ ॥ ১৪ ॥

তিলেম্বিতি। তিলেষু তৈলং দধিনি সর্পিঃ ঘৃতং স্রোতঃসু নদীষু আপঃ অরণীষু অরণিষু মন্থনকাষ্ঠেষু অগ্নিঃ চ ইব যথা গৃহ্যতে,

---

উত্তরারণি দ্বারা অধরাণিরূপ দেহকে ঘর্ষণ করিলে, আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভূয়োভূয়ঃ প্রণবের উচ্চারণ করিতে করিতেই জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হইলে, নির্ম্মল হৃদয়ে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার প্রকাশেই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিতে করিতে পরমেশ্বরের নামগুণাদির ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা সাধক ঐ নিজদেহমধ্যেই আত্মাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবেন ॥ ১৪ ॥

যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তিলে তৈল, মন্থনদণ্ডের

এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ইতি ॥১৬

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এবং যঃ সত্যেন তপসা চ এনং দেবম্ অনুপশ্যতি, তেন অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেতি। ক্ষীরে দুগ্ধে অর্পিতং সর্পিঃ ইব সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্ম-বিদ্যাতপোমূলম্ আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা চ তপঃ চ মূলং প্রাপ্তিহেতুঃ যস্য তম্ আত্মানং, তৎ উপনিষৎপরম্ উপনিষৎ পরং শ্রেষ্ঠং জ্ঞান-

---

সাহায্যে দধিতে ঘৃত, খনিত্রাদির সাহায্যে নদীতে জল এবং মন্থনকাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠবিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা পর-মেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তিনি আত্মাতেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধের সমস্ত অবয়বেই অবস্থান করে, মন্থনদণ্ডের সাহায্যে উহাকে বাহির করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ আত্মা দেহের সর্ব্বস্থান ও বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য, অর্থাৎ আত্মার তাদৃশ স্বরূপ উপনিষদেই প্রতিপাদিত

সাধনং যস্য তৎ, উপনিষৎপ্রতিপাদ্যম্ ইতি যাবৎ, ব্রহ্ম যঃ সত্যেন তপসা চ অনুপশ্যতে অনুপশ্যতি তেন অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

আছে। তদনুসারে উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যিনি তাহা করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

প্রথমাধ্যায়ের সরলানুবাদ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ ১ ॥

ধ্যানমুক্তং, ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদিতি। পরমাত্মদর্শনোপায়ত্বেনেদানীং তদপেক্ষিতসাধনবিধানার্থং দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং তৎসিদ্ধ্যর্থং সবিতারমাশাস্তে যুঞ্জান ইতি। সবিতা তত্ত্বায় তত্ত্বজ্ঞানায় প্রথমং ধ্যানারম্ভে মম মনঃ মানসং ধিয়ঃ বাহ্যবিষয়জ্ঞানানি চ যুঞ্জানঃ পরমাত্মনি সংযোজয়ন্ অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য সংগৃহ্য পৃথিব্যাঃ অধি অস্মিন্ শরীরে আভরৎ আহরৎ আহরতু ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরমাত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ ধ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। সবিতাই ধ্যানসিদ্ধির সহায়। জগতের যেখানে যে কিছু প্রকাশসামর্থ্য আছে, পরিদৃশ্যমান্ সবিতাই সেই সকলের মূল। সবিতা হইতেই সৌর জগতের উৎপত্তি, সবিতাই সমুদায় সৌরজগৎ প্রকাশ করিতেছেন। অগ্নি প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃশালী পদার্থ আছে, সে সকলই সবিতা হইতে উৎপন্ন এবং তন্নিঃসৃত প্রকাশশক্তিলাভে প্রকাশসামর্থ্যশালী হইয়াছে। অন্তে ঐ সকল পদার্থ সবিতাতেই লীন হইয়া

থাকে। বিকর্ষণকালে উহারা সবিতা হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ধারণ করে এবং আকর্ষণকালে আবার সবিতাতেই একীভূত হয়। সৌরজগতের জীবগণেরও সেই গতি। উহারাও সূর্য্য হইতে আইসে, এবং সূর্য্যেই গমন করিয়া থাকে। আগমনকালে উহারা সূর্য্যের সহিত আসিয়া পরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন করে, এবং গমনকালে সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়াই গমন করিয়া থাকে। কিন্তু জড় জগতের আগমন ও প্রতিগমন হইতে চেতন জগতের আগমন ও প্রতিগমনের কিছু বিশেষত্ব আছে। জড় জগৎ সূর্য্যের অঙ্গভূত; চেতন জগৎ তদন্তবর্ত্তী পরমাত্মার অঙ্গভূত। সূর্য্য জড়জগতের সমষ্টিকেন্দ্র; পরমাত্মা চেতন জগতের সমষ্টিকেন্দ্র। উৎপত্তিতে চেতন জগৎ অর্থাৎ জীবনিকর সূর্য্য হইতে আগমন করিলেও উহাদের প্রকৃত আগমন পরমাত্মা হইতে। উহাদিগের গমনও তদ্রূপ। উহারা অন্তে সূর্য্যের সহিত গমন করিলেও সূর্য্যত্ব না পাইয়া পরমাত্মাতেই সঙ্গত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রকাশদশাতেও উহারা যে পরমাত্মাতেই সঙ্গত নয়, এরূপ নহে। তবে বর্ত্তমান সঙ্গতি সঙ্গতি বলিয়া গণ্য হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব আপনাকে পরমাত্মাতে সঙ্গত বলিয়া অনুভব না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পরমাত্মসঙ্গতি সত্ত্বেও উহা আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সমষ্টিকেন্দ্র যেমন প্রত্যেক

ব্যষ্টিকেন্দ্রের—প্রত্যেক পরমাণুরই অপেক্ষণীয়, প্রতি পরমাণু—প্রতি অবয়ব যেমন একই সমষ্টিকেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত আছে, আকাশ যেমন প্রত্যেক বস্তুকেই অন্তর্বাহ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রত্যেক পদার্থেই ওতপ্রোতভাবে উহাদের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। বিন্দু যেমন প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবয়বেই অবস্থিত, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রত্যেক পদার্থের প্রতি অবয়বেই সংস্থিত রহিয়াছেন। জড়েও ঐ সত্তার ব্যভিচার নাই। চিদ্বস্তুই গুণপরিণামভূত জড়-সমূহের আধার এবং প্রকাশক। চিদ্বস্তুতে সংস্থিত বলিয়াই জড়ের প্রকাশ। তবে ঐ প্রকাশশক্তি সকল বস্তুতে সমান নহে। সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্রেই ঐ শক্তি অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। অতএব জীব সূর্য্যাদির সাহায্যেই জড়ের সত্তা উপলব্ধি করেন। জীবেও ঐ প্রকাশকেন্দ্র আছে। থাকিলেও বহির্মুখ দশায় জীবের তাহা উপলব্ধি হয় না। স্থূল আবরণে আবৃত থাকাতেই জীবের তাহা অনুভব হয় না। ঐ স্থূল আবরণকে বিশ্লিষ্ট—শিথিলিত করিতে পারিলেই উহার অনুভব হইয়া থাকে। ধ্যান বা একাগ্রতাই তাহার সহায়। কেন্দ্রে একাগ্রতাই স্থূল আবরণকে—কঠিন আবরণকে শিথিল করিয়া দেয়। মন ও বুদ্ধির সাহা-য্যেই উক্ত একাগ্রতা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের

বর্ত্তমান অবস্থায় উহাদের একাগ্রতা সাধন করা অতীব দুষ্কর। জড়সঙ্ঘাতের দিকে উহাদের এতই আকর্ষণ যে, উহারা বহির্বিষয়কে ছাড়িয়া অন্তর্মুখ—কেন্দ্রাভিমুখ হইতে চায় না। অতএব তজ্জন্য কিঞ্চিৎ বাহ্য আনুকূল্যের প্রয়োজন হয়। সূর্য্যাদি প্রকাশক কেন্দ্র হইতে সঙ্ঘাতশৈথিল্যকারিণী শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়। ঐ শক্তিকে নিরোধশক্তিও বলা যাইতে পারে। যে শক্তিতে পদার্থ সকল কেন্দ্রাভিমুখে নিরুদ্ধ হয়, তাহাকেই নিরোধশক্তি বলা যায়। উক্ত নিরোধশক্তি সঞ্চয়ের জন্যই বলিতেছেন—সৌরজগতের নিরোধশক্তির সমাশ্রয় অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির আধারস্বরূপ সূর্য্য হইতে ঐ শক্তি আমাতে—আমার এই পার্থিব শরীরে আগমন করুক। আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের অন্তর্মুখতা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। আমার বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই বহির্মুখ হইয়া বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হইতেছে। আমি নিজের সামর্থ্যে উহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখ করিতে সমর্থ হইতেছি না। উহারা অন্তর্মুখ না হইলে, পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে পারিতেছি না। ধ্যান করিতে না পারিলে, তাঁহার সাক্ষাৎকারের অভাবে তাঁহার তত্ত্বও জানিতে পারিতেছি না। সূর্য্য সৌরজগতে সঞ্চারিত নিজ প্রকাশশক্তিকে আমাতে

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।

সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২ ॥

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩॥

যুক্তেনেতি। বয়ং যুক্তেন পরমাত্মনি সংযোজিতেন মনসা দেবস্ত সবিতুঃ সবে অনুজ্ঞায়াং সত্যাং সুবর্গেয়ায় স্বর্গেয়ায় স্বর্গপ্রাপ্ত্যৈ শক্ত্যা যথাসামর্থ্যং প্রযতামহে ॥ ২ ॥

যুক্ত্বায়েতি। সুবর্য্যতঃ সুবঃ স্বঃ স্বর্গং যতঃ গচ্ছতঃ তথা ধিয়া সম্যগ্দর্শনেন দিবং দ্যোতনস্বভাবচৈতন্যৈকরসং বৃহৎ মহৎ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ দেবান্ মনআদীনি করণানি মনসা যুক্ত্বায় যোজয়িত্বা সবিতা তান্ প্রসুবাতি তথা অনুজানাতু ॥ ৩ ॥

সংস্থিত করুন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি ॥ ১ ॥

মনঃসংযোগে সবিতার অনুগ্রহের প্রয়োজন। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, আমরা পরমাত্মাতে চিত্ত সংযোজিত করিয়া সুখময় ধাম পাইবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে পারি ॥ ২ ॥

স্বর্গশব্দে প্রাকৃত স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক বুঝায়। তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামও বোধিত হইয়া থাকে। জীবের সাধকদেহে— প্রাকৃত শরীরে অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে গমন সম্ভব হয় না।

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।

যুঞ্জত ইতি। যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে বিষয়েভ্যঃ উপসংহৃত্য আত্মনি যোজয়ন্তি উত অথবা ধিয়ঃ ইতরাণি অপি করণানি

সিদ্ধদেহেই ঐ স্থানে গমন হইয়া থাকে। এবং ঐ সিদ্ধদেহেই স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের সম্যক্ প্রকাশে বাহ্য-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আন্তরসাক্ষাৎকার সাধকদেহেও হইতে পারে। প্রকট অবতারে সাধকদেহেও বাহ্য-সাক্ষাৎকার দেখা যায়। কিন্তু ঐ সাক্ষাৎকারে ব্রহ্মের সম্যক্ প্রকাশ বা সিদ্ধদেহের সাক্ষাৎকারের ন্যায় তৃপ্তি জন্মে না। সাক্ষাৎকারজন্য পরমপরিতৃপ্তিলাভে সিদ্ধ-দেহের প্রয়োজন। সাধকদেহের প্রাকৃত মন-আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে মনে সংযমিত করিয়া সিদ্ধদেহের অনুধ্যান করিতে করিতেই সিদ্ধদেহ লাভ হইয়া থাকে। সবিতা উক্ত কার্য্যের সহায়তা করুন। প্রাকৃত মন-আদি ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে একাগ্র হইয়া সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে পারে, সবিতা তাহারই আনুকূল্য করুন। তিনি উক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ভাবনায় উন্মুখ করিয়া দিন ॥ ৩ ॥

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে, সবিতার সাহায্যের প্রয়োজন। যে

বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪ ॥
যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।

যুঞ্জতে, তৈঃ বিপ্রস্য ব্যাপ্তস্য বৃহতঃ মহতঃ বিপশ্চিতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য দেবস্য সবিতুঃ মহী মহতী পরিষ্টুতিঃ স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা। বয়ুনাবিৎ প্রজ্ঞাবিৎ একঃ সবিতা ইৎ এব হোত্রাঃ ক্রিয়াঃ বিদধে বিহিতবান্ ॥ ৪ ॥

যুজে ইতি। বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধি প্রকাশ্যত্বেন তৎ প্রকাশিতং, যদ্বা যুষ্মাকং কারণভূতং পূর্ব্ব্যং পূর্ব্বং চিরন্তনং ব্রহ্ম নমোভিঃ নমস্কারৈঃ অহং যুজে সমাদধে মম শ্লোকঃ কীর্ত্তিতব্যঃ

বিপ্রগণ উহাদিগকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, তাঁহাদের উচিত, সবিতার অর্থাৎ তদন্তর্যামী পরমাত্মার সাহায্যার্থ তাঁহার স্তব করা। সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক; কারণ, তিনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয়স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষিস্বরূপে অন্তর্যামিস্বরূপে সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্; জীবের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইতেছে। ঐ সকল ক্রিয়ার নিয়ামক বিধাতাও তিনিই ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মের প্রকাশকত্বের ন্যায় প্রকাশত্বও আছে।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ৫॥
অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥ ৬॥

সূরেঃ সাধোঃ পথি ইব বি এতু বিবিধম্ আগচ্ছতু। হে অমৃতস্য ব্রহ্মণঃ বিশ্বে সর্ব্বে পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ, শৃণ্বন্তু॥ ৫॥

অগ্নিরিতি। যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে ঘর্ষণাদিনা উৎপদ্যতে, যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে নিরুধ্যতে, যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে বৃদ্ধিং ভজতে, তত্র কর্ম্মণি মনঃ মনসঃ প্রবৃত্তিঃ সঞ্জায়তে॥ ৬॥

মানবের ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবতার সাহায্যেই তাঁহার প্রকাশ দর্শন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নিজ কৃপাগুণে আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারে প্রকাশ হউন, আমি তাঁহার সেই প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাকে নমস্কার করি এবং তাঁহার সেই প্রকাশিত স্বরূপের ধ্যান করি। সেই প্রকাশ দ্বারা আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইয়া, তিনি আমার হৃদয়ে আগমন করুন। আমি সাধুপথে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেই বিবিধ আবির্ভাব অভিনন্দন করিতে থাকি। হে দিব্যধামবাসী ব্রহ্মের পুত্রগণ, আপনারা আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করুন॥ ৫॥

মনসংযোগার্থ সবিতার অনুগ্রহ প্রার্থিত হইলে, উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুগ্রহ লাভ করিয়াও যিনি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাঁহার ভোগহেতু

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥ ৭ ॥

সবিত্রেতি। সবিত্রা প্রসবেন সবিতৃপ্রসবেন পূর্ব্ব্যম্ চিরন্তনং ব্রহ্ম জুষেত সেবেত। তত্র ব্রহ্মণি যোনিম্ আশ্রয়ম্ কৃণবসে কুরুষ। এবং কুর্ব্বতঃ তে তব পূর্ব্বং পূর্ব্বকৃতং শ্রৌতস্মার্ত্তাদি কর্ম্ম ন হি অক্ষিপৎ ভোগহেতোঃ বধ্নাতি ॥ ৭ ॥

কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তিনি হোমসাধন অগ্নির প্রজ্বালন, বায়ুর নিরোধন এবং সোমের বর্দ্ধন প্রভৃতিতেই প্রবৃত্তিশালী হয়েন ॥ ৬ ॥

সাধক জীবের সম্বন্ধে সবিতার অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রসাদ একান্ত অপেক্ষণীয়। কারণ, তিনি নিজের যে তেজে অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা সাধন করিবেন, একমাত্র পরমাত্মাই সেই তেজের প্রসবিতা। ঐ তেজের নামান্তর অগ্নি। ঐ অগ্নি মূল প্রকাশক পদার্থ। উহার সাহায্যেই জীব ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ঐ অগ্নি হইতে শুচি পবমান ও পাবক, এই ত্রিবিধ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সৌর অগ্নির নাম শুচি, মথনোদ্ভূত পার্থিব অগ্নির নাম পবমান এবং বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক। যদিও কেবল শুচি নামক অগ্নিকেই সৌর অগ্নি বলা যায়, কিন্তু সূর্য্যকে কি শুচি, কি পবমান, কি পাবক, এই ত্রিবিধ অগ্নিরই আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইবে। উক্ত অগ্নিত্রয়ের প্রত্যেকটি আবার বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যের কিরণভেদে সৌর অগ্নির, হোমাদিক্রিয়াভেদে পার্থিব অগ্নির এবং জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্থিত্যাদির ভেদে বৈদ্যুতাগ্নির ভেদ করা হয়। বৈদ্যুতাগ্নির যে অংশ মানবের দেহে অবস্থান করে, উহার নাম বৈশ্বানর। দেহান্তর্গত মূলাধার নামক স্থানই বৈশ্বানর নামক অগ্নির মূল বাসস্থান। শ্বাসবায়ু উহার সখা। সবিতার প্রসাদে ঐ অগ্নি ঐ জ্ঞান-তেজ উদ্দীপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মকেও ভস্মীভূত করা যায়। কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়। আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হইলে, আর মানব বিষয়সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। তখন তিনি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্তি ভিন্ন নিঃশেষে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বিবিধ;—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্ম আবার কূট ও বীজ রূপে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। কর্ম্মবাসনাই কর্ম্মের কূটাবস্থা। উহাই জীবের অনাদিসঞ্চিত কর্ম্ম। ঐ বাসনা যখন কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই উহাকে বীজাবস্থা বলা হয়। কারণ, উহা জীবের ভবিষ্যৎ ফলের বীজ হইতেছে। ঐ বীজের অনুসারেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগ হইবে। আরব্ধ-ভোগাবস্থ কর্ম্মের নামই প্রারব্ধ। প্রারব্ধ স্থূলশরীরা-পেক্ষী। বীজ সূক্ষ্মশরীরাপেক্ষী। এবং কূট কারণ-

শরীরাপেক্ষী। অন্নময় কোষের নাম স্থূলশরীর। প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষের নাম সূক্ষ্মশরীর। আর আনন্দময় কোষের নাম কারণশরীর। কর্ম্মক্ষয়ে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরেরই ক্ষয়ের প্রয়োজন। কর্ম্ম দ্বারা স্থূলশরীরের ক্ষয়, জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের ক্ষয় এবং ভক্তি দ্বারা কারণশরীরের ক্ষয় হয়। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই বাসনার ক্ষয় বা কূট বাসনার অধিষ্ঠানভূত কারণশরীরের ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক কর্ম্মই পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট কারণের অধীন। উক্ত পঞ্চ কারণ যথা,-- দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির চেষ্টারূপ দ্বাদশবিধ চেষ্টা এবং দৈব। কর্ম্মমাত্রই উক্ত পঞ্চ কারণের অধীন। অতএব স্থূলশরীরকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মই সম্ভব হয় না। ভক্তি কিন্তু উহাকে ত্যাগ করিয়াও সম্ভব হয়। ভক্তি স্বয়ং প্রাকৃত বস্তু নহে, এবং প্রাকৃত পদার্থের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ভক্তিতে প্রাকৃত সকল শরীরেরই ক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। ভক্তি সুখস্বরূপ হইলেও প্রাকৃতসুখস্বরূপ না হওয়াতে তদুদয়ে আনন্দময়কোষ বা কারণশরীরেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তি ভিন্ন নিষ্কাম বা বাসনারহিত ভাব কল্পনাই করা যায় না। অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানেও কর্ম্মক্ষয়াদিতে বাসনা অপরিহার্য্য। একমাত্র ভক্তিকে ও ভক্তিলভ্য শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিতে

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮॥

ত্রিরিতি। ত্রিরুন্নতং ত্রীণি উন্নতানি উরোগ্রীবশিরাংসি যস্মিন্ তৎ শরীরং সমং স্থাপ্য ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি মনসা সহ হৃদি হৃদয়-বর্ত্তিনি ব্রহ্মণি সন্নিবেশ্য সংনিয়ম্য বিদ্বান্ ভক্তঃ ব্রহ্মোড়ুপেন ব্রহ্ম এব উড়ুপঃ তরণসাধনং তেন প্রণবরূপেন ভেলকেন সর্ব্বাণি ভয়াবহানি দুঃখজনকানি স্রোতাংসি সংসারসরিতঃ কামাদীনি বা প্রতরেত অতিক্রমেত॥ ৮॥

পারিলেই জীবের সবাসন-সংসার-ক্ষয়ে প্রকৃত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; অন্য কোন উপায়েই তাহা হয় না। অতএব বলিলেন, ব্রহ্মকে আশ্রয় কর—ব্রহ্মের সেবা কর। এইরূপ করিলে, তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল আর তোমাকে ভোগে আবদ্ধ করিবে না॥ ৭॥

উন্নত বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক বিশিষ্ট শরীরকে সমভাবে স্থাপন পূর্ব্বক মনের সহিত অপর ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া উপাসক ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে সমুদায় ভয়াবহ সংসার-স্রোত উত্তীর্ণ হইবেন। এই সংসার জীবের অনাদি অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, কাম্যকর্ম্ম দ্বারা প্রবর্ত্তিত। সংসারপতিত জীবের কর্ম্মজন্য কখন প্রেতদেহ কখন

তির্য্যগাদি দেহ কখন বা দেবদেহ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দেহে পুনঃ পুনঃ বিবিধ যাতনায় ভোগ হইয়া থাকে। ভোগের ক্ষয় করিতে হইলে, দেহের ক্ষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থূলদেহের পরে সূক্ষ্মদেহের পরিশেষে কারণ-দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিরতিতে স্থূলদেহের—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিরতিতে সূক্ষ্মদেহের এবং বাসনার অপগমে কারণদেহের ক্ষয় হয়। চিত্তশুদ্ধিতে উক্ত ত্রিবিধ দেহেরই ক্ষয়ের সম্ভাবনা। চিত্তশুদ্ধির উপায় বাসনার শুদ্ধি। বাসনা সকল শুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ বহির্মুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্মুখ হইলেই বাসনার শুদ্ধি হইয়া থাকে। নিরবলম্বন চিত্ত দ্বারা বাসনার বিশুদ্ধি সম্ভব হয় না ; কারণ, অবলম্বনশূন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কোন না কোন বাসনাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সাবলম্বন চিত্ত দ্বারাই বাসনার বিশুদ্ধি সম্ভব হইলেও, যে সে বস্তুর অবলম্বনে চিত্তের শুদ্ধতা সম্ভব হয় না। তন্নিমিত্ত অবলম্বনও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিশুদ্ধ অবলম্বন নাই। কিন্তু প্রাকৃত চিত্ত কখনই ঐ অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অপ্রাকৃত ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির বলে তদীয় অপ্রাকৃত নাম ও রূপাদি প্রাকৃতের ন্যায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়-দ্বারে আবির্ভূত হইয়া মানবের প্রাকৃত চিত্তের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। তদবলম্বনেও মানবের বর্ত্তমান অবস্থা

অনুকূল নহে। মানবের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মের নাম ও রূপাদির অবলম্বনে যোগ্যতা-প্রদান উপায়সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগই সেই উপায়। কর্ম্মে কৌশলই কর্ম্মযোগ। প্রাণায়াম দ্বারা উক্ত কৌশল আয়ত্ত হইয়া থাকে। প্রাণকে নানাপ্রকারে আয়ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রণবের উচ্চারণ এবং তদর্থ-চিন্তাই প্রাণকে আয়ত্ত করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়; কারণ, প্রণব উচ্চারণ ও তদর্থ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ আয়ত হয়। প্রাণ যে পরিমাণে হ্রস্ব হয়, সেই পরিমাণেই চিত্তের চাঞ্চল্য ও বিষয়বহির্মুখতা ঘটে। আর প্রাণ যে পরিমাণে দীর্ঘ—আয়ত হয়, সেই পরিমাণেই চিত্তের স্থিরতা এবং অন্তর্মুখতা ঘটে। এইরূপে চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া যখন ব্রহ্মসাম্মুখ্য লাভ করে, তখনই মানবের বাসনার বিশুদ্ধি ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয় হয়। অতএব তখন আর তাঁহার ভয়ানক সংসারে পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয় না। তদবস্থায় তিনি মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারে নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞানে ভগবৎকৃপায় আত্ম-সমর্পণ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার দ্বারা ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া তদীয় সেবায় নিরত থাকেন। তাঁহার আর কখনই সংসারবাসনার উত্থান হয় না। বাসনা যদি নিজের বস্তুকে প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইল, এবং সেই প্রাপ্ত বস্তু যদি অনন্ত হইল, তবে

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯॥

প্রাণানিতি। ইহ সংযুক্তচেষ্টঃ সংযুক্তা চেষ্টা যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ প্রাণান্ প্রপীড্য আয়ম্য সংযম্য ক্ষীণে শক্তিহান্যা তনুত্বং গতে প্রাণে মনসি নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত শ্বাসপ্রশ্বাসং কুর্য্যাৎ। বিদ্বান্ অপ্রমত্তঃ প্রণিহিতাত্মা সন্ দুষ্টাশ্বযুক্তং বাহং রথম্ ইব এনম্ এতৎ মনঃ ধারয়েৎ॥ ৯॥

আর বাসনার ব্যুত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? অন্যথা ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবি॥ ৮॥

এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ শারীরিক চেষ্টা সকলকে সংযত করা কর্ত্তব্য। কারণ, শরীর চেষ্টারহিত না হইলে, প্রাণকে আয়ত্ত করা যায় না। শরীরচেষ্টা ত্যাগ করিবার জন্য আসনের প্রয়োজন। আসন দ্বারা শরীরের স্থিরতা হয়। শরীরসংস্থানবিশেষের নাম আসন। ঐ আসন নানাবিধ হইতে পারে। যাহাতে মেরুদণ্ড সরল থাকে এবং যাহাতে কোন ক্লেশ না হয়, বরং যাহা সুখকরই হয়, এইরূপ আসনই কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। আসনবন্ধের পর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। শ্বাসবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উহাকে যে পরিমাণে স্তম্ভিত করিলে মন শক্তিহীন হয়, সেই পরিমাণে স্তম্ভিত

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

সম ইতি। সমে নিম্নোন্নতরহিতে শুচৌ শুদ্ধে শকরাবহ্নি-বালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোঽনুকুলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে মনঃ প্রযোজয়েৎ নিয়োজয়েদিতি বা ॥ ১০ ॥

করিয়া, পরে উহাকে গুরূপদিষ্ট উপায়ালম্বনে ধীরে ধীরে নাসাপথে পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। এইরূপ আকর্ষণ স্তম্ভন ও ত্যাগ অর্থাৎ পূরণ কুম্ভন ও রেচনরূপ ক্রিয়ার নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের অভ্যাসকালে চিত্তের স্থিরতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মন অস্থির হইলে, ইন্দ্রিয়বর্গ আয়ত্ত না হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট অশ্বের তুল্য এবং মন রশ্মির তুল্য। ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতই চঞ্চল। মন যদি স্বয়ং চঞ্চল হয় এবং উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা না করে, তবে উহারা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিবে। সুতরাং অপ্রমত্ত হইয়া মনকে স্থির করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তি মনকে কোন একটি ধারণাতে নিযুক্ত করিয়া উহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকেও প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্থির করিয়া লইবেন ॥ ৯ ॥

সমতল, গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডরহিত, অগ্নিশূন্য, বালুকাবর্জ্জিত, এরূপ শব্দ জল ও

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ১১ ॥

নীহারেতি। যোগে ক্রিয়মাণে নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্ এতানি প্রসিদ্ধানি রূপাণি ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি আবিষ্ক্রিয়মাণে নিমিত্তে পুরঃসরাণি অগ্রগামীনি ভবন্তি॥ ১১ ॥

কুটীরাদি সমন্বিত হয় যাহা মনের অনুকুল হয় অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক না হয়, এবং গুহা প্রভৃতি বায়ূচ্ছ্বাস-শূন্য, আশ্রয়বিশিষ্ট স্থানে আসন করিয়া চিত্তকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে। কারণ, এইপ্রকার স্থান ভিন্ন চিত্তের স্থিরতা ঘটে না॥ ১০ ॥

যোগাভ্যাসকালে কতকগুলি অভিব্যক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন নীহারের ন্যায় কখন ধূমের ন্যায় কখন সূর্য্যের ন্যায় কখন বায়ুর ন্যায় কখন অগ্নির ন্যায় কখন খদ্যোতের ন্যায় কখন বিদ্যুতের ন্যায় কখন স্ফটিকের ন্যায় কখন বা চন্দ্রের ন্যায় রূপ সকল সম্মুখস্থ আকাশে দৃষ্ট হয়। এই সকল রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তির পূর্ব্বেই দেখা গিয়া থাকে। এই সকল রূপ দেখিতে দেখিতেই শেষে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১১ ॥

পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥ ১২॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।

পৃথিবীতি। পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে সতি যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য যোগিনঃ ন রোগঃ ন জরা ন দুঃখং তিষ্ঠতি॥ ১২॥

লঘুত্বমিতি। যোগিনঃ লঘুত্বম্ আরোগ্যম্ অলোলুপত্বং বর্ণ-

পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ। যোগাভ্যাস করিতে করিতে ঐ সকল গুণ ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহাদের একটি প্রবৃত্ত হইলেই যোগীকে প্রবৃত্তযোগ বলা যায়। যে যোগীতে উক্ত পাঁচটি গুণই ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। যোগসিদ্ধ যোগীর দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়া নির্ম্মল হয়। নির্ম্মলশরীর যোগীর রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না॥ ১২॥

যে যোগীর দেহ লঘু, রোগরহিত, উজ্জ্বল ও সুগন্ধ

গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥
যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

প্রসাদঃ ঔজ্জ্বল্যং স্বরসৌষ্ঠবং স্বরমধুরতা শুভঃ গন্ধঃ অল্পং মূত্রপুরীষম্ ইতি প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

যথেতি। যথা মৃদয়া মৃদা মৃত্তিকয়া উপলিপ্তং মলিনীকৃতং বিম্বং সৌবর্ণং রাজতং বা সুধান্তং সুধৌতম্ অগ্ন্যাদিনা বিমলীকৃতং সৎ তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে তদ্বা তদ্বৎ আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ চ ভবতে ভবতি ॥ ১৪ ॥

হইয়াছে, যিনি লোভরহিত ও মধুরস্বর হইয়াছেন এবং যাঁহার মলমূত্র অল্প হইয়াছে, যোগিগণ তাঁহার যোগের ফল সকল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

জীব ধাতুর ন্যায় স্বভাবতঃ নির্ম্মল। মৃত্তিকাসংযোগে ধাতুর ন্যায় অবিদ্যাসংযোগে উঁহার মলিনতা ঘটে। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, আর ঐ অবিদ্যাজন্য মালিন্য থাকে না। তখন জীব অগ্নি দ্বারা বিমলীকৃত

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৫॥

যদেতি। যদা তু যুক্তঃ যোগী ইহ দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ তদা অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে॥ ১৫॥

ধাতুর ন্যায় নিজের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ ও শোকরহিত হয়েন॥ ১৪॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দীপস্বরূপ। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের দর্শন চিত্তশুদ্ধিকে অপেক্ষা করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানব আপনার ক্ষুদ্র স্বরূপ অবগত হয়েন। নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাত হইলে, আর অহঙ্কারাদির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তখন অগত্যা পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিতে হয়। উহা ভক্তিরই অঙ্গবিশেষ। এই ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তে শ্রীভগবানের কৃপা হয়। ঐ কৃপা কোথাও সাক্ষাৎ কোথাও বা ভক্তদ্বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে ঘটে না। কারণ, শ্রীভগবান কাহারও প্রকাশ্য নহেন, এবং ঐ সাক্ষাৎকার যে সে সাক্ষাৎকার

নহে। নির্ম্মল চিত্ত বিষয়াকার ধারণ করে না। চিত্ত বিষয়াকার ধারণ না করিলেই উহার আত্মাকারতা সিদ্ধ হয়। আত্মাকার চিত্তই ব্রহ্মদর্শনের বা ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মদর্শন জীবাত্মার সহিত একীভূত সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব করা। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার স্বপ্রকাশস্বরূপ শ্রীভগবানকে জন্মরহিত, নিত্য ও অপ্রাকৃত, প্রকৃত্যাদি কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট-জন্ম-কর্ম্মাদি-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করা। জীবের নিজের চেষ্টায় এরূপ অনুভব অসম্ভব। তবে শ্রীভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। অতএব জীব শ্রীভগবানের কৃপাতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে, জীবের আর কোন বন্ধনই থাকে না; বন্ধন সকল আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায়। জীবের বন্ধন ছেদনের ইহাই একমাত্র উপায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাবন্ধনের সমূলে ছেদন হয় না; কারণ, কোন না কোন বাসনা থাকিয়া যায়। যাহা আছে, তাহার একান্ত উচ্ছেদ নাই। বাসনার সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যাইতে পারে। বাসনারও একান্ত নাশ নাই। তবে ঐ বাসনার বিশুদ্ধিকেই উহার নাশ বলা হয়। উক্ত বাসনাকে শ্রীভগবানে সমর্পণ ভিন্ন উহার বিশুদ্ধি সম্ভবে না। সুতরাং ভক্তি ভিন্ন মুক্তি বা বন্ধনের নিবৃত্তিও ঘটে না॥ ১৫॥

এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

এষ ইতি। এষঃ হ এব দেবঃ প্রদিশঃ প্রাচ্যাদ্যাঃ দিশঃ অনু সর্ব্বাঃ ঈশানাদ্যাঃ উপদিশঃ চ। সঃ হ পূর্ব্বঃ প্রথমঃ জাতঃ হিরণ্যগর্ভাত্মনা সংবভূব। সঃ উ গর্ভে অন্তঃ বর্ত্তমানঃ। সঃ এব জাতঃ সঃ জনিষ্যমাণঃ অপি। সঃ এব সর্ব্বতোমুখঃ সন্ সর্ব্বান্ চ জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

য ইতি। যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সু যঃ বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ যঃ ওষধীষু যঃ বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২ ॥

সেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বময়। তিনিই দিক্ দেশ ও কাল। তিনিই বিরাট্ পুরুষ। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে আপনা হইতে আবির্ভূত হয়েন। তিনিই বিরাটের গর্ভমধ্যে বাস করেন। তিনিই জীবাত্মরূপে ও পরমাত্মরূপে এই বিশ্ব মধ্যে জন্মিয়াছেন এবং পরেও জন্মিবেন। তিনিই সর্ব্বতোমুখ হইয়া সকলের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমস্ত জগতে,

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

য ইতি। যঃ একঃ জালবান্ জালং মায়া অস্য অস্তি ইতি মায়াবী ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিঃ ঈশতে ঈষ্টে নিয়ময়তি, সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে, যঃ বিশ্বস্য উদ্ভবে সৃষ্টৌ সম্ভবে স্থিতৌ চ একঃ এব হেতুঃ, এতৎ যে বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ১ ॥

যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের সরলানুবাদ ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর অদ্বিতীয় মায়াবী। তিনি নিজের শক্তি-সমূহ দ্বারাই এই লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। তিনি ঐ শক্তি সকল দ্বারাই এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান হয়েন। কি সৃষ্টি, কি পালন, তিনি সকলেরই হেতু। তিনি ভিন্ন আর অন্য হেতু নাই। ইহা যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহাদিগকে আর জন্মমরণাদিসঙ্কুল সংসারে গতায়াত করিতে হয় না; তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১ ॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ২॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

এক ইতি। হি যস্মাৎ একঃ রুদ্রঃ, যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে, অতঃ ব্রহ্মবিদঃ সম্বন্ধে ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ, সঃ জনান্ প্রত্যঙ্ প্রতিপুরুষং তিষ্ঠতি, বিশ্বাঃ বিশ্বানি ভুবনানি সংসৃজ্য তেষাং গোপাঃ গোপ্তা ভবতি, অন্তকালে প্রলয়কালে সঙ্কুকোপ কোপং ক্রোধং করোতি চ॥ ২॥

বিশ্বত ইতি। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ চক্ষূংষি অস্য ইতি, উত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতঃ মুখম্ অস্য ইতি, বিশ্বতঃ বাহুঃ অস্য

পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। রুদ্র তাঁহারই মূর্ত্তিবিশেষ। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই নিজশক্তি সকল দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারকে নিয়মিত করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সকল তাঁহার দ্বিতীয় স্বীকার করেন না। তিনি সর্ব্বজনের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সমুদয় ভুবন সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে রুদ্রমূর্ত্তিতে উহাদের সংহারকার্য্য সাধন করিতেছেন॥ ২॥

সর্ব্বতঃ যাঁহার চক্ষু, সর্ব্বতঃ যাঁহার মুখ, সর্ব্বতঃ যাঁহার

সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩ ॥
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

ইতি, উত বিশ্বতস্পাৎ বিশ্বতঃ পাদাঃ অস্য ইতি, একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী দ্যৌঃ চ ভূমিঃ চ ইতি জনয়ন্ মনুষ্যাদীন্ বাহুভ্যাং পক্ষ্যাদীন্ চ পতত্রৈঃ পক্ষৈঃ সংধমতি সংযোজয়তি ॥ ৩ ॥

য ইতি। যঃ দেবানাং প্রভবঃ জন্মহেতুঃ, উদ্ভবঃ শক্তিহেতুঃ চ, যঃ মহর্ষিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ রুদ্রঃ রুদ্ররূপধারী সংহারকঃ বিশ্বাধিপঃ পালয়িতা চ, যঃ পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস, সঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

বাহু, সর্ব্বতঃ যাঁহার পাদ, সেই অদ্বিতীয় দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাদিকে বাহু দ্বারা এবং পক্ষী প্রভৃতিকে পক্ষ প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত করেন ॥ ৩ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত দেবতার উৎপত্তি, যিনি ঐ সকল দেবতাতে যে কিছু শক্তি আছে তাহারও হেতু, যিনি সর্ব্বজ্ঞ রুদ্র, অর্থাৎ রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও জনয়িতা, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভদায়িনী বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥
যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৬॥

যেতি। হে রুদ্র রুদ্ররূপধারিন্, হে গিরিশন্ত গিরৌ স্থিত্বা শং সুখং তনোতি ইতি, যা তে শিবা মঙ্গলময়ী শুদ্ধসত্ত্বরূপা সচ্চিদানন্দঘনা, অঘোরা ন ঘোরা শশিবিম্বম্ ইব আহ্লাদিনী, অপাপকাশিনী পুণ্যাভিব্যক্তিকরী স্মৃতিমাত্রাঘনাশিনী তনুঃ, তয়া শন্তময়া সুখতময়া পূর্ণানন্দরূপয়া তনুবা তন্বা নঃ অস্মান্ অভিচাকশীহি অভিপশ্য ॥ ৫ ॥

যামিতি। হে গিরিশন্ত হে গিরিত্র গিরিং ত্রায়ত ইতি, যাম্ ইষুম্ অস্ত্রং ত্বম্ অস্তবে লয়কালে জনে ক্ষেপ্তুং হস্তে বিভর্ষি ধারয়সি তাং শিবাং কুরু, তয়া পুরুষং জগৎ চ মা হিংসীঃ ॥ ৬ ॥

হে রুদ্ররূপধারিন্ পরমেশ্বর, তুমি গিরিতে থাকিয়া জীবের সুখ বিস্তার করিয়া থাক। ঐ স্থানে তোমার সচ্চিদানন্দময়ী চন্দ্রবিম্বের ন্যায় আহ্লাদকরী পাপনাশিনী মূর্ত্তি শ্রবণ করা যায়। তুমি তোমার ঐ সুখতমা মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ৫ ॥

তুমি গিরিতে থাকিয়া জীবের সুখ বিস্তার করিয়া থাক এবং তুমি গিরিকে অর্থাৎ গিরিকন্দরবাসী সাধুগণকে রক্ষা করিয়া থাক। তোমার হস্তে একটি লোকক্ষয়করী অস্ত্র রহিয়াছে। ঐ অস্ত্র যদিও লোকক্ষয়ের নিমিত্তই

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি ॥ ৭ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

তত ইতি। ততঃ পুরুষযুক্তাৎ জগতঃ পরং, ব্রহ্মপরং ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাৎ পরং, বৃহন্তং মহান্তং, যথানিকায়ং যথাশরীরং শরীরং প্রতি বর্ত্তমানং, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং, বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা ধীরাঃ অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ৭ ॥

বেদেতি। অহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ

ধারণ করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রার্থনা করি, তুমি তদ্দ্বারা জগতের ও জগজ্জনের বিনাশ না করিয়া তাহাদিগের অমঙ্গলের বিনাশ দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল কর ॥ ৬ ॥

পুরুষসমন্বিত জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, প্রতিশরীরে স্বরূপতঃ পরমাত্মরূপে এবং অংশতঃ জীবাত্মার রূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, একমাত্র বিশ্বব্যাপক সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব অমর হয়েন ॥ ৭ ॥

এই পুরুষ অবিদ্যাতিমিরের পরপারস্থ ব্রহ্মধামে

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

অজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ বেদ জানে। তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি মৃত্যুম্ অত্যেতি। অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

যস্মাদিতি। যস্মাৎ পুরুষাৎ পরং শ্রেষ্ঠম্ অপরম্ অনুৎকৃষ্টং অন্যৎ বা কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অণীয়ঃ অণুতরং ন জ্যায়ঃ মহত্তরং চ ন কিঞ্চিৎ অস্তি। যঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ নিশ্চলঃ সন্ দিবি দ্যোতনাত্মকে স্বে মহিমাপুরে তিষ্ঠতি, তেন পুরুষেণ ইদং সর্ব্বং পূর্ণম্ ॥ ৯ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ইহা আমি জানি। এই পুরুষেরই স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন। ইহাঁকে জানা ভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির অপর দ্বিতীয় পথ নাই ॥ ৮ ॥

সেই পুরুষ সর্ব্বোত্তম, তাঁহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। তিনি অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমারূপ পুরে অর্থাৎ স্বশক্তিবৈভবরূপ নিজ ধামে অবস্থান করিতেছেন, অথচ

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভব-
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০ ॥
সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

তত ইতি। ততঃ জগতঃ যৎ উত্তরতরং কারণাতীতং তৎ অরূপম্ প্রাকৃতরূপরহিতম্ অনাময়ং দুঃখবর্জ্জিতং চ। যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি, অথ কিন্তু ইতরে দুঃখম্ এব অপিযন্তি আপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

সর্ব্বেতি। সঃ ভগবান্ সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বতঃ আননানি শিরাংসি গ্রীবাঃ চ যস্য ইতি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ হৃদয়কন্দরে বা শেতে ইতি সর্ব্বব্যাপী চ। তস্মাৎ শিবঃ সর্ব্বগতঃ ॥ ১১ ॥

তাঁহারই শক্তিপ্রকাশরূপ বিস্তৃত শাখাপ্রশাখায় এই সংসার পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

সেই পুরুষ এই জগৎকার্য্যের কারণ হইয়াও কারণা-তীত। তিনি রূপবান্ হইয়াও প্রাকৃতরূপরহিত। তিনি আধ্যাত্মিকাদিতাপরহিত, অতএব দুঃখশোকাদিসম্বন্ধ-বর্জ্জিত। যাঁহারা এই পুরুষকে জানেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন। আর যাহারা তাঁহাকে জানে না বা জানিবার চেষ্টাও করে না, তাহারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হয় ॥ ১০ ॥

সেই ভগবানের সকলই বা সকল দিকেই মুখ, মস্তক

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ ১২॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৩॥

মহানিতি। পুরুষঃ বৈ নিশ্চিতং মহান্ প্রভুঃ স্বামী। এষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ। এষঃ সুনির্ম্মলাম্ ইমাং প্রাপ্তিম্ ঈশানঃ নিয়ন্তা। জ্যোতিঃ জ্যোতীরূপঃ অব্যয়ঃ চ॥ ১২॥

অঙ্গুষ্ঠেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অভিব্যক্তিস্থানহৃদয়সুষিরাপেক্ষয়া এষঃ পুরুষঃ পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাৎ বা অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। সঃ মন্বীশঃ জ্ঞানেশঃ হৃদা মনসা অভিক্লৃপ্তঃ প্রকাশিতঃ ভবতি যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি॥ ১৩॥

ও গ্রীবা। তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহায় বাস করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সেই শিবদাতা ভগবান্ সর্ব্বগামী॥ ১১॥

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্ত পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই॥ ১২॥

পুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশ। ঐ স্থান

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪ ॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫ ॥

সহস্রেতি। সঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ বিরাড়াত্মনাবস্থিতঃ পুরুষঃ ভূমিং ভুবনং বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ বৃত্বা ব্যাপ্য দশাঙ্গুলং নাভেঃ উপরি দশাঙ্গুলপ্রমাণং হৃদয়প্রদেশম্ অত্যাতিষ্ঠৎ অধিতিষ্ঠতি অতীত্য তিষ্ঠতীতি বা ॥ ১৪ ॥

পুরুষ ইতি। পুরুষঃ এব ইদং সর্ব্বং, যৎ ভূতং যৎ চ ভব্যম্।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া পুরুষকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়। তিনি আমাদিগের জ্ঞানের—বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বর। অন্তঃকরণমধ্যে মনন দ্বারাই তাঁহার প্রকাশ হয়। যাঁহারা এই বিষয় জানেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

সেই পুরুষ বিশ্বরূপ। তাহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পাদ। তিনি তাঁহার তাদৃশী বিরাটমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত ভুবনকে অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া আছেন, অথচ তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশে দশাঙ্গুল পরিমাণেও প্রকাশ পাইতেছেন। ফলতঃ তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান অনন্ত ও অপার। তবে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ ভিন্ন জীব তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার ক্ষুদ্রভাব বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

যাহা কিছু ভূত এবং ভব্য, এই সকল পুরুষই। তিনিই

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৭ ॥

সঃ উত চ অমৃতত্বস্য ঈশানঃ । যৎ অন্নেন অতিরোহতি বৃদ্ধিং ভজতে বর্ত্ততে ইতি বা পুরুষঃ তৎ চ তস্য চ ঈশানঃ ইতি বা ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বত ইতি। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং পাণয়ঃ পাদাঃ চ অস্য ইতি, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ অস্য ইতি, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রুতিঃ শ্রবণম্ অস্য ইতি, লোকে সংসারে সর্ব্বম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ বৃত্তয়ঃ আভাসয়তি ইতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ আভাসতে ইতি বা, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং, সর্ব্বস্য প্রভুম্, ঈশানং, সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ চ। সুহৃৎ ইত্যত্র বৃহৎ ইতি পাঠান্তরম্। তত্র বৃহৎ মহৎ শরণম্ ইতি অর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অমৃতত্বের নিয়ন্তা; যাঁহা অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তিনি তাহারও নিয়ন্তা বা তাহাও তিনি ॥ ১৫ ॥

তাঁহার সর্ব্বত্র পাণিপাদ, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ শির ও মুখ, সর্ব্বত্র শ্রবণ, এবং তিনি সংসারে সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত, অতএব উঁহার প্রত্যেক অবয়বে সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ॥
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮ ॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

নবেতি। স্থাবরস্য চরস্য চ সর্ব্বস্য লোকস্য বশী নিয়ামকঃ, হংসঃ অবিদ্যাং হন্তি ইতি, নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখং চ ইতি সপ্ত শিরোবর্ত্তীনি পায়ূপস্থরূপে দ্বে অবাচী ইতি এবং নব দ্বারাণি যস্মিন্ তস্মিন্ পুরে দেহে দেহী জীবরূপেণ স্থিতঃ পরমাত্মা বহিঃ লেলায়তে বহির্বিষয়গ্রহণায় চলতি। ১৮ ॥

অপাণীতি। ভগবান্ অপাণিপাদঃ প্রাকৃতপাণিপাদরহিতঃ অপি জবনঃ বেগবান্ দূরগামী গ্রহীতা সর্ব্বগ্রাহী চ। সঃ অচক্ষুঃ

তাঁহার প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা; তিনি সকলের সুহৃৎ ও আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

চরাচর সকল লোকের নিয়ন্তা অবিদ্যানিবারক শ্রীভগবানই স্বরূপতঃ পরমাত্মার রূপে এবং নিজ ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা জীবরূপে নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ এই সপ্ত শিরোবর্ত্তী এবং পায়ু ও উপস্থ এই দুইটি অধোবর্ত্তী ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরে অবস্থান পূর্ব্বক বহির্বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা বাহিরে গমন করেন, অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন ॥১৮॥

সেই ভগবান্ প্রাকৃতপাণিপাদরহিত হইয়াও গমন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃতনেত্রবর্জ্জিত

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯ ॥
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০ ॥

প্রাকৃতনেত্ররহিতঃ অপি পশ্যতি; অকর্ণঃ প্রাকৃতকর্ণরহিত অপি শৃণোতি। সঃ বেদ্যং জ্ঞেয়ং বেত্তি জানাতি, ন চ তস্য বেত্তা জ্ঞাতা অস্তি সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ। তম্ অগ্র্যং প্রথমং মহান্তং পুরুষম্ আহুঃ ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১৯ ॥

অণোরিতি। অণোঃ সূক্ষ্মাৎ অপি অণীয়ান্ অণুতরঃ, মহতঃ মহত্ত্বপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ আত্মা অস্য জন্তোঃ জীবস্য গুহায়াং নিহিতঃ। ধাতুঃ শরীরধারকাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশ্বরস্য বা প্রসাদাৎ বিষয়দোষবলাপনয়নাৎ কৃপাতঃ বা বীতশোকঃ দুঃখশোকাদিরহিতঃ সন্ অক্রতুম্ অকামং তম্ ঈশং তস্য মহিমানং চ পশ্যতি। ততঃ বীতশোকঃ ভবতি চ ইতি বা ॥ ২০ ॥

হইয়াও দর্শন করেন, এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞেয়মাত্রই জানেন, কিন্তু সকলের সাক্ষী বলিয়া তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর পরমাত্মা এই জীবের হৃদয়কন্দরে অবস্থিত। শরীরধারক

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥ ২১॥
ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

বেদেতি। অহম্ এতম্ অজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং বিভুত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ সর্ব্বগতং বেদ জানামি। ব্রহ্মবাদিনঃ বিভুত্বাৎ যস্য জন্মনিরোধম্ উৎপত্ত্যভাবং প্রবদন্তি, যং চ তে নিত্যম্ অভিবদন্তি॥ ২১॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥

ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়দোষ ও বলের ক্ষয় হইলে, অথবা পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই জীব দুঃখশোকাদিরহিত হইয়া পূর্ণকাম সেই পরমেশ্বরকে ও তদীয় মহিমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তদনন্তর শোকরহিত হয়েন, ইহাও বলা যাইতে পারে॥ ২০॥

আমি এই অজর পুরাণ সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে বিভুত্বহেতু সর্ব্বগত বলিয়াই জানি। ব্রহ্মবাদিগণ, যাঁহার উৎপত্তি নাই, এইরূপ বলেন, এবং যাঁহাকে তন্নিমিত্ত নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন॥ ২১॥

তৃতীয়াধ্যায়ের সরলানুবাদ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

য ইতি। যঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ স্বশক্তিমাত্রসহায়ঃ অবর্ণঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণাদিবর্ণভিন্নঃ প্রাকৃতরূপরহিতঃ বা নিহিতার্থঃ চেতসি ধৃত-প্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষঃ বা বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ শুক্লাদীন্ বা দধাতি উৎপাদয়তি। বিশ্বম্ আদৌ এতি জায়তে যতঃ সঃ, অন্তে চ যস্মিন্ বি এতি গচ্ছতি নশ্যতি, সঃ দেবঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু সংযোজয়তু॥ ১॥

পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। এ সংসারে আর যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে সকলই তাঁহার শক্তি-প্রকাশ। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, তিনি স্বশক্তিমাত্রসহায়ে আদিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিরহিত বা শুক্লাদিবর্ণরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তি দ্বারা অর্থাৎ জৈব-বিবিধ-বাসনানুসারে ব্রাহ্মণাদি বা শুক্লাদি বহুবিধ বর্ণ সকল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে সেই পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত এবং

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং
জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩ ॥

তদিতি। তৎ এব অগ্নিঃ, তৎ আদিত্যঃ, তৎ বায়ুঃ, তৎ উ চন্দ্রমাঃ, তৎ এব শুক্রম্, অন্যৎ এব দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তৎ ব্রহ্ম, তৎ আপঃ, তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥

ত্বমিতি। ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমান্ অসি, ত্বং কুমারঃ, উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণঃ জরাগ্রস্তঃ সন্ দণ্ডেন বঞ্চয়সি, ত্বং বিশ্বতো-মুখঃ জাতঃ ভবসি। বঞ্চয়সি ইত্যত্র বর্ক্ষসি ইতি পাঠে তু গচ্ছসি ইতি অর্থঃ ॥ ৩ ॥

অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ চিদানন্দময় পুরুষ। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১ ॥

তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই অন্য দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্ম, তিনি জল, তিনিই প্রজাপতি ॥ ২ ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, এবং তুমিই কুমারী। তুমিই জরাগ্রস্তরূপে দণ্ড দ্বারা বঞ্চনা কর, এবং তুমিই বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাক ॥ ৩ ॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ৪॥
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেকাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ৫॥

নীল ইতি। ত্বম্ এব নীলঃ পতঙ্গঃ ভ্রমরঃ, লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ শুকাদিঃ, তড়িদ্‌গর্ভঃ মেঘঃ, ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ চ। অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন ব্যাপকত্বেন বর্ত্তসে, যতঃ ত্বত্তঃ বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি জাতানি॥ ৪॥

অজামিতি। লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং ত্রিগুণময়ীং বা বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্ উৎপাদয়ন্তীং সরূপাং সমানাকারাম্ একাম্ অজাং প্রকৃতিম্ একঃ হি অজঃ বিজ্ঞানাত্মা জুষমাণঃ সেবমানঃ অনুশেতে ভজতে; অন্যঃ অজঃ প্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধ-

---

তুমিই নীল পতঙ্গ ভ্রমরাদি, তুমিই লোহিতচক্ষু হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমিই তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতু সকল ও সাগরসমূহ। অনাদিমান্ তুমিই ব্যাপকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, যাঁহা হইতে সকল ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪॥

ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানাকারা এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ সেবা করিয়া ভজন করেন;

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

কারঃ ভুক্তভোগাম্ এনাং প্রকৃতিং জহাতি ত্যজতি। সরূপামিত্যত্র সরূপা ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৫ ॥

দ্বেতি। দ্বা দ্বৌ সযুজা সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ সমানম্ একং বৃক্ষং শরীররূপং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ সমাশ্রিতবন্তৌ। তয়োঃ অন্যঃ জীবঃ স্বাদু মিষ্টং পিপ্পলং কর্ম্মফলম্ অত্তি উপভুঙ্‌ক্তে। অন্যঃ পরমেশ্বরঃ অনশ্নন্ অভুঞ্জানঃ অভিচাকশীতি পশ্যন্ আস্তে ॥ ৬ ॥

সমান ইতি। পুরুষঃ ভোক্তা জীবঃ সমানে বৃক্ষে নিমগ্নঃ নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবম্ আপন্নঃ অনীশয়া অসমর্থতয়া মুহ্যমানঃ

অন্য অজ পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

দুইটি সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে এক জীব মিষ্ট কর্ম্মফল উপভোগ করে; অন্য পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন ॥ ৬ ॥

ভোক্তা জীব একই বৃক্ষে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥
ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ॥

শোচতি। যদা অন্যং জুষ্টং জনৈঃ সেবিতম্ ঈশম্ অস্য ইতি ইমং মহিমানং পশ্যতি চ, তদা বীতশোকঃ শোকরহিতঃ ভবতি। ইতীত্যত্রেতীতি পাঠান্তরম্ ॥ ৭ ॥

ঋচ ইতি। ঋচঃ ঋক্সম্বন্ধিনঃ ঋক্প্রতিপাদ্যে বা অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্নি আকাশকল্পে যস্মিন্ পরমেশ্বরে বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ অধিনিষেদুঃ আশ্রিতাঃ তিষ্ঠন্তি তং পরমেশ্বরং যঃ ন বেদ, সঃ ঋচা কিং করিষ্যতি? যে তৎ বিদুঃ তে ইমে ইৎ এব সমাসতে কৃতার্থাঃ তিষ্ঠন্তি ॥ ৮ ॥

অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন অন্য ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক সেবিত পরমেশ্বরকে ও তাঁহার এই মহিমাকে দর্শন করেন, তখনই শোকরহিত হয়েন ॥ ৭ ॥

ঋক্প্রতিপাদ্য পরম আকাশকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে যিনি না জানেন, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ৯॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

ছন্দাংসীতি। ছন্দাংসি বেদাঃ যজ্ঞাঃ জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ হবিঃসাধ্যাঃ ক্রতবঃ অশ্বমেধাদয়ঃ সোমরসসাধ্যাঃ ব্রতানি চান্দ্রায়ণাদীনি ভূতং ভব্যং চ যৎ বেদাঃ বদন্তি, এতৎ বিশ্বং সর্ব্বং যস্মাৎ মায়ী মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরঃ সৃজতে সৃজতি, তস্মিন্ প্রপঞ্চে অন্যঃ জীবঃ বসন্ মায়য়া এব সন্নিরুদ্ধঃ সম্বদ্ধঃ সন্ সংসারসমুদ্রে ভ্রমতি॥ ৯॥

মায়ামিতি। মায়াং তু এব প্রকৃতিং মায়িনঃ তু এব মহেশ্বরং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ। তস্য মহেশ্বরস্য অবয়বভূতৈঃ অঙ্গভূতৈঃ তু ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্॥ ১০॥

বেদ যজ্ঞ ক্রতু ব্রত এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদ বলেন, এই সকল যে প্রপঞ্চ হইতে মায়ী পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই প্রপঞ্চে অন্য জীব বাস করিয়া মায়া দ্বারাই সম্বদ্ধ হইয়া সংসারসমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন॥ ৯॥

মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধিষ্ঠাতাকেই মহেশ্বর জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত॥১০॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১ ॥
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২ ॥

য ইতি। যঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি, যস্মিন্ ইদং সর্ব্বং সমেতি সঙ্গচ্ছতে, ব্যেতি বিবিধম্ এতি চ, তম্ ঈশানং নিয়ন্তারং বরদং মোক্ষপ্রদম্ ঈড্যং বেদাদিস্তুত্যং দেবং নিচায্য সাক্ষাৎকৃত্য ইমাং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি ॥১১॥

য ইতি। যঃ দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ, যঃ চ বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ মহর্ষিঃ, তং হিরণ্যগর্ভং হিরণ্যগর্ভরূপেণ জায়মানং পশ্যত। সঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু ॥ ১২ ॥

যে এক পরমেশ্বর কারণে কারণে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহাতে এই সকল সঙ্গত হইতেছে ও বিভিন্ন হইতেছে, সেই নিয়ন্তা মোক্ষদাতা স্তবনীয় দেবকে সাক্ষাৎকার করিয়া এই নিত্য শান্তি লাভ করেন ॥ ১১ ॥

যিনি দেবতাদিগের উৎপত্তির ও শক্তির হেতু, যিনি বিশ্বাধিপ রুদ্র মহর্ষি, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভরূপে জায়মান দর্শন কর। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ॥১২॥

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥

য ইতি। যঃ দেবানাম্ অধিপঃ যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ, যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ চ ঈশে ঈষ্টে, কস্মৈ দেবায় হবিষা চরু-পুরোডাশাদিদ্রব্যেণ বিধেম পরিচরেম ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মেতি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মক-দুর্গস্য মধ্যে অন্তঃ সাক্ষিরূপেণাবস্থিতং বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা অত্যন্তং শান্তিম্ এতি ॥ ১৪ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ মনুষ্যাদির ও চতুষ্পদ পশ্বাদির নিয়ন্তা, সেই কোন দেবতাকে হবি দ্বারা পরি-চর্য্যা করিব ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, মায়াগহনের মধ্যে অবস্থিত, বিশ্বের স্রষ্টা, অনেকরূপ, বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা, মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে জানিয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৬ ॥

স ইতি। সঃ এব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা রক্ষিতা বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি ॥ ১৫ ।

ঘৃতাদিতি। ঘৃতাৎ পরং ঘৃতোপরি বিদ্যমানং মণ্ডম্ সারম্ ইব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

তিনিই কালে এই ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বাধিপতি ও সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন, যাঁহাতে ব্রহ্মর্ষি সকল ও দেবতা সকল যুক্ত হয়েন, তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া মৃত্যুপাশ ছেদন করেন ॥ ১৫ ॥

ঘৃতোপরি বিদ্যমান মণ্ড অর্থাৎ সারের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত মঙ্গলময় বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা দেবকে জানিয়া সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮ ॥

এষ ইতি। এষঃ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে হৃদা হৃদয়স্থিতেন মনীষা মনঃ ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতি মনীট্ বিবেক-বুদ্ধিঃ তয়া মনসা তত্ত্বজ্ঞানেন চ অভিকৢপ্তঃ প্রকাশিতঃ ভবতি। যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

যদেতি। যদা যস্যাম্ অবস্থায়াম্ অতমঃ জ্ঞানং ভবতি, তৎ তদা ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সন্ সৎ ন চ অসন্ অসৎ, কেবলঃ শিবঃ এব। তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং বরণীয়ং তেজঃ, তস্মাৎ চ পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা ॥ ১৮ ॥

এই দেব বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনসমূহের হৃদয়ে হৃদয়স্থিত বিবেকবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইঁহা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৭ ॥

যে সময়ে জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দিবাও থাকে না, রাত্রিও থাকে না, সৎও থাকে না, অসৎও থাকে না, কেবল মঙ্গলময়ই থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০॥
অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ২১॥

নেতি। এনম্ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে ন কশ্চিৎ অপি পরিজগ্রভৎ পরিগ্রহীতুং শক্নুয়াৎ। তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ॥ ১৯॥

নেতি। অস্য রূপং সন্দৃশে চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেশে ন তিষ্ঠতি। কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে হৃদিস্থম্ এনং হৃদা মনসা এবং বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি॥ ২০॥

অজাত ইতি। ত্বম্ অজাতঃ ইতি এবং সংসারাৎ ভীরুঃ ভীতঃ

সবিতার বরণীয় তেজ, তাঁহা হইতেই সনাতন জ্ঞান প্রসৃত হয়॥ ১৮॥

ইহাঁকে ঊর্দ্ধে অধোদিকে বা মধ্যে কেহই পরিগ্রহ করিতে পারে না। তাঁহার উপমা নাই, যাঁহার নাম মহৎ যশ॥১৯॥

ইহাঁর রূপ চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করে না। কেহ ইহাঁকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করে না। যাঁহারা হৃদিস্থ এই পরমেশ্বরকে শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা—মন দ্বারা এইরূপ জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন॥ ২০॥

তুমি জন্মাদিরহিত এইরূপ জ্ঞানে সংসারভীত কোন

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নোঽশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভাবিতোবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে॥ ২২॥

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সন্ কশ্চিৎ ত্বাং শরণং প্রতিপদ্যতে। হে রুদ্র, যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং নিত্যং পাহি॥ ২১॥

মেতি। হে রুদ্র, নঃ অস্মাকং তোকে পুত্রে তনয়ে পৌত্রে মা রীরিষঃ রোষং বিনাশং মা অকার্ষীঃ। মা নঃ আয়ুষি, মা নঃ গোষু মা নঃ অশ্বেষু চ রীরিষঃ। নঃ অস্মাকং বীরান্ ভাবিতঃ ক্রোধিতঃ সন্ মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ হবিষা যুক্তাঃ বয়ং ত্বা ত্বাং সদসি হবামহে আহ্বয়ামঃ। "সদসি ত্বা" ইত্যত্র "সদমিত্বা" ইতি বা পাঠঃ। তত্র সদম্ সদা ইৎ এব ত্বা ত্বাম্ ইত্যর্থঃ॥ ২২॥

ইতি চতুর্থাঽধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৪॥

ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ তদ্দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর॥ ২১॥

হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্রে ও পৌত্রে বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদিগের জীবনে আমাদিগের গো সকলে বা অশ্ব সকলেও বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদিগের বিক্রমশালী ভৃত্যসমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। আমরা হবনীয় দ্রব্য লইয়া তোমাকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিতেছি॥ ২২॥

চতুর্থাধ্যায়ের সরলানুবাদ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ ১॥
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥ ২॥

দ্বে ইতি। যত্র অক্ষরে অনন্তে ব্রহ্মপরে ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাৎ পরে পরব্রহ্মণি বা তু দ্বে বিদ্যাবিদ্যে গূঢ়ে অনভিব্যক্তে নিহিতে স্থাপিতে। ক্ষরং তু অবিদ্যা, অমৃতং তু হি বিদ্যা। যঃ তু বিদ্যা-বিদ্যে ঈশতে নিয়ময়তি সঃ তাভ্যাম্ অন্যঃ॥ ১॥

য ইতি। যঃ একঃ যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি, বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি সর্ব্বাঃ যোনীঃ প্রভবস্থানানি চ অধিতিষ্ঠতি; যঃ

অক্ষর অনন্ত পরব্রহ্মে দুই বিদ্যা ও অবিদ্যা গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। তন্মধ্যে ক্ষর যাহা, তাহাই অবিদ্যা এবং অমৃত যাহা, তাহাই বিদ্যা। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, তিনি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন॥ ১॥

যে এক পরব্রহ্ম দেহে দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন,

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥
সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

অগ্রে প্রসূতং তং কপিলম্ ঋষিং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ অপশ্যৎ ॥ ২ ॥

একেতি। এষঃ দেবঃ অস্মিন্ ক্ষেত্রে একৈকং জালং বহুধা নানাপ্রকারং বিকুর্ব্বন্ সংহরতি। মহাত্মা ঈশঃ তথা ভূয়ঃ পতয়ঃ পতীন্ সৃষ্ট্বা সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা ইতি। যৎ উ যদ্বৎ যথা অনড্বান্ আদিত্যঃ ঊর্দ্ধম্ অধঃ

এবং সকল রূপে ও সকল উৎপত্তিস্থানেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যিনি অগ্রে প্রসূত সেই কপিল ঋষিকে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন ও উৎপন্ন হইতে দেখেন ॥ ২ ॥

এই দেব এই ক্ষেত্রে এক একটি জাল নানাপ্রকারে বিস্তার করিয়া সংহার করিয়া থাকেন। মহাত্মা ঈশ্বর তদ্রূপ পুনর্ব্বার প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া সকলের আধিপত্য করেন ॥ ৩ ॥

যেমন আদিত্য ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিক্‌কেই

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥ ৫॥
তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ ৬॥

তির্য্যক্ চ সর্ব্বাঃ দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে এবং বরেণ্যঃ সঃ দেবঃ ভগবান্ একঃ এব যোনিস্বভাবান্ অধিতিষ্ঠতি॥ ৪॥

যদিতি। যৎ যঃ চ বিশ্বযোনিঃ স্বভাবং পচতি নিষ্পাদয়তি, যঃ চ পাচ্যান্ সর্ব্বান্ পরিণাময়েৎ, যঃ চ একঃ এতৎ বিশ্বম্ অধিতিষ্ঠতি, যঃ চ সর্ব্বান্ গুণান্ বিনিযোজয়েৎ॥ ৫॥

তদিতি। তৎ যৎ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তৎ ব্রহ্মযোনিং

প্রকাশ করিয়া দীপ্তি পান, তদ্রূপ বরেণ্য সেই দেব ভগবান্ একাকী কারণস্বভাব যে পৃথিব্যাদি তাহাদিগকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ৪॥

যে বিশ্বযোনি পরব্রহ্ম বস্তু সকলের স্বভাবকে পাক করেন, যিনি পাকযোগ্য সকল বস্তুকে পরিণামিত করেন, যে এক পরব্রহ্ম বিশ্বকে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, যিনি সকল গুণকে বিনিয়োগ করেন॥ ৫॥

যাহা বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে গূঢ় আছে, সেই ব্রহ্ম

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।

ব্রহ্মা বেদতে বেত্তি। পূর্ব্বং যে দেবাঃ ঋষয়ঃ চ তৎ বিদুঃ তে তন্ময়াঃ সন্তঃ অমৃতাঃ বৈ বভূবুঃ ।৬॥

গুণেতি। যঃ গুণান্বয়ঃ গুণৈঃ কর্ম্মজ্ঞানকৃতবাসনাময়ৈঃ অন্বয়ঃ যস্য সঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা ফলানাং ফলবতাং কর্ম্মণাং কর্ত্তা সঃ এব চ কৃতস্য তস্য কর্ম্মণঃ ফলস্য উপভোক্তা। সঃ বিশ্বরূপঃ ত্রিগুণঃ ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ স্বকর্ম্মভিঃ সঞ্চরতি ॥ ৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতঃ যঃ

যোনিকে ব্রহ্মা জানেন। পূর্ব্বে যে সকল দেবতা ও ঋষি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমরত্বই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

যিনি গুণযুক্ত ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই ঐ কৃত কর্ম্মের ফলের ভোক্তা। সেই বিশ্বরূপ পুরুষই ত্রিগুণময় ত্রিবর্ত্মা ও প্রাণাধিপ জীবরূপে নিজ কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপ সঙ্কল্পযুক্ত ও অহঙ্কারসমন্বিত

বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯ ॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

আরাগ্রমাত্রঃ প্রতোদাগ্রপ্রোতলোহকণ্টকাগ্রমাত্রঃ অপরঃ অপি হি বুদ্ধেঃ গুণেন আত্মগুণেন চ এব যুক্তঃ ইতি দৃষ্টঃ ভবতি ॥ ৮ ॥

বালেতি। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ জীবঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ। সঃ চ আনন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

নেতি। এষঃ জীবঃ ন এব স্ত্রী, ন পুমান্, ন চ এব অয়ং নপুংসকঃ। সঃ যৎ যৎ শরীরম্ আদত্তে তেন তেন রক্ষ্যতে। রক্ষ্যত ইত্যত্র যুজ্যতে ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ১০ ॥

যে পুরুষ লোহকণ্টকাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হইয়াও বুদ্ধির ও আত্মার গুণ দ্বারা যুক্ত হইয়াই দৃষ্ট হয়েন ॥ ৮ ॥

সেই জীবকে কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগবৎ সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। অথচ সেই জীব আনন্ত্যের যোগ্য হয়েন ॥ ৯ ॥

এই জীব স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, অথবা ইনি ক্লীবও নহেন। তিনি যে যে শরীর পরিগ্রহ করেন, তাহা দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্র্াসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১ ॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

সঙ্কল্পনেতি। দেহী সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ অনুক্রমেণ স্থানেষু কর্ম্মানুগানি কর্ম্মানুসারীণি রূপাণি গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম চ অভিসম্প্রপদ্যতে। ১১ ॥

স্থূলানীতি। দেহী স্বগুণৈঃ বিহিতপ্রতিষিদ্ধবিষয়ানুভবসংস্কারৈঃ স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ বহূনি এব রূপাণি বৃণোতি। সংযোগহেতুঃ সঃ অপরঃ অপি ক্রিয়াগুণৈঃ আত্মগুণৈঃ চ দৃষ্টঃ ভবতি ॥ ১২ ॥

জীব সঙ্কল্প স্পর্শ দৃষ্টি ও মোহের বশে ক্রমান্বয়ে নানাস্থানে কর্ম্মানুসারী রূপ সকল এবং অন্নপানীয় ও বৃষ্টি দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ও জন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

দেহী নিজগুণসমূহদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম বহু রূপ স্বীকার করেন। গুণসংযোগের হেতুভূত সেই জীব দেহাতীত হইয়াও ক্রিয়াগুণে ও আত্মগুণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অনাদ্যনন্তং কলিলস্থ মধ্যে
'বিশ্বস্থ স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনাদীতি। অনাদ্যনন্তং কলিলস্য গহনগভীরসংসারস্য মধ্যে স্থিতং বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ভাবেতি। ভাবগ্রাহ্যং ভক্তিগ্রাহ্যম্ অনীড়াখ্যম্ অশরীরাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবং কলাসর্গকরং কলানাং প্রাণাদীনাং সর্গকরং দেবং যে বিদুঃ তে তনুং শরীরং জহুঃ পরিত্যজেয়ুঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

অনাদি অনন্ত গহনগভীর সংসারমধ্যে অবস্থিত বিশ্বের স্রষ্টা অনেকরূপ বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা দেবকে জানিয়া সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

ভক্তিগ্রাহ্য প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিত উৎপত্তিপ্রলয়কর শিব প্রাণাদির স্থষ্টিকর্ত্তা দেবকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা প্রাকৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমাধ্যায়ের সরলানুবাদ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ ১॥
যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥ ২॥

স্বভাবেতি। পরিমুহ্যমানাঃ ভ্রান্তাঃ সন্তঃ একে কবয়ঃ জ্ঞানিনঃ স্বভাবং বদন্তি, তথা অন্যে কালং বদন্তি, লোকে তু দেবস্য এষঃ মহিমা যেন ইদং ব্রহ্মচক্রং ভ্রাম্যতে পরিবর্ত্ততে॥ ১॥

যেনেতি। যেন ঈশ্বরেণ ইদং সর্ব্বং জগৎ নিত্যং হি আবৃতং, যঃ চ জ্ঞঃ জ্ঞানী কালকারঃ কালস্য অপি কর্ত্তা গুণী সর্ব্ববিৎ চ,

---

ভ্রান্তিবশতঃ কোন কোন জ্ঞানী স্বভাবকে এবং অন্যান্য জ্ঞানীরা কালকেই বিশ্বের আদিকারণ বলিয়া থাকেন। সংসারে পরমেশ্বরের এই মহিমা, যদ্বশে এই ব্রহ্মচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে॥ ১॥

যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ নিত্যই আবৃত আছে, যিনি জ্ঞানী, কালের কর্ত্তা, গুণী ও সর্ব্ববেত্তা।

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥ ৩॥

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪॥

তেন ঈশ্বরেণ ঈশিতং সৎ কর্ম্ম বিবর্ত্ততে, যৎ কর্ম্ম পৃথ্ব্যাপ্যতেজো-নিলখানি ইতি চিন্ত্যম্॥ ২॥

তদিতি দ্বয়ম্। তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য প্রত্যবেক্ষণং কৃত্বা ভূয়ঃ তত্ত্বেন তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য সঙ্গময্য একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা কালেন চ সূক্ষ্মৈঃ এব আত্মগুণৈঃ অন্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ চ গুণান্বিতানি কর্ম্মাণি আরভ্য যঃ সর্ব্বান্ চ ভাবান্ বিনিযোজয়েৎ, সঃ তেষাম্ অভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ ইতি কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বঃ সন্ তত্ত্বতঃ তত্ত্বেভ্যঃ অন্যঃ অন্যত্বং যাতি॥ ৩॥ ৪।

সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়াই কর্ম্ম* প্রকাশিত হইতেছে। ঐ কর্ম্ম আবার ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চকরূপে চিন্তনীয় হয়॥ ২॥

ঐ পৃথিব্যাদি কার্য্য সকল উৎপাদন ও প্রত্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পুনশ্চ পৃথিব্যাদি তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের যোগ করিয়া এক দুই তিন বা অষ্ট তত্ত্ব কাল ও সূক্ষ্ম অন্তঃ-

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকালোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥
স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥

আদিরিতি। সঃ আদিঃ সংযোগনিমিত্তহেতুঃ ত্রিকালাৎ পরঃ অকালঃ অপি দৃষ্টঃ ভবতি। তং বিশ্বরূপং ভবভূতম্ ঈড্যং স্বচিত্তস্থং দেবং পূর্ব্বম্ উপাস্য জীবঃ মুচ্যতে। ৫ ॥

স ইতি। সঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ অন্য চ, যস্মাৎ অয়ং প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে, তং ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং বিশ্বধাম আত্মস্থম্ অমৃতং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা জীবঃ মুচ্যতে ॥ ৬ ॥

করণগুণের সহিত গুণান্বিত কর্ম্ম সকল আরম্ভ করিয়া, যিনি সকল ভাবকে বিনিয়োগ করেন, তিনি তাহাদিগের অভাবে কৃতকর্ম্মের নাশ হেতু কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সত্ত্বসমূহ হইতে অন্য হয়েন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তিনি আদি সংযোগকারণের কারণ ত্রিকালাতীত এবং অকালস্বরূপ হইয়াও দৃষ্ট হয়েন। সেই বিশ্বরূপ ভবভূত ঈড্য স্বচিত্তস্থ দেবকে পূর্ব্বে উপাসনা করিয়া জীব মুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

যিনি সংসারবৃক্ষের ও কালাবয়বের অতীত এবং ঐ

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৭॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮॥

তমিতি। তং দেবং বয়ম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং দেবতানাং পরমং চ দৈবতং পতীনাং পতিং পরস্তাৎ পরমম্ ঈড্যং ভুবনেশং বিদাম॥ ৭॥

ন ইতি। তস্য কার্য্যং করণং চ ন বিদ্যতে। তৎসমঃ অভ্যধিকঃ চ ন দৃশ্যতে। অস্য বিবিধা এব পরা শক্তিঃ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ শ্রূয়তে॥ ৮॥

সকল হইতে ভিন্ন, যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চ পরিবর্ত্তিত হয়, সেই ধর্ম্মাবহ, পাপহারী, ঐশ্বর্য্যপতি, বিশ্বাধার, আত্মস্থ, অমৃত পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব মুক্ত হয়েন॥ ৬॥

সেই দেবকে আমরা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, স্তুত্য ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি॥ ৭॥

তাঁহার কার্য্য এবং করণ নাই। তাঁহার সমান্ বা তাঁহা হইতে অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিবিধাকার-

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ
প্রধানজৈঃ স্বভাবতো।
দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ
স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥

ন ইতি। লোকে তস্য কশ্চিৎ পতিঃ ন অস্তি, ন চ ঈশিতা, তস্য লিঙ্গং চ ন এব। সঃ কারণং করণাধিপাধিপঃ। অস্য কশ্চিৎ জনিতা চ ন, ন চ অধিপঃ ॥ ৯ ॥

য ইতি। যঃ তু একঃ দেবঃ ঊর্ণনাভঃ ইব প্রধানজৈঃ তন্তুভিঃ স্বভাবতঃ স্বম্ আত্মানম্ আবৃণোৎ আবৃণোতি, সঃ নঃ অস্মভ্যং ব্রহ্মাপ্যয়ং দধাৎ দদাতু ॥ ১০ ॥

ভাসমানা পরা শক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শ্রবণ করা যায় ॥ ৮ ॥

লোকে তাঁহার কেহ পতি নাই, অথবা ঈশ্বরও নাই। তাঁহার অনুমানসাধক লিঙ্গও নাই। তিনি কারণ এবং করণাধিপতিদিগের অধিপতি। তাঁহার কেহ জনকও নাই, অধিপতিও নাই ॥ ৯ ॥

যিনি অদ্বিতীয় দেবতা, এবং ঊর্ণনাভি যেমন স্বশক্তি-প্রভব তন্তুসমূহ দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তদ্রূপ

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১ ॥
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

এক ইতি। সঃ দেবঃ একঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা চেতয়িতা কেবলঃ নিরুপাধিকঃ নির্গুণঃ চ ॥ ১১ ॥

এক ইতি। যঃ একঃ নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং বশী নিয়ামকঃ একং বীজং বহুধা করোতি চ, আত্মস্থং তং যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি, তেষাং শাশ্বতং সুখম্, ইতরেষাং ন ॥ ১২ ॥

যিনি স্বভাবতঃ অব্যক্তপ্রভব বিষয় দ্বারা আপনাকে আবৃত করেন, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মসঙ্গতি দান করুন ॥ ১০ ॥

সেই দেব অদ্বিতীয়, সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, উপাধিরহিত ও প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত ॥১১॥

যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবের নিয়ামক হয়েন এবং যিনি এক বীজকে বহুধা বিভক্ত করেন, আত্মস্থ সেই পরমেশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১৪॥

নিত্য ইতি। যঃ নিত্যানাং নিত্যঃ চেতনানাং চেতনঃ চ, যঃ একঃ বহূনাং কামান্ বিদধাতি, কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং তৎ তং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে॥ ১৩॥

নেতি। তত্র সূর্য্যঃ ন ভাতি, চন্দ্রতারকং ন ভাতি, ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ? ভান্তং তম্ এব সর্ব্বম্ অনুভাতি, তস্য ভাসা ইদং সর্ব্বং বিভাতি॥ ১৪॥

করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না॥ ১২॥

যিনি নিত্য বস্তু সকলের মধ্যে নিত্য ও চেতন বস্তু সকলের মধ্যে চেতন, এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম সকল বিধান করিয়া থাকেন, কারণভূত সাংখ্য-যোগাধিগম্য সেই দেবতাকে জানিয়া জীব সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন॥ ১৩॥

সেই পরব্রহ্মে সূর্য্য দীপ্তি পান না, চন্দ্র এবং তারা

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫ ॥
স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

এক ইতি। যঃ পরমেশ্বরঃ অস্য ভুবনস্য মধ্যে একঃ হংসঃ, সঃ এব সলিলে সন্নিবিষ্টঃ অগ্নিঃ। তম্ এব বিদিত্বা জীবঃ মৃত্যুম্ অতি-এতি অত্যেতি। অয়নায় অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥

স ইতি। সঃ বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ আত্মযোনিঃ, যঃ জ্ঞঃ কালকারঃ

দীপ্তি পান না, এই বিদ্যুৎ সকল দীপ্তি পায় না, অতএব এই অগ্নি কোথায়? দীপ্ত সেই পরব্রহ্মেই সকল অনুদীপ্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের দীপ্তিতেই এই সকল দীপ্তি পাইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যে পরমেশ্বর এই ভুবনের মধ্যে একমাত্র হংস, তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নি। তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জীবের আশ্রয়ের নিমিত্ত তিনি ভিন্ন অন্য পন্থা নাই ॥ ১৫ ॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি, তিনি জ্ঞানী

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭ ॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

গুণী সর্ব্ববিৎ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ চ ॥ ১৬ ॥

স ইতি। সঃ তন্ময়ঃ হি অমৃতঃ ঈশসংস্থঃ জ্ঞঃ সর্ব্বগঃ অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, যঃ এব নিত্যম্ অস্য জগতঃ ঈশে ঈষ্টে। ঈশনায় অন্যঃ হেতুঃ ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

য ইতি। যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং বিদধাতি, যঃ বৈ তস্মৈ ব্রহ্মণে

কালকর্ত্তা গুণী ও সর্ব্ববেত্তা, তিনি প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশ্বর এবং এই সংসারের মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ ॥ ১৬ ॥

তিনি বিশ্বময়, অমৃত, ঈশিতৃস্বরূপে সংস্থিত, জ্ঞানী, সর্ব্বগত, এই ভুবনের রক্ষক। তিনিই নিত্য এই জগতের নিয়ামক। নিয়মনের অন্য হেতু বিদ্যমান নাই ॥ ১৭ ॥

যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনিই সেই ব্রহ্মাকে বেদ সকল উপদেশ করেন, সেই আত্ম-

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ১৯॥
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ২০॥

বেদান্ চ প্রহিণোতি, তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুঃ অহং বৈ শরণং প্রপদ্যে॥ ১৮॥

নিষ্কলমিতি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনম্ অনলম্ ইব॥ ১৯॥

যদেতি। মানবাঃ যদা আকাশং চর্ম্মবৎ বেষ্টয়িষ্যন্তি, তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় পরমেশ্বরম্ অবিদিত্বা অপি দুঃখস্য অন্তঃ ভবিষ্যতি চর্ম্মণা আকাশপরিবেষ্টনবৎ দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তোঽপ্যসম্ভব ইতি ভাবঃ॥ ২০॥

বুদ্ধিপ্রকাশক দেবকে আমি মুক্তিলাভের অভিলাষে আশ্রয় করি॥ ১৮॥

নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমৃতের পরম সেতুস্বরূপ এবং দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় স্বয়ং দীপ্যমান, সেই দেবতাকে আমি আশ্রয় করি॥ ১৯॥

মনুষ্যগণ যখন আকাশকে চর্ম্মদ্বারা বেষ্টন করিবেন, তখন সেই দেবকে না জানিলেও দুঃখের অবসান হইবে; অর্থাৎ ব্যাপক আকাশকে যেমন চর্ম্মদ্বারা বেষ্টন করা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে না জানিলেও দুঃখের অবসান হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ২০॥

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্ ॥ ২১ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২

তপ ইতি। বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতরঃ তপঃপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ চ পরমং পবিত্রম্ ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং ব্রহ্ম হ সম্যক্ বিজ্ঞায় অথ অত্যাশ্রমিভ্যঃ প্রোবাচ ॥ ২১ ॥

বেদান্ত ইতি। পুরাকল্পে প্রচোদিতং বেদান্তে পরমং গুহ্যম্ এতৎ অপ্রশান্তায় ন দাতব্যং, পুনঃ অপুত্রায় অশিষ্যায় বা ন দাতব্যম্ ॥ ২২ ॥

বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে ও দেবপ্রসাদে পরম পবিত্র ঋষিকুলসেবিত ব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলেন এবং পরে অত্যাশ্রমীদিগকে ঐ ব্রহ্ম বলিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বকল্পে প্রবর্ত্তিত বেদান্তশাস্ত্রমধ্যে পরমগুহ্য এই জ্ঞান শান্তিরহিত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা অযোগ্য পুত্রকে বা অযোগ্য শিষ্যকেও ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ অযোগ্যপাত্রে উহার সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥

যস্যেতি। যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ অস্তি, যথা দেবে তথা গুরৌ চ পরা ভক্তিঃ বিদ্যতে, তস্য মহাত্মনঃ এতে অর্থাঃ কথিতাঃ সন্তঃ প্রকাশন্তে, তস্য মহাত্মনঃ এতে অর্থাঃ কথিতাঃ সন্তঃ প্রকাশন্তে ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার দেবতাতে পরা ভক্তি আছে, আবার যেমন দেবতাতে তেমনি গুরুতেও পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ষষ্ঠাধ্যায়ের সরলানুবাদ ॥ ৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥